প্রগতি

সাফল্য ও
গৌরবময় সেবার
২ বছর

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

প্রগতি

সাফল্য ও গৌরবময় সেবার

২ বছর

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

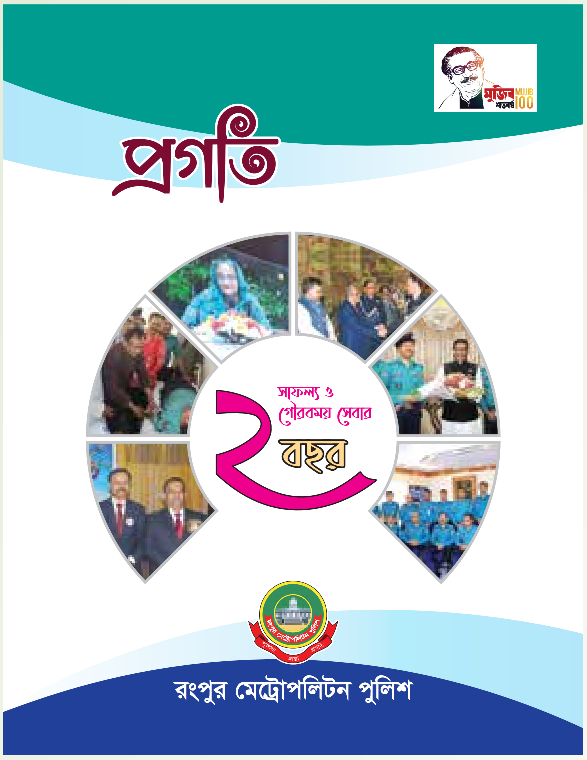

প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

- **মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ** বিপিএম
  পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

উপদেষ্টা :

- **মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান**
  অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

সম্পাদক :

- **মোঃ আবু বকর সিদ্দীক**
  উপ-পুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

সম্পাদনা পরিষদ :

- **মোঃ আবু সাইম**
  উপ-পুলিশ কমিশনার (ই এন্ড ডি)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
- **মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-ফারুক**
  অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (সদরদপ্তর)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
- **উত্তম প্রসাদ পাঠক**
  অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
- **মোঃ ফারুক আহমেদ**
  সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডিবি)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
- **রেজানুর বেগম**
  সহকারী পুলিশ কমিশনার (সদরদপ্তর)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
- **মোঃ আকতারুজ্জামান**
  সহকারী পুলিশ কমিশনার (স্টাফ অফিসার)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
- **মোঃ আব্দুর রশিদ**
  অফিসার ইনচার্জ (কোতয়ালী থানা)
  রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

সহযোগিতায় :

- **মোঃ মাহবুর রহমান**
  এএসআই (সিটিএসবি), আরপিএমপি
- **মোঃ মানিক প্রধান**
  নায়েক, আরপিএমপি

প্রকাশনায় :

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

প্রকাশকাল :

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি.

গ্রাফিক্স :

এস.এম ওসমান গনি

মুদ্রণ :

ইউনাইটেড প্রিন্টার্স
ধাপ, জেল রোড, রংপুর
মোবাইল: ০১৯১৫-৪৫৮০৫৫

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

সুচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও গঠন		২৮
জুরিসডিকশন ম্যাপ		২৯
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মকর্তাবৃন্দের গ্রুপ ছবি		৩০
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে প্রথম যারা		৩১
মেট্রোপলিটন পুলিশের জনসেবা ও একটি ভাবনা	মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম	৩৫
আরপিএমপি'র স্মরণীয় মূহুর্তের চিত্র		৪০
আরপিএমপি'র মুজিববর্ষ উদযাপনের চিত্র		৪১
অসমসাহসী বঙ্গবন্ধু	মুহাম্মদ নুরুল হুদা	৪৩
বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের দেশ দিলেন	আনিসুল হক	৪৬
আরপিএমপি'র প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের চিত্র		৫০
বঙ্গবন্ধুর প্রথম ছবি তোলার গল্প	পাভেল রহমান	৫২
জনবান্ধব ও সেবামুখী পুলিশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান	ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ	৫৫
পত্রিকায় আরপিএমপি'র অর্জন (কোলাজ)		৫৭
বঙ্গবন্ধুর রূপকল্প: প্রথম পুলিশ সপ্তাহে ভাষণ	প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম	৫৯
বাংলাদেশের উন্নয়ন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা	ড. রাশিদ আসকারী	৬৫
ডিজিটালাইজেশনে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ	মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান	৬৯
বিভিন্ন ইভেন্টস-এ আরপিএমপি'র চিত্র		৭৫
করোনাকালের পুলিশ	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	৭৭
আমরা তো এমন পুলিশই চেয়েছি	ইমদাদুল হক মিলন	৮২
করোনা মহামারীতে আরপিএমপি'র জনসচেতনামূলক কার্যক্রমের চিত্র		৮৫
করোনা মহামারীতে আরপিএমপি'র সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র		৮৬
করোনাযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা অতুলনীয়	মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা এমপি	৮৭
মানবিক বোধের প্রদীপ্ত শিক্ষা	সেলিনা হোসেন	৮৯
Role of Ranpur Metropolitan Police in Corona (COVID-19) Pandemic	Md. Mohidul Islam	৯১
করোনায় আরপিএমপি'র কার্যক্রমের চিত্র		১০৮
আরপিএমপি'র অপরাধ বিভাগের গত এক বছরের অর্জন ও সাফল্য	মোঃ শহিদুল্লাহ কাওছার পিপিএম-সেবা	১১২
থানার কার্যক্রমের চিত্র		১২৮

সুচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পথ চলা হলো শুরু	মোঃ আবু সাইম	১৩৪
অপরাধ সভা ও কল্যাণ সভার চিত্র		১৪১
পরিদর্শন ও মাস্টার প্যারেডের চিত্র		১৪২
রংপুর মহানগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থা: বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যত ভাবনা	মোঃ মেনহাজুল আলম	১৪৩
ট্রাফিক বিভাগের কার্যক্রমের চিত্র		১৪৮
আরপিএমপি'র গোয়েন্দা বিভাগের সাফল্য	উত্তম প্রসাদ পাঠক	১৫০
গোয়েন্দা বিভাগের কার্যক্রমের চিত্র		১৬৫
আরপিএমপি'র প্রসিকিউশন শাখার অর্জন ও সাফল্য	মোঃ আরিফুজ্জামান	১৬৭
নগর বিশেষ শাখার কার্যক্রম	হিল্লোল রায়	১৬৮
সবুজ মহানগরী বিনির্মাণে আরপিএমপি'র উদ্যোগের চিত্র		১৭০
পুলিশ ও জনপ্রত্যাশা	উমর ফারুক	১৭২
উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য বালাদেশ	শরীফ আল রাজীব	১৭৪
আরপিএমপি'র বিভিন্ন দিবস উদযাপনের চিত্র		১৭৮
কমিউনিটি পুলিশিং এর সাফল্যে বিট পুলিশিং এর গুরুত্ব	মোঃ গোলাম জাকারিয়া	১৮০
বিট পুলিশিং সংক্রান্ত লিফলেট		১৮৪
দেওয়ানটুলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা নিরসন : সামাজিক সমস্যা নিরসনে একটি অনন্য পদক্ষেপ	এস.এম রেজাউল করিম	১৮৫
কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের চিত্র		১৮৭
বিট পুলিশিং কার্যক্রমের চিত্র		১৮৮
"জনতার পুলিশ, মানবিক পুলিশ"	মোঃ জমির উদ্দিন	১৮৯
মানবতার বন্ধনে রংপুর-এর কার্যক্রমের চিত্র		১৯৩
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ	মোঃ ফারুক আহমেদ	১৯৫
তদন্তের বাস্তব অভিজ্ঞতায় কেস ডায়রীর গুরুত্ব	মোঃ আলতাফ হোসেন	২০২
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদানের চিত্র		২০৭
আরপিএমপি'র সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র		২০৮
Corona Virus Pandemic : Economic challenges ahead & ways of recovery	Razanur Begum	২০৯
কবিতা		২১৬

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে বার্ষিক প্যারেড পরিদর্শনে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তুমি আছো চেতনায় গৌরবে
আলোকবর্তিকা তুমি
স্বপ্নে-জাগরণে

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর শুভ উদ্বোধন করছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আইজিপির দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম(বার)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

সাফল্য ও গৌরবময় সেবার

২ বছর

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

বাণী

০১ আশ্বিন ১৪২৭
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর ২য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্-এ বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ পুলিশ সদস্যসহ বিভিন্ন সময়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদেরও আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মানুষের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখতে পুলিশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য পুলিশকে জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করতে হবে। ‘মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার’ এই শ্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ নিরবচ্ছিন্নভাবে জনকল্যাণমুখী সেবা প্রদানে ব্রতী হবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রাণঘাতী করোনা মহামারীতে জনগণকে সুরক্ষাকল্পে বাংলাদেশ পুলিশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ দায়িত্ব পালনকালে অনেক পুলিশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের গভীর সমবেদনা জানাই। যাঁরা এখনো করোনা আক্রান্ত রয়েছেন তাঁদের আশু আরোগ্য কামনা করি।

অপরাধ দমন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসহ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে বাংলাদেশ পুলিশ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে। বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন বিধি মোতাবেক জনগণের মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশ পুলিশ জনসেবা প্রদানে আরো আন্তরিক হবে বলে আমি আশা করি।

নবগঠিত ইউনিট হিসেবে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ‘শৃঙ্খলা-আস্থা-প্রগতি’ এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে ইতোমধ্যে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে জনগণের সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে পুলিশকে আরো জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

সাফল্য ও গৌরবময় সেবার

২ বছর

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাণী

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ আশ্বিন ১৪২৭
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ২য় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই ইউনিটের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ভয়াল রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের ১২৬২ জন সদস্য জীবন উৎসর্গ করেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১১ সালে স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হয়। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী দেশপ্রেমিক বীর পুলিশ সদস্যদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করে বাংলাদেশ পুলিশ শ্লোগান নির্ধারণ করেছে- "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার"। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য মুজিববর্ষের মহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করোনা মহামারীর চরম দুঃসময়ে ও সর্ব প্রকার বিপদে-আপদে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রকৃত বন্ধুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বিধি নিয়ে প্রচারণা, লকডাউন কার্যকর, জরুরী সেবা ও খাদ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, খাদ্য সহায়তা প্রদানসহ সামগ্রিক কার্যক্রম নিরলসভাবে করে যাচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ। করোনার বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে যখন করোনা সংক্রমণে মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়-স্বজনরা মৃতদেহ ফেলে চলে গেছেন, তখন বাংলাদেশ পুলিশের অকুতোভয় বীর সদস্যরা নিজেদের জীবন ঝুঁকিতে রেখেও করোনায় মৃতদেহের গোসল, জানাযা, দাফন-কাফন ও সৎকার করেছে। করোনা সংকট মোকাবিলায় এই বাহিনী আত্মত্যাগ ও আত্মনিবেদনের এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দেশকে সার্বিকভাবে উন্নত করার অংশ হিসেবে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম রংপুরবাসীকে। আওয়ামী লীগ সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে সে অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছে। আজ রংপুরবাসী বিশেষ করে মহানগরে বসবাসকারী সকল নাগরিক তার সুফল ভোগ করছেন।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশ বাহিনীকে একটি দক্ষ, জনবান্ধব ও প্রতিশ্রুতিশীল বাহিনীতে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। আমি আশা করি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে ধারণ করে সেবার মানসিকতা নিয়ে নবগঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ জননিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষায় নগরবাসীর আশা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ২য় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০
সাফল্য ও গৌরবময় সেবার

২ বছর

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

বাণী

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর ২য় বর্ষপূর্তিতে আমি নবগঠিত এই ইউনিটের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। ১৯৭১ সালে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বাংলাদেশ পুলিশ।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে মুজিববর্ষে বাংলাদেশ পুলিশ জনকল্যাণে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে প্রত্যক্ষভাবে। করোনা দুর্যোগে সামনের সারির যোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ পালন করছে অগ্রণী ভূমিকা। বৈশ্বিক করোনাকালীন সময়ে বাংলাদেশ পুলিশ শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নয়, জনতার পুলিশ এবং মানবিক পুলিশ হিসেবে দেশ ও বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশের যে সকল সদস্য শাহাদাৎ বরণ করেছেন আমি তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশ পুলিশ করোনাকালীন সময়ে দেশের মানুষের সেবায় যে মানবিক কার্যক্রমের ধারার সূচনা করেছে তা অব্যাহত থাকবে।

জনগণকে সহজে পুলিশি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ নবগঠিত এই ইউনিট যাত্রা শুরু করে মানুষকে উত্তম পুলিশি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শৃঙ্খলা, আস্থা, প্রগতি- এই তিন মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে রংপুর মহানগরীতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। উত্তরের এই জনপদের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক, স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ রেখে রংপুরকে একটি নিরাপদ, বাস-উপযোগী ও উন্নত মহানগর হিসেবে গড়ে তুলতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ বদ্ধপরিকর।

২য় বর্ষপূর্তির এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি নবগঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এম.পি

বাণী

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উত্তরের ঐতিহ্যবাহী জনপদ রংপুর মহানগরীর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালনকারী রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ২য় বর্ষপূর্তির এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমি নবগঠিত এই ইউনিটের সকল সদস্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বর্ষপূর্তির এই স্মরণীয় ক্ষণে আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, যার সুযোগ্য নেতৃত্বে অল্প সময়ে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে ও "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার" এই শ্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ দেশ মাতৃকার সেবায় নিবেদিত বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। করোনা মহামারির কঠিন বিপর্যয়কালে নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে মানব কল্যাণে সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে পুলিশ সদস্যগণ নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে। বৈশ্বিক করোনাকালীন সময়ে সম্মুখযোদ্ধা একক পেশাজীবী হিসেবে এ পর্যন্ত ১৬ হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং ৭০ জন পুলিশ সদস্য শাহাদৎ বরণ করেছেন। আমি তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনাসহ পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। দেশের এই দুর্যোগকালে বাংলাদেশ পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সামাজিক নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা রক্ষার পাশাপাশি ত্রাণ বিতরণ, লক ডাউন কার্যকর, মৃত ব্যক্তির দাফন কার্যে সম্পন্নসহ নানাবিধ মানবিক কার্যক্রম দেশ ও বিশ্বব্যাপি প্রশংসিত হয়েছে।

একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো শান্তিপূর্ণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নিরাপদ সমাজ। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় বলা হয় Development is Security and Security is development. বর্তমান সরকার এই ধারণার উপর গুরুত্বারোপ করে পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়ন, জনবল বৃদ্ধি ও সেবা প্রদান সহজীকরণে অনেক নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে পুলিশে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন ইউনিট এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সরকার গঠন করেছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর।

শৃঙ্খলা, আস্থা, প্রগতি- এ তিন আদর্শকে লালন করে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রত্যেক সদস্য যথাযথ শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা ও পেশাগত আচরণ মেনে চলার মাধ্যমে অত্র ইউনিটকে একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীতে পরিণত করেছেন। একইভাবে নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ এবং প্রো-একটিভ পুলিশিং ব্যবস্থার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে রংপুর মহানগরীকে একটি নিরাপদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বান্ধব ও যানজটমুক্ত নগরীতে পরিণত করেছেন।

ফলশ্রুতিতে রংপুর মহানগরের প্রত্যেক বাসিন্দা তথা সকল পেশাজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক ও ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে তাদের নিজ নিজ কর্মকান্ড করে যাচ্ছেন। দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ীরা নিশ্চিন্ত ও আশঙ্কামুক্ত হয়ে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে রংপুর মহানগরীতে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বিনিয়োগ করতে পারবেন। এতে করে এ শহরে গড়ে উঠবে নতুন নতুন কল-কারখানা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। মানুষের টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটবে। এভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে রংপুরের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সংঘটিত হবে। রংপুর মহানগরীতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পুলিশ জনতার সেতু বন্ধনের মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ রংপুরের এই অগ্রযাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ২য় বর্ষপূর্তিতে অত্র ইউনিটের অব্যাহত সাফল্য ও গৌরবান্বিত ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

টিপু মুনশি, এমপি

বাণী

বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

মানবিকতায় অনন্য পুলিশ বাহিনী। নিরাপত্তা ও আস্থার প্রতীক রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত সকল সদস্যের প্রতি রইল আমার অবিরাম শুভেচ্ছা।

করোনা মহামারির এই কঠিন বিপর্যয়ে মানব কল্যাণে বাংলাদেশ পুলিশ যেভাবে নিজেদের সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে আত্মনিয়োগ করেছে তা দেশবাসীর কাছে পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তিকে আরও সমুজ্জ্বল করেছে বলে আমার বিশ্বাস। নতুন ইউনিট হিসেবে আত্মপ্রকাশের শুরু থেকেই রংপুর মহানগরীর জনগণের ভরসাস্থল রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। উন্নয়নের যে ছোঁয়া সারা দেশে লেগেছে রংপুরসহ গোটা উত্তরাঞ্চল সেখান থেকে পিছিয়ে নেই। বগুড়া থেকে রংপুর হয়ে নীলফামারী পর্যন্ত এলএনজি গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলে শিল্প বিকাশ ও ব্যবসা বাণিজ্যে বিপ্লব ঘটবে। টেকসই উন্নয়ন ও বিনিয়োগের জন্য চাই টেকসই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সুশাসন। এক্ষেত্রে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে রংপুরের উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ।

আমি প্রত্যাশা করি সকল বাধা অতিক্রম করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি

বাণী

সংসদ সদস্য

২১ রংপুর-৩
সদস্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২য় বর্ষপূর্তিতে আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বাংলাদেশ পুলিশ একটি সেবাধর্মী সুশৃঙ্খল বাহিনী।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান বাস্তবতা। সকল আন্তর্জাতিক বাধা অতিক্রম করে আমাদের অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। বেড়ে চলেছে জিডিপি, মাথাপিছু আয়, ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ, রেমিট্যান্স, রপ্তানি আয় সবকিছুই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক রংপুরকে মেট্রোপলিটন পুলিশ চালু করায় আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মেট্রোপলিটন পুলিশের অগ্রযাত্রায় আমি এখানকার জনপ্রতিনিধি হিসাবে গর্ব অনুভব করছি। আমার নির্বাচনী এলাকায় মানুষ উন্নত পুলিশী সেবা পাচ্ছেন বলে আমি জানতে পেরেছি। ইতোমধ্যে বিট পুলিশিং চালুর মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে।

করোনা যুদ্ধে সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসাবে পুলিশের ভূমিকা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জাতি তা স্মরণ রাখবে অনন্তকাল। উল্লেখ্য, বর্তমান করোনাকালে জনগণকে সুরক্ষা সেবা দিতে গিয়ে ৭৩ জন পুলিশ সদস্য জীবন উৎসর্গ করে আত্মত্যাগের এক অনুপম দৃষ্টান্ত করেছেন। তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

সর্বদাই দেশ ও জনগণের সেবায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর ভবিষ্যতেও নিয়োজিত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

রাহ্‌গির আলমাহি এরশাদ

বাণী

মেয়র

রংপুর সিটি কর্পোরেশন

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমি এই ইউনিটের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এবার পালিত হচ্ছে ‘মুজিববর্ষ’। মুজিববর্ষের শ্লোগান ‘মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার’ এই অঙ্গীকারকে সামনে নিয়ে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ রংপুর মহানগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়পূর্বক আরপিএমপি নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মহানগরীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, যানজট নিরসনসহ বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এই প্রতিষ্ঠানটি। সিটি কর্পোরেশন এবং রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ পরস্পর সমন্বয়ের মাধ্যমে নগরীর অধিকাংশ এলাকা সিসি ক্যামেরা নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে এসেছে।

করোনা মহামারিকালে পুলিশ এবং সিটি কর্পোরেশন একযোগে কাজ করছে। করোনা রোগী পরিবহন, স্যাম্পল সংগ্রহ, বসতবাড়ি লকডাউন ইত্যাদি কর্মকান্ডে পুলিশের অংশগ্রহণ প্রশংসার দাবী রাখে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ মহানগরীর সম্মানিত নাগরিকদের সাথে নিয়ে ‘মানবতার বন্ধনে রংপুর’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে যা মানব কল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। শান্তি - শৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা, প্রগতি, উন্নয়ন তথা সার্বিক কল্যাণ সাধনে আরপিএমপি ইতোমধ্যেই নগরবাসীর আস্থা অর্জন করেছে।

সিটি কর্পোরেশন ও মেট্রোপলিটন পুলিশের চলমান পারস্পরিক সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং এর মাধ্যমে রংপুর একটি অনিন্দ্য সুন্দর মহানগরীতে পরিণত হবে এই প্রত্যাশা করছি।

মোঃ মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা

বাণী

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ পুলিশের নবগঠিত ইউনিট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর ২য় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবোজ্জল ইতিহাস জড়িত। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষের শ্লোগান- “মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার”। এই অঙ্গীকারকে ধারণ করে করোনা মহামারির কঠিন বিপর্যয় ও সংকটকালে মানব কল্যাণে বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যগণ যেভাবে নিজেদের সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে আত্মনিবেদন করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

ব্যাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন ও দেশের সর্বস্তরের জনগণের নিরাপত্তা প্রদানসহ জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের মজবুত ভিত্তি বিনির্মাণে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার বাংলাদেশ পুলিশকে একটি দক্ষ, জনবান্ধব ও প্রতিশ্রুতিশীল বাহিনীতে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে পুলিশের জনবল বৃদ্ধি, নতুন প্রযুক্তির সংযোজন, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, বিশেষায়িত ও নতুন ইউনিট গঠন, আধুনিক সরঞ্জামাদি ও যানবাহন সংযোজনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠন করা হয়েছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে আধুনিক ও জনবান্ধব পুলিশিং এর মাধ্যমে জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। পুলিশ বাহিনীর প্রতি সাধারণ জনগণের আস্থা ও ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা বর্তমান সময়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ, এ বাহিনীর সকল সদস্য তাদের পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা ও সততার মাধ্যমে তা অর্জন করতে সক্ষম হবেন মর্মে আমি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

বাণী

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ পুলিশের কনিষ্ঠতম ইউনিট, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ২য় বর্ষপূর্তির এই আনন্দঘন মূহুর্তে এই ইউনিটের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে পুলিশের শ্লোগান "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার"। এই শ্লোগান আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ পরিণত হয়েছে জনতার পুলিশে। করোনার ছোবল থেকে বাঁচতে মানুষ যখন আপন ঘরে হয়েছে গৃহবন্দী, ভীত সন্ত্রস্ত, তখন তাদের সুরক্ষা দেয়ার দায়িত্ব কাঁধে নিচ্ছে পুলিশ। পুলিশ হয়ে উঠেছে মানুষের আপনজন। দায়িত্ব, কর্তব্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবিকতায় বাংলাদেশ পুলিশ নিজেদের এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। করোনার এ যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১৬ হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং ৭০ জন পুলিশ সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনাসহ পরিবারের প্রতি জ্ঞাপন করছি গভীর সমবেদনা।

নারী ও শিশু নির্যাতন, মাদক, সন্ত্রাস, চোরাচালান, চুরি-ছিনতাই ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নব উদ্যোগ, ধারণা ও পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে এ সকল অপরাধ দমনের ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। এছাড়াও প্রতিষ্ঠার পরপরই দ্রুততম সময়ে নানামুখী উদ্যোগ এবং e-Traffic Prosecution and Fine Payment System প্রবর্তনের মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ মহানগরের যানজট পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি সাধন করেছে। সম্প্রতি রংপুর মহানগরীতে ব্যাপকভাবে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সেবা প্রদানের মাধ্যমে নাগরিক প্রত্যাশা পূরণ এবং পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ পুলিশের নবগঠিত এই ইউনিট।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এই ইউনিটের সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম(বার)

বাণী

বিভাগীয় কমিশনার
রংপুর বিভাগ, রংপুর

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে বাংলাদেশ পুলিশ, হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকে বাংলাদেশ পুলিশ দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় জনআকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে অসীম সাহসীকতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ফৌজদারী মামলায় তদন্ত কার্যক্রম এবং অপরাধ দমনে নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বসবাসের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সদা সচেষ্ট বাংলাদেশ পুলিশ।

মুজিববর্ষে পুলিশের শ্লোগান "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার"- এই শ্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রত্যেকটি সদস্য রংপুর মহানগরীর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন এবং নাগরিকদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারীতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, প্রশাসন এর সাথে সমন্বয় এর মাধ্যমে জনদুর্ভোগ কমিয়ে রংপুরের জনজীবনকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশের মূলমন্ত্রকে ধারন করে উত্তম সেবা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রশংসিত হয়েছে। দক্ষতা ও পেশাদারীত্বের মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতি নগরবাসীর আস্থা সুদৃঢ় হয়েছে।

আমি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই শুভক্ষণে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সফলতা কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা

রংপুর রেঞ্জ
বাংলাদেশ পুলিশ

বাণী

ডিআইজি
রংপুর রেঞ্জ
বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে প্রতিষ্ঠানটির সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন।

কোভিড-১৯ নামক এক অদৃশ্য অনুজীবের আক্রমণে সারা পৃথিবী যখন আক্রান্ত, সেই রকম এক অস্বাভাবিক বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠানটির দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে।

কোভিড-১৯ এ সারা পৃথিবীর মত বিপর্যস্ত বাংলাদেশের সংকটময় সময়ে বাংলাদেশ পুলিশের অন্যান্য ইউনিটের মত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশও জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের এ সহমর্মিতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব বজায় রেখে, সততা, স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠার সাথে জনগণকে উত্তম পুলিশি সেবা প্রদানে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এছাড়াও বিট পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে পুলিশি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য তাঁর এবং পরিবারের সদস্যদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। জাতির পিতার ঋণ শোধ করে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ এবং নিরাপদ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

সে দায়িত্ব পালনে আমরা সবাই এক সাথে কাজ করে যাব, এ প্রত্যাশা করছি।

দেবদাস ভট্টাচার্য্য বিপিএম

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
শৃঙ্খলা আস্থা প্রগতি

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০
সাফল্য ও গৌরবময় সেবার

২ বছর

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

বাণী

কমিশনার

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সম্মানিত রংপুর মহানগরবাসী ও মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশ পুলিশের শ্লোগান- "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার"। এই শ্লোগানকে হৃদয়ে ধারণ করে জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বাংলাদেশ পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথাপি করোনা মহামারির এই দুঃসময়ে মানবকল্যাণে নিজেদের সম্পৃক্ত করে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ জনগণের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। করোনা মহামারীতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত এ যুদ্ধে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ১৭৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

২০১৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর উদ্বোধন করেন। সময়ের চাকা ঘুরে আজ দুই বছর পূর্ণ হল রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের। যাত্রা শুরুর প্রথম দিন থেকেই একযোগে সকল ইউনিটে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, যা ছিল সে সময়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তখন থেকেই সকল চাঞ্চল্যকর মামলার রহস্য উদঘাটন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, সিটিএসবি'র ডিজিটালাইজড সেবা প্রদানসহ সকল জাতীয়, ধর্মীয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টসমূহে শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে আসছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। মহানগরের সম্মানিত নগরবাসীর জন্য পুলিশি সেবার মান বৃদ্ধি এবং সেবা আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রয়াস অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশ সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে ও বাংলাদেশ পুলিশের Strategic Plan ২০১৮-২০২০ টার্গেট বাস্তবায়নে প্রতিটি থানায় সার্ভিস ডেলিভারি ডেস্ক স্থাপন, ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু, ঝুঁকিপূর্ণ গ্রুপ (মহিলা, শিশু, বয়স্ক নাগরিক প্রভৃতি) এর জন্য পৃথক ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ শুধু অপরাধ নিবারণে নয় জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে মাদক, জঙ্গিবাদ, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ ও গুজব প্রতিরোধে জনসচেতনমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখে অপরাধ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে বিট পুলিশিং কার্যক্রম চলছে। বিট পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকৃত পুলিশি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে যাচ্ছে। মহানগরবাসীকে এর মাধ্যমে উন্নত ও কাঙ্খিত সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিজিটালাইজেশনের জন্য বিভিন্ন থানা, পুলিশ লাইন্স ও পুলিশ ফাঁড়িকে অনলাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। পুরো মহানগরী এলাকার আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল সিসি ক্যামেরার সাথে আরপিএমপি'র কন্ট্রোলরুমের সংযোগ সাধন করা হয়েছে। এর ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গৃহীত এ উদ্যোগ নতুন মাত্রা পেয়েছে।

সকল স্তরের কর্মকর্তাদের মাঝে শুদ্ধাচার, আইনের শাসন, মানবাধিকার, মানবিক আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে সংবেদনশীল পুলিশি সেবা প্রদানের শিক্ষা ও চর্চার বিষয়ে দেয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ। ইতোমধ্যে পুলিশ ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন পাওয়া গেছে। গতানুগতিক পুলিশিং এর পাশাপাশি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ 'মানবতার বন্ধনে রংপুর' স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করছে। এছাড়াও রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন, ফ্রি হেল্‌থ চেক-আপ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গাছের চারা বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

আগামী ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হবে। সুর্বণজয়ন্তীতে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেয়ার লক্ষ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করবে- এই প্রত্যাশা করছি। সেই সাথে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি সদস্য নগরবাসীর আস্থা ও আকাঙ্খা পূরণ করে তাদের পাশে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ২য় প্রতিষ্ঠা দিবস সফল হোক।

মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

সাফল্য ও গৌরবময় সেবার

২ বছর

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

সম্পাদকীয়

সেপ্টেম্বর ১৬, ২০১৮-এ যাত্রা শুরু রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের। এরপর পেরিয়ে গেছে দুই বছর। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী এবং স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত বাংলাদেশ পুলিশ জাতির প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ বহুমাত্রিক কাজে নিয়োজিত। বর্তমানে করোনা মহামারীর এ ক্রান্তিলগ্নে জনগণের কল্যাণে ঘরে ঘরে খাদ্য পৌঁছে দেয়া, হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যাওয়া, লকডাউন কার্যকর করা, এমনকি মৃত ব্যক্তির দাফন কার্য সম্পন্ন করাসহ নানাবিধ মানবিক কাজে জড়িত পুলিশ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলাদেশ পুলিশের অকুতোভয় সদস্যরা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। মুজিব জন্মশতবার্ষিকীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার' এ শ্লোগানকে ধারণ করে পরিচালিত হচ্ছে আমাদের সকল কার্যক্রম।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রথম কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম এর সার্বিক নির্দেশনায় দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পূর্বের ধারাবাহিকতায় এবারও প্রকাশিত হল 'প্রগতি'। এতে শুভেচ্ছাবাণী দিয়ে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্য এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার মেলবন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা এ সংখ্যায় লেখা দিয়েছেন, স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের লেখায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবন ও স্মৃতিকথা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পুলিশের কর্মকান্ড এবং রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের বহুবিধ কর্মসূচির বৈচিত্র্যময় চিত্র ফুটে উঠেছে। আইনগত কর্মকান্ডের পাশাপাশি 'মানবতার বন্ধনে রংপুর' এর নানা মানবিক কর্মকান্ডের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই বাংলাদেশ পুলিশের মুখপাত্র 'ডিটেকটিভ' এর সম্পাদক জনাব হাবিবুর রহমান বিপিএম(বার), পিপিএম(বার), ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ এর প্রতি ডিটেকটিভ এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পুর্ণমূদ্রণ করার অনুমতি দেয়ার জন্য। এতে 'প্রগতি' হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ, পাবে পাঠক প্রিয়তা।

নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের আস্থার মূর্তপ্রতীক হয়ে উঠুক আরপিএমপি ২য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-তে এই হোক প্রত্যাশা। যারা প্রকাশের নানা পর্যায়ে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন তাদের প্রতি রইল আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। স্মরণিকাটি পাঠক নন্দিত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

এই স্মরণিকা প্রকাশে বিশেষ করে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান এর সার্বক্ষণিক নির্দেশনা আমাদের কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 'প্রগতি' প্রকাশে বিজ্ঞাপণ দিয়ে সহায়তা করেছেন, তাদের প্রতি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিশেষ কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি।

সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্য স্ব স্ব দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করায় এত বড় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ স্মরণিকা প্রকাশ সম্ভবপর হয়েছে। লেখা সংগ্রহ, প্রচ্ছদ, কম্পোজ, প্রুফ দেখা, মুদ্রণসহ ইত্যাদি কাজে যিনি বা যারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের কথাও ধন্যবাদের সঙ্গে স্মরণ করছি। স্মরণিকাটির নির্ভুল প্রকাশে নিরলস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু বিচ্যুতি, কিছু অপূর্ণতা, কিছু তথ্যের সীমাবদ্ধতা থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

রংপুর পুলিশ মেট্রোপলিটন পুলিশের সাফল্য ও গৌরবময় সেবার ২য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সার্থক ও সফল হোক এই আমাদের প্রত্যাশা।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও গঠন

১ জুলাই ২০১২ সালে ২০৫ বর্গ কিঃমিঃ আয়তনের রংপুর সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। ৩০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত রংপুর সিটি কর্পোরেশনের লোকসংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে রংপুর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশ লাভ করতে থাকে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ৮ জানুয়ারি রংপুর জেলা সফরকালে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পর গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ১১৮৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃজন ও ১২৩টি যানবাহন টিওএন্ডই ভূক্ত করে গেজেট প্রকাশিত হয়। এরপর ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ মহান জাতীয় সংসদে রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ পাশ হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেই থেকে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

ভৌগোলিক সীমানা ঃ

রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও হারাগাছ পৌরসভা, পীরগাছা থানার কল্যাণী ইউনিয়ন এবং কাউনিয়া থানার সারাই ইউনিয়ন এর সমন্বয়ে প্রাথমিকভাবে ০৬ টি থানা নিয়ে প্রায় ২৪০ বর্গ কিঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠন করা হয়।

রংপুর মহানগর এলাকার অধীন থানা সমূহ-

(১) কোতয়ালী থানা	(২) তাজহাট থানা	(৩) মাহিগঞ্জ থানা
(৪) হাজিরহাট থানা	(৫) পরশুরাম থানা	(৬) হারাগাছ থানা

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর এর থানাভিত্তিক বিবরণ-

১. কোতয়ালী থানা

কোতয়ালী থানাটি মূলাটোলে অবস্থিত। রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ও ৩০ নং ওয়ার্ডের কামাল কাছনা মৌজা নিয়ে গঠিত।

২. তাজহাট থানা

তাজহাট থানাটি রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ১৫, ২৮, ২৯, ৩১ ও ৩২ নং ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত।

৩. মাহিগঞ্জ থানা

মাহিগঞ্জ থানাটি রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ২৯, ৩০ ও ৩৩ নং ওয়ার্ড এবং পীরগাছা থানার ১নং কল্যানী ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত।

৪. হারাগাছ থানা

হারাগাছ থানাটি হারাগাছ পৌরসভা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড এবং কাউনিয়া থানার সারাই ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত।

৫. পরশুরাম থানা

পরশুরাম থানাটি রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত।

৬. হাজীরহাট থানা

হাজীরহাট থানাটি রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর ১, ২, ১০, ১১ ও ১২ নং ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত।

জনবল

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে ১ জন পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি); ১ জন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অতিরিক্ত ডিআইজি); ৬ জন উপ-পুলিশ কমিশনার (পুলিশ সুপার); ৬ জন অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার); ১২ জন সহকারি পুলিশ কমিশনার (সহকারি পুলিশ সুপার); ২৪ জন পুলিশ পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর); ১০১ জন এসআইসহ সর্বমোট ১১৮৫ জন জনবল নিয়ে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিভাগসমূহ

- সদর দপ্তর ও প্রশাসন
- অপরাধ বিভাগ
- নগর বিশেষ শাখা
- গোয়েন্দা শাখা
- এস্টেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট
- ট্রাফিক বিভাগ

আরপিএমপি পুলিশ কন্ট্রোলরুম: ০১৭৬৯-৬৯৫৪০০, ০৫২১-৫৭০৬৬

RANGPUR METROPOLITAN POLICE AREA

Kotwali Thana

Mouza Name	J.L. No
Sammanipur	103
Damudar Pur	104
Pirzabad	57
Barabari	101
Deodoba	102
Monoharpur	105
Goneshpur	95
Alamnagar	96
Binodpur	98
Harirampur	100
Dhap	49
Kellabandh	60
Vogi	61
Rampura	58
Parbatipur	59
Satgara	94
Radhaballav	92
Raghunathganj	93
Kamalkachna	91

HAZIRHAT Thana

Mouza Name	J.L. No
Ranochandi	35
Monohar	38
Shekh Tayob	40
Uttam	52
Baragharia	36
Hariram Piroj	37
Aviram	39
Goalu	41
Pachim Gilabari	30
Purba Gilabari	53
Jodishpur	45
Bakterpur	55
Rajendrapur	28
Kamdebpur	29
Bionnatari	56
Chak Isubpur	26
Pakhifandha	27
Bhabanipur	107
Radha-krishnapur	108
Gopinathpur	109

PARSHURAM Thana

Mouza Name	J.L. No
Niamot	51
Paidhar	45
Kaimagili Kukrul	47
Nilkanth	62
Kukrul	63
Amasu	64
Balakowar	68
Binod	69
Harati	44
Arazi Parshuram	46
Debottar Taluk	48
Parshuram	70
Kobaru	42
Badhur Shingh	43
Chabbishhajari	50

HARAGACH Thana

Mouza Name	J.L. No
Benugath	71
Hariram Mol	72
Baksa	73
Gulalbudhai	74
Budhai	75
Topodhon	79
Kholishakuri	67
Kartik	76
Chandkuti	77
Arazi Gulal Budhai	78
Mohabbatkha	80
Bodhu Kamala	82
Nohati Kachna	65
Bahar Kachna	66
Chilmon	81
Shahebgonj	83
Kachna	84
Bircharan	85
Monodor	86
Monogopal	87
Ramgobando	90
Machari	9
Udoynaran Machari	10
Saronopur	14
Arazibircharan Khamar	15
Vogiroth Machari	16
Modamodon	17
Kachu	18
Dorimodonmohon	19
Sarai	1
Dhumgara	2
Haragach	3
Aragach Chotura	4
Thakurdas	7
Dhumerkhuti	11
Banubara	12
Charuvadhra	13

TAJHAT Thana

Mouza Name	J.L. No
Allelpur	99
Darshana Pahari	126
Kishamot Bishu	127
Sekhpara	132
Tajhat	97
Bara Rangpur	97
Nazir Digor	129
Panbari	130
Arazi Tampat	135
Arazi Dhamadas	131
Taluk Dharadas	133
Takuk Tampat	134
Nagar Mirganj	136
Khordo Tampat	137

MAHIGANJ Thana

Mouza Name	J.L. No
Mahiganj	139
Khordo Rangpur	140
Nasnia	88
Birvadra	89
Chata Rangpur	141
Rarazibon Khamar	142
Mondira	143
Taluk Bakchi	144
Rajukha	145
Azizullah	146
Hossain Nagar	147
Taluk Raghu	148
Mekura	149
Kalabari	1
Taluk Upashu	2
Khamar Upashu	3
Hargobindo	4
Fata	5
Taluk Pashura (Nabdiganj)	6
Bara Hajra	7
Godashimla	8
Abu Hazra	9
Hari Kallani	10
Shochash	11
Bihari	12
Chata Kallani	13
Fakira (Bara Dargah)	14
Tayob	15
Taluk Kallani	32

প্রতিষ্ঠাকালীন মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মকর্তাবৃন্দ

বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে প্রথম যারা

পুলিশ কমিশনার

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রথম কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম ২৯ জুলাই ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে ২৫ অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে বিএসসি এজি ইকন (অনার্স) ও কৃষি অর্থনীতিতে এমএসসি এবং পরবর্তীতে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ থেকে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে ১৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি নড়াইল, নোয়াখালী ও মৌলভীবাজার জেলার পুলিশ সুপারসহ ডিএমপি, এসবি ও পুলিশ সদর দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইতালীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ পুলিশের সর্বোচ্চ সম্মাননা বিপিএম সেবা পদকে ভূষিত হন। তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পূর্ব-তিমুর এবং কঙ্গোতে দায়িত্ব পালন করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার

প্রথম অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান ৩ জুলাই ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ সালে গণিতে বিএসসি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৬ সালে এইচআরএম-এ মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে ১৭তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি সাতক্ষীরা জেলার পুলিশ সুপারসহ ডিএমপি, সিএমপি, এসবি ও সিআইডিতে কর্মরত ছিলেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সুদান, কঙ্গো এবং হাইতিতে দায়িত্ব পালন করেন।

উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন)

প্রথম উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন) জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম ৮ মে ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৭ সালের ২৮ জুলাই গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সালে ইংরেজীতে স্নাতক ও ২০০১ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০০৫ সালে ২৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। পূর্ব-তিমুর ও দারফুর সুদানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করেন।

উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ)

প্রথম উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) জনাব কাজী মুত্তাকী ইবনু মিনান ৯ জুন ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৩ সালের ১০ জানুয়ারি ঝিনাইদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে ১৯৯২ সালে বিএ এবং ১৯৯৮ সালে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০০৫ সালে ২৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তিনি সুদানে দায়িত্ব পালন করেন।

অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি)

প্রথম অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি) জনাব মোছাঃ শামিমা পারভীন (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ৩০ জুন দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৬ সালে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে স্নাতক এবং ১৯৯৭ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০০৬ সালে ২৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। হাইতিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করেন।

অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ)

প্রথম অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ কাওছার পিপিএম-সেবা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৭ সালের ১৫ জুন বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সালে প্রাণ রসায়নে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০০৬ সালে ২৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। আইভরিকোস্ট এবং মালিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালে পিপিএম সেবা পদকে ভূষিত হন।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতয়ালী জোন)

প্রথম সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতয়ালী জোন) জনাব মোঃ জমির উদ্দিন ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৭ সালে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন)

প্রথম সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৭ সালের ২ মার্চ কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে ২০১১ সালে ডিভিএম ডিগ্রী এবং ২০১৩ সালে থেরিওজেনোলজিতে এম.এস ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০১৬ সালে ৩৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডিবি)

প্রথম সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডিবি) জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কুড়িগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে কারমাইকেল কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স এবং ১৯৮৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। তিনি এ্যাঙ্গোলা'তে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করেন।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (ফোর্স)

প্রথম সহকারী পুলিশ কমিশনার (ফোর্স) জনাব এ, কে, এম ওহিদুন্নবী ২০ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ২০১২ সালে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ২০১৬ সালে ৩৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক)

প্রথম সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) জনাব মোঃ ফরহাদ ইমরুল কায়েস ৩১ মে ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৯১ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

অফিসার ইনচার্জ (কোতয়ালী থানা)

কোতয়ালী থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ রেজাউল করিম ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকম ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৯০ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

অফিসার ইনচার্জ (তাজহাট থানা)

তাজহাট থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ জনাব শেখ রোকোনুজ্জামান ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। খুলনা বিএল কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ২০০৩ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

অফিসার ইনচার্জ (মাহিগঞ্জ থানা)

মাহিগঞ্জ থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান প্রধান ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পাটগ্রাম ডিগ্রী কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

অফিসার ইনচার্জ (হারাগাছ থানা)

হারাগাছ থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে লালমনিরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৯২ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

অফিসার ইনচার্জ (পরশুরাম থানা)

পরশুরাম থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ মোহছে-উল-গনি ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ২০০১ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

অফিসার ইনচার্জ (হাজিরহাট থানা)

হাজিরহাট থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ জনাব একেএম নাজমুল কাদের ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে গাইবান্ধা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কারমাইকেল কলেজ থেকে বিএসএস (অনার্স) ও এমএসএস ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০০৬ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

নগর ইন্টেলিজেন্স অফিসার (১)

জনাব হিল্লোল রায় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. সিআইও-১ হিসেবে আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০০৮ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

কোর্ট ইন্সপেক্টর

জনাব সামিউল ইসলাম ২৬ আগস্ট ২০১৮ খ্রি. কোর্ট ইন্সপেক্টর হিসেবে আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে কুড়িগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কারমাইকেল কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে বিএসসি (অনার্স) ও এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০১১ সালে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

রিজার্ভ ইন্সপেক্টর

জনাব মোঃ আফছার আলী সরকার ৩১ জুলাই ২০১৮ খ্রি. আরপিএমপি-তে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬১ সালে গাইবান্ধা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন।

মেট্রোপলিটন পুলিশের জনসেবা ও একটি ভাবনা

মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম

লেখালেখি ও গবেষণা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তাই লিখতে গেলে গবেষণা করতে হবে এই ধারণা থেকে কিছুদিন ভোগার পর দেখলাম লেখালেখিও হচ্ছে না, গবেষণাও হচ্ছে না। তাই নিজেকে সান্তনা দেয়ার একটি উপায় আমি বের করেছি এভাবে যে আমি লেখালেখি না করি, কিন্তু আমার ভাবনাগুলোকে তো কালির হরফে সাজাতে পারি। তাই মাঝে মাঝে কি বোর্ডে হাত দেই। কারণ এখন আর খাতা কলমে হাত দেই না, কি না কি লিখবো, কাগজ নষ্ট হবে, গাছ কেটে কাগজ হবে, প্রকৃতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হবে, পৃথিবীর আয়ু কমে যাবে, সুতরাং আমার কিছু ভুল লেখার জন্য পৃথিবী তাড়াতাড়ি ধ্বংস হবে এটা মেনে নিয়ে লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ দেশকে তথা পৃথিবীকে আর দশটা মানুষের মত আমিও অনেক ভালবাসি, সরকারী কর্মচারী হিসেবে দেশকে ভালোবাসার জন্য আমি আবার বেতনও পাই।

সাধারণ জনগণের সাথে একদম মাঠে থেকে চাকরী করার সুবাদে তাদের কিছু কিছু ধারণা ও জিজ্ঞাসা আমাকেও ভাবায়। একদম নতুন মেট্রোপলিটন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে মানুষের এত এত প্রত্যাশা এই বিষয়টা সত্যিই আমাকে অনেক ভাবিয়েছে, সব থেকে বেশী ভাবিয়েছে যে বিষয়টা সেটা হলো মানুষজনের সচেতনতা, মানুষজন তাদের নাগরিক অধিকার নিয়ে এত সচেতন যা সত্যিই বিস্ময়কর। আইনের কোন ধারায় কি হয়, এরকম আইনের অলিতে-গলিতে তাদের বিচরণ না থাকলেও তাদের খুব শক্ত ধারণা আছে যে মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্থ নাগরিক সেবা প্রদানে পুলিশের থেকে বেশী কিছু, সক্ষমতায়, জ্ঞানে, সেবা প্রদানে ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটু এগিয়ে থাকবে এই প্রত্যাশা কিন্তু মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের উদ্দেশ্য। প্রত্যাশা যখন উদ্দেশ্যকে স্পর্শ করে তখনই মনে হয় সময় আসে প্রয়োগের, বাস্তবায়নের।

আপনারা যদি খেয়াল করে থাকেন তাহলে দেখবেন গ্রামের হাট-বাজারে, গ্রাম কি, আমার তো মনে হয় শহরেও এসব আছে, হকাররা যখন ইঁদুর মারার বিষ বিক্রয় করে তখন তাদের বিষের কার্যকারিতার স্বপক্ষে একটা কথা বারবার বলতে চায় তা হলো "জায়গায় খেয়ে জায়গায় মরে"। মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে জনগণের প্রত্যাশাও অনেকটা এরকম। সবার ধারণা মেট্রোপলিটন পুলিশ জিরো সময়ের মধ্যে জনগণকে আইনি সহযোগিতা প্রদান করবে। আর মেট্রোপলিটন এলাকায়, যেখানে জনসংখ্যার বিশাল একটা অংশই থাকে উচ্চশিক্ষিত, সেখানে আইন প্রয়োগের দ্রুততার ওপর অনেক

ক্ষেত্রেই পুলিশের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে।

আসলেই মেট্রোপলিটন পুলিশ কি স্বয়ংসম্পূর্ণ? না এই প্রশ্ন আমি অন্য কাউকে করিনি, নিজেকেই করলাম আর উত্তর যে কি পেলাম, সেটা এক কথায় বলা যাবে না, অনুভূতিটা অনেকটা এরকম যে পরীক্ষায় তিন পৃষ্ঠা উত্তর করার পর দেখি ভুল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, যেটা প্রশ্নপত্রে নেই।

স্যার জরিমানা করেন? হ্যাঁ, কত অসংখ্যবার যে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় আমাকে তার কোন হিসেব নেই। আরো বেশি করে এ রকম প্রশ্নের মোকাবেলা করেছি কোভিড-১৯ এর সময়টাতে। স্মরণকালের এই মহামারীতে পুলিশ যে কি না করেছে, কেউ বলতে পারবে না। জনসাধারণকে মাস্কটা পর্যন্ত বোকা পুলিশ পরিয়ে দিয়ে এসেছে, ফলাফল যা হবার তাই, জনগণের একদম নিঃশ্বাসের কাছে থেকে কাজ করতে গিয়ে সবথেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে পুলিশ সদস্যরা। আক্রান্ত কি! অনেকেই মৃত্যুকে পর্যন্ত মেনে নিয়েছে। পুলিশ নিজে যেমন মৃত্যুবরণ করেছে তেমনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনায় মৃত মানুষের মৃতদেহ টেনেছে, গোসল করিয়েছে, দাফন করেছে এমনকি জানাজা পর্যন্ত পড়িয়েছে পুলিশ। আর এই কাজগুলি করেছে এমন সময় যখন সন্তান বৃদ্ধ মাকে রাস্তায় ফেলে গেছে, স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে পালিয়েছে করোনা নামক আতঙ্কে। পুলিশ সব কিছু করেছে করতে পারেনি শুধু জরিমানা।

একদিনের একটা ঘটনা বলি, আমাকে প্রায়ই শহরের একজন লোক ফোন দেয়, দিয়ে বলে "স্যার, বিকাল চারটা বাজে আমার বাসার সামনের দোকানটা খোলা, পাশেই দেখলাম আপনার পুলিশের ভ্যান, একটু আগে দোকানদারকে বলেও গেছে দোকান বন্ধ করতে কিন্তু দোকানদার দোকান বন্ধ করছে না, স্যার আপনার পুলিশকে বলেন জরিমানা করতে, তাহলে হয়তো আর আগামীকাল থেকে দোকান খোলা রাখবে না"। তখন আমার মাথায় শুধু একটা কথাই আসলো আর তা হলো আমাদের চারপাশে কত নিঃসন্তান দম্পতি, কারো স্বামীর দোষে কারো বা স্ত্রীর, কিন্তু দোষ যারই হোক কে-ই বা স্বীকার করতে চায় যে "আমার'ই প্রজনন ক্ষমতা নেই"। ব্যপারটা অনেকটা এরকম, আমি সেদিনের মত প্রতিদিনই ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছি , কারণ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে যেতে যেতে দেখা যায় দোকান বন্ধ। এতবড় শহরের একদিকে গেলে আরেকদিকে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না লোকবল সংকটের কারণে। পরে অবশ্য একদিন সেই দোকানদারকে হাতেনাতে ধরে জরিমানাও করেছি এবং পরবর্তীতে সে দোকানদারও আর চারটার পরে, পরবর্তীতে সরকার যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিল সেই সময়ের পরে দোকান খোলা রাখেনি। কিন্তু যা হয়েছিল তা হলো ঘটনার তাৎক্ষণিক কোন সমাধান আমার হাতেও ছিল না, যদিওবা এখানে পুলিশের আগে একটা অতিরিক্ত 'মেট্রোপলিটন' কথা আছে, যেটার একটি ব্যাখ্যা আমি অফিসার হিসেবে কি একটা যেন বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু নাগরিক হিসেবে প্রশ্নটি আমারও, আসলেই 'মেট্রোপলিটন' কথাটা পুলিশের আগে বসাতে জনগণের কি কি সেবা বৃদ্ধি ঘটা উচিত? পরে অবশ্য সেই লোকের সাথে একদিন আমার দেখা, হাসতে হাসতে তিনি বলেছিলেন "পুলিশ করোনায় মৃত লোক টানতে পারে, গোসল করাতে পারে, কবর খুঁড়তে পারে, জানাজা পড়াতে পারে এতসব করতে গিয়ে নিজে মরতে পারে, পারে না শুধু আমার বাসার সামনের খোলা দোকান জরিমানা করতে"। আমিও হেসে উড়িয়ে দিয়েছি।

সমাধান

আমার মাথায় সমাধান আসে না, কারণ আগেই বলেছি আমি গবেষণা করতে হবে বা পড়তে হবে এই ভয়ে লেখাখেখি করতে ভয় পাই, অর্থাৎ আমি গবেষণাও পারিনা, লেখালেখিও পারিনা, এরকম মাথায় সমাধান আসবে না এটাই স্বাভাবিক। পরে একদিন রিকশায় করে সন্ধ্যার বাতাসে শরীরে জমাট ক্লান্তি উড়িয়ে দেয়ার জন্য বের হয়েছি (বলা ভাল, আমার অনেক ভাল লাগার একটা বিষয় হচ্ছে রিকশায় করে ঘোরা, যান্ত্রিক জীবনে সময় পেলেই আমি ইঞ্জিনচালিত ওই বদ্ধ দানবাকৃতির বস্তুটি থেকে নেমে রিকশায় ঘুরি, যদিও সময় ও সুযোগ দুটোই সীমিত, তারপরও অনেক রাতে বা ঝুম বৃষ্টিতে ফাঁকা শহরে আমি সুযোগ পেলেই মিস করি না)। কি একটা বিষয় নিয়ে রিকশাচালকের সাথে আমার কথা চলছিল, হঠাৎ রিকশাচালক বলে উঠে "স্যার, আপনারা যেমন গাড়িঘোড়ার জরিমানা করেন তেমন এই যে দোকান-পাট খোলা থাকে, মানুষ এখানে সেখানে প্রস্রাব করে, পোস্টার লাগায়, আরো কত আইন কানুন মানে না, এইসব তো হাতে নাতে ধরা যায় এদের জরিমানা করতে পারেন না"? আমি হাসতে হাসতে বললাম, "কই পুলিশ তো ঘোড়ার জরিমানা

করে নাই কখনো"। তার উত্তর "ওই হইলো আর কি!" আমিও হেসে সেদিনের মত আলাপ থামিয়ে প্রসঙ্গ বদলেছিলাম।

তবে সেদিনের ঘটনা আমাকে অনেক ভাবিয়েছে। আসলেই তো এরকম হলে জনগণের কত না সুবিধাই হতো। কারণ জরিমানার ভয়ে সেই দোকানদারের মত, মানুষ কতই না সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল হত আইনের প্রতি। অথচ সরকারের প্রশিক্ষিত এত বড় একটা ডিপার্টমেন্টের সদস্যরা সেদিনের মত কত ক্ষেত্রেই চেয়ে চেয়ে দেখে বা আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে জনগণের কত কাছেই না চলে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে।

একদিন মনে হল, দেখিতো পুলিশ কিভাবে ঘোড়ার জরিমানা করে, তখন হাত দিলাম "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" তে। আইন পাঠ তো কঠিন এটা আগেই জানতাম, তাই এই ভাবা আর হাত দেয়া যত সহজে বললাম বিষয়টা আমার জন্য তত সহজ ছিল না, মাঝে বেশ কিছুদিন পার হয়ে গিয়েছিল, আর বারবার মনে হত আহা যদি এই ভাবনাটা ভুলে যাই তাহলে কত ভালোই না হবে! আমাকে আর আইন পাঠ করতে হবে না। কিন্তু ভুলতে আর পারলাম কই, খালি মনে হত রিকশাচালকের মাথায় যে সমাধান আসে সে সমাধান নিয়ে বিদ্যা-বুদ্ধিওয়ালাদের কি মনে হতে পারে?

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ পাঠ করে যেটা বুঝতে পারলাম সড়ক পরিবহন আইনে একটা ধারা আছে এমন;

১০৮। (১) Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act No. V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো পুলিশ অফিসার বা ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো মোটরযান পরিদর্শক বা অন্য কোনো ব্যক্তি, ধারা ৪৩, ৬৬, ৭২, ৭৫, ৮৪, ৮৭, ৮৯, ৯২ এবং ৯৫ এর অধীন সংঘটিত অপরাধের জন্য অভিযোগ গঠন করিবেন, যাহার একটি কপি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিতে হইবে, যিনি স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দিয়া উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন, এবং অপর কপি পুলিশ সুপার বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান এলাকার ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (ট্রাফিক) বা অপরাধ সংঘটিত এলাকার জন্য সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত এখতিয়ারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, এবং যদি উক্ত জরিমানা নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে নগদ অথবা অন্য কোনভাবে নির্ধারিত স্থানে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ সম্পর্কে অপরাধীর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অর্থ প্রদান করা না হইলে, যে স্থানে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, উক্ত এলাকার আঞ্চলিক এখতিয়ারসম্পন্ন পুলিশ সুপার বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান এলাকার ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (ট্রাফিক), বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পুলিশ অফিসার, বা যথাযথ অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর অপরাধীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে অভিযোগ দায়ের করিবেন।

(৪) কোনো ব্যক্তি এই ধারার অধীন তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কপি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে বা উহা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে, বা সংশ্লিষ্ট প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ গ্রহণে অস্বীকার করিলে, এই ধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচরী তাহাকে ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং যথাযথ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ডের অতিরিক্ত আদালত তাহাকে অতিরিক্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে।

মোদ্দাকথা, যেটা বুঝলাম এই আইনটাতে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে বা বলতে পারেন স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে পুলিশ চোখে দেখে, মানে চোখে দেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি পুলিশের মনে হয় যে চালকের লাইসেন্স বা গাড়ির লাইসেন্সে সমস্যা আছে বা চালক কোন আইন ভঙ্গ করেছেন তাহলে সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ জরিমানা আরোপ করতে পারবেন।

উদহারণ হিসেবে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারায় অপরাধ ও শাস্তির একটা ছক আমি নিজ হাতে বানিয়েছি, ছকটা যে খুব অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) বা খুব কাজের তা নয়, এটা দেয়ার উদ্দেশ্য হলো পাঠককে বুঝানো যে আমি আইনটা পড়েছি। অনেকটা ছোটবেলায় রাতে কাজ শেষে বাবার বাসায় ফেরার সময় বাবাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ধড়ফড় করে বই নিয়ে বসে উচ্চস্বরে পড়তে বসার মত।

বিষয়	ব্যক্তি বা চালকের অপরাধ	গাড়ীর বা যানবাহনের কাগজপত্রের ত্রুটি	গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটি
অপরাধের ধারা	৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯	৪, ৫, ৬(৫), ১০, ১২, ১৪	৪০
অপরাধের শাস্তি	৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯২	৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১	৮৪

বাস্তবিকভাবেই বিষয়টা এমন। কতগুলো অপরাধ লিপিবদ্ধ করে পুলিশের উপস্থিতিতে তা ভঙ্গের শাস্তি হিসেবে সীমিত পরিসরে পুলিশকে জরিমানা আদায়ের যে দায়িত্ব আইনে দেয়া হয়েছে তা সূচারুরূপে পালনের মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক বাস্তবায়নে সরকারের যে প্রত্যয় তা আগের থেকে অনেক বেশি গতিশীল। উদাহরণ স্বরূপ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৮৮ এর কথা বলা যেতে পারে, এখানে বলা হয়েছে এভাবে যে আপনার যদি একটা গাড়ি থাকে আর আপনি সেটা মানুষকে জানান দেয়ার জন্য হোক আর অপ্রয়োজনে হোক যদি নির্ধারিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত উচ্চমাত্রার কোনরূপ শব্দ সৃষ্টি করেন, সেটা হতে পারে হর্ণ বাজিয়ে বা কোনো যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ মোটরযানে স্থাপন করে তাহলে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এর বিধান লঙ্ঘন করার অপরাধে আইন আপনাকে অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবে এবং চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষসূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন করতে পারবে। এই আইনে পয়েন্ট সংক্রান্ত কিছু হিসেব আছে, যেহেতু আমার উদ্দেশ্য জ্ঞান বিতরণ নয় তাই সেদিকে গিয়ে পাঠকের চোখ ক্লান্ত করার দায়িত্ব পালন করলাম না।

রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮

মেট্রোপলিটন এই আইনের ধারা ৪ এভাবে বলা হয়েছে যে "এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, রংপুর মহানগরী এলাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীন থাকিবে না"। এই রকম সব মেট্রোপলিটনের আইনেই বলা আছে। আসলে বলা থাকাটা যে আহামরি কিছু সেটা বলা আমার উদ্দেশ্য না, আমার উদ্দেশ্য মানুষের প্রয়োজনে আইনের সৃষ্টি তাই আইনের লিপি প্রয়োজনের নামান্তর, আর সেই লিপি মানার সদিচ্ছাই জনগণকে সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি। আমি শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই সেদিনের কথা যেদিন মহামারী করোনা মোকাবেলায় আমাদের পুলিশ সদস্য জীবন পর্যন্ত দিয়েছে কিন্তু পারেনি সেই দোকানদারকে জরিমানা করতে, পরে অবশ্য কাজটি হয়েছিল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগিতায়।

কী করা যায়

সেই রিকশাচালকের কথা আবার মনে পড়লো সেদিন তিনি বলেছিলেন "স্যার আপনারা কি একটা মেশিন টিপে ড্রাইভারের জরিমানা করেন না? ওই রকম মেশিন দিয়ে যারা অন্যান্য আইন ভঙ্গ করেন তাদের জরিমানা করতে পারেন না? আমি শিক্ষিত, আমার সার্টিফিকেটও আছে আমি কেন রিকশাচালকের বুদ্ধি নেব, এটাই প্রথমে ভেবেছিলাম কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম, না একদম ভুলতো বলে নাই। মেট্রোপলিটনগুলো যদি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কতৃত্বাধীনে না থাকে তাহলে জনগণকে তৃরিত আইনি সেবা দেয়ার জন্য আসলেই মেশিন টিপাটিপির ব্যবস্থা করা যায় কি না? টিপাটিপি কথাটা কোন রচনায় ব্যবহার উপযোগী কি না আমি জানি না তবে এক্ষেত্রে হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ মনে পড়াতে আর অন্য কোন শব্দ না খুঁজে এটাই ব্যবহার করে ফেললাম, পরামর্শটা ছিল এরকম, যে সহজ সরল ভাষায়

মনের ভাব প্রকাশ করে ফেলা। ভদ্রলোক মনে হয় এই রকমই একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন তার রচনার শিল্পগুণ প্রবন্ধে।

মেট্রোপলিটন পুলিশ কি পারে আর কি পারে না সে নিয়ে অনেক তর্ক হতে পারে, আমি শুধু কিভাবে জনগণকে উন্নত সেবা দেয়া যায় তার একটা ধারণা আমার মত মোটা মাথা থেকে যেভাবে এসেছে সেভাবেই বর্ণনা করে গেলাম। নিরাপদ সড়ক ও উন্নত সেবা জনগণকে প্রদান করার উদ্দেশ্যে সড়ক পরিবহন আইনে জরিমানা আদায়ের দায়িত্ব পুলিশকে প্রদান করা গেলে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্ববিহীন মেট্রোপলিটন এলাকায় অন্তত মেট্রোপলিটন পুলিশকে সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহেরর অভিযোগ আমলে নিয়ে সীমিত পরিসরে জরিমানা করার ক্ষমতা দেয়া, আমার তো মনে হয় দেশ, জাতি তথা বঙ্গবন্ধুর নিরাপদ সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া হবে।

পুলিশ কমিশনার
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর

স্মরণীয় মুহূর্ত

করে

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

‘ বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত -
শোষক আর শোষিত।
আমি শোষিতের পক্ষে। ’

- *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*

অসমসাহসী বঙ্গবন্ধু

মুহাম্মদ নূরুল হুদা

২০২০ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হতে যাচ্ছে। এ মহামানবের অসমসাহসিকতার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরার ঐতিহাসিক প্রয়োজন বোধ থেকে নিম্নের প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের দায়িত্বশীল নাগরিকরা যাঁরা সঠিক ইতিহাস জানেন, তাঁরাও সে রকমভাবে অবগত। অন্য ভিনদেশিরা, আমার বিশ্বাস, শোকাবহ চিত্তে এবং শ্রদ্ধাবনত ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করবেন। বঙ্গবন্ধুকে মনে করার যে বহুবিধ কারণ আছে তার মধ্যে আমি মনে করি, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রশংসনীয় অসাধারণ সাহসের দিকটি সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবিদার। এ বিষয়ে আমি একান্তই নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে চাই এবং আশা করি, অনেকেই হয়তো এর সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন।

নির্মম সত্যের মুখোমুখি হয়ে যদি তাঁকে মেনে নেওয়ার ঔদার্য আমরা অর্জন করে থাকি, তাহলে এ ঐতিহাসিক সত্য মানতেই হবে যে, বহুদিন পর্যন্ত সাহস ও শৌর্য-বীর্যের প্রদর্শন বাঙালি জাতির সবলতম ঐতিহ্যের অংশ ছিল না। নিন্দুকেরা বলেছেন, বাঙালি ব্যক্তি পর্যায়ে কাপুরুষ; কিন্তু দলবদ্ধভাবে হিংস্র। বর্ণনার বাহুল্যকে উপেক্ষা করলেও হয়তো স্বীকার করতে হবে যে, পলাশীর মাঠে যখন বাঙালি স্বাধীনতা হারায়, তখন তার সাহস ও জাতীয়তা বোধ উচ্চ মার্গে ছিল না।

যুদ্ধজয়ী লর্ড ক্লাইভ রাজধানী মুর্শিদাবাদ পৌঁছানোর যে বর্ণনা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন, সেখানে আপাত কৌতুক করেই হয়তো বলেছেন, যে বিশাল জনতা তাকে ও তার সৈন্য বাহিনীকে দেখতে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা ইচ্ছা করলে ইংরেজদের পিষে মেরে ফেলতে পারত। তৃপ্তির সঙ্গে লর্ড ক্লাইভ তার প্রভুদের এ বলেই আশ্বস্ত করেছেন যে, এ দেশীয়রা ক্ষমতার মসনদে দেশি-বিদেশির আরোহণ নিয়ে চিন্তিত নয়, তারা কেবল জানতে চায় খাজনা কাকে দিতে হবে।

পরবর্তীকালে কিছু কৃষক বিদ্রোহ এবং তথাকথিত অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সংঘটিত কয়েকটি ব্যতিক্রমী সাহসী ঘটনা ছাড়া

বাঙালির প্রতিরোধের ইতিহাসে ব্যাপক শৌর্যের প্রদর্শন দেখা যায় না। এর বিপরীতে বিপুল সংখ্যক আমলা- গোয়েন্দার যোগসাজশ ও বিদেশি প্রভুর পদলেহন বাঙালির ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবেই বিবেচিত। প্রকৃতপক্ষে, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা স্রেফ ভয় দেখিয়েই দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করেছে। তাদেরই একজনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য–Colonials outnumbered their supposed rulers by many thousands to one. To some extent the whole exercise in imperial policing rested on bluff.

উপরি-উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে দেশ ভাগ-পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির আলোকে দেখলে বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহসের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। যে সময় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালি প্রতিবাদী ছিলনা ঠিক, তখন সরব ও উচ্চকিত প্রতিবাদের দৃশ্যমান বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর অদম্য ও অসাধারণ সাহসের ব্যাপ্তি ও পরিমাণ বুঝতে অসুবিধা হয় না যখন দেখি যে, রাজনৈতিক প্রতিবাদী হিসেবে যৌবনের প্রায় দু-তৃতীয়াংশ জেলখানায় কাটিয়েছেন। যখন খাকি পোশাক দেখলে বহু ভদ্রজনেরা হৃৎকম্প অনুভব করতেন সে সময়ে মহাপরাক্রমশালী ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের মুখোমুখি হয়ে বাঙালির অধিকার নিয়ে সোজাসাপটা কথা বলার দুঃসাহস বঙ্গবন্ধুই দেখিয়ে ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন পাঞ্জাবি সেনা অধ্যুষিত ঢাকা সেনানিবাসে দুর্বিনীত সামরিক-বেসামরিক আমলা-বরকন্দাজদের ভদ্র আচরণ করার সাবধান বাক্য তিনিই শুনিয়ে ছিলেন। প্যারোলে মুক্ত হয়ে আইয়ুব খানের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে যেতে তিনি রাজি ছিলেন না। অঙ্গীকারের পবিত্রতা থেকে তিনি কখনোই বিচ্যুত হননি। ষাটের দশকের প্রায় পুরো সময়েই প্রতিবাদী বাঙালি হিসেবে গর্ববোধ করার যুক্তি সংগত কারণ ছিল।

ঐতিহাসিক ছয় দফা যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের এক সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত ছিল সে বিষয়ে এখন হয়তো আর বিতর্ক নেই। তবে পাঞ্জাবের হৃৎপিণ্ড লাহোরে এ ঐতিহাসিক দলিল ও রাজনৈতিক ধারণার উন্মোচন বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ সাহসের পরিচয় বহন করে। এ লাহোরেই ১৯৭০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে একটি রাজনৈতিক সভা চলাকালীন স্মরণীয় ঘটনার বর্ণনা দিতে চাই। সভায় বঙ্গবন্ধুর প্রারম্ভিক বক্তৃতার সময় কিছু উচ্ছৃঙ্খল শ্রোতা (সম্ভবত জামায়াতে ইসলামীর ভাড়াটিয়া লোক) চিৎকার করে বাধা সৃষ্টি করছিল। বঙ্গবন্ধু তখন উচ্চৈঃস্বরে ধমকের সুরে তাদের বলেছিলেন, 'ইধার হই হই মাত করো, হাম ইহা ভোটকে লিয়ে নেহি আয়া, হামারা পাশ বহুত ভোট হ্যায়, শুননা হ্যায়তো শুনো নেহিতো দফা হোযাও।' জাত্যভিমানী বর্ণবাদী পাঞ্জাবিদের মুখের ওপর এরকম বলিষ্ঠ উচ্চারণ আর কোনো বাঙালি করেছে বলে আমার জানা

নেই। উল্লেখ্য, উপরি-উক্ত ঘটনাটির চাক্ষুষ সাক্ষী আমার বন্ধু সাদাত উল্লাহ্ খান, পিএসপি, প্রাক্তন আইজি পাঞ্জাব পুলিশ ও সদস্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

বঙ্গবন্ধুর অতুলনীয় সাহসের আরেক বিস্ময়কর বর্ণনা পাই দুজন পাঞ্জাবি পুলিশ কর্মকর্তার (উভয়েই প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা) কাছ থেকে, যাঁদের সঙ্গে ১৯৮০ সালে ইংল্যান্ডের ব্রামশিলের পুলিশ স্টাফ কলেজে প্রশিক্ষণে ছিলাম। এ দুজন কর্মকর্তা তদানীন্তন জেনারেল আবদুল হামিদ ও জেনারেল পীরজাদার নিকটাত্মীয় (যাঁরা ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়া হিয়া খানের আলোচনা সঙ্গী ছিলেন)। ওই আলোচনায় দৃপ্তকণ্ঠে টেবিল চাপড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চারণ পাঞ্জাবি সর্বোচ্চ সামরিক কর্মকর্তাদের স্তম্ভিত করে দেয়। বাঙালি রাজনৈতিক নেতার অকুতোভয় আচরণের বর্ণনা তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

ইতিহাসের অনেক সাহসী নেতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তুলনা করা যেতে পারে। তবে আমার মনে হয় যে, ইতালির একত্রী-করণের (Italian unification) তিন স্মরণীয় নেতা যথাতাত্ত্বিক গুরুমাজিনি, কূটনৈতিক-রাজনীতিবিদ কাউন্টকাভুর ও সমরনায়ক গ্যারিব্যাল্ডির সম্মিলিত গুণাবলি উল্লেখযোগ্যভাবে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বে দৃশ্যমান ছিল। তিনি বাঙালি জাতির স্বতন্ত্র আবাস ভূমির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক -রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির সময়োচিত আয়োজন করেছিলেন। একটা পুরো জাতিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং স্বাধীনতার পর দ্রুততম সময়ে দেশকে বিদেশি সৈন্যমুক্ত করেছিলেন। এ ছিল এক অসাধারণ সাহসী নেতার অসামান্য অর্জন।

প্রকৃত সাহসী নেতারা স্বভাবজাতভাবেই দয়ালু হন। শত্রুকে মার্জনা করার ঔদার্য বঙ্গবন্ধুরও ছিল। ক্ষমা করার অনেক ঘটনা নিশ্চয়ই আছে। একটি ঘটনা যা দেখেছি তার বর্ণনা করতে চাই। ১৯৭৩ সালে উত্তরা গণভবনে অবস্থানরত সময়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর পূর্বপরিচিত নাটোরের মুসলিমলীগ নেতা আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী ওরফে মধু মিয়াকে আটকাবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উপস্থিত অনেক নেতা-কর্মী এ সিদ্ধান্তে মৃদু অসন্তুষ্টি জানান। বঙ্গবন্ধু তখন দুষ্টুমি-বিদ্রূপ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা সবাই তোমাদের নিজের নিজের লোকদের ছাড়ায় নিতে সুপারিশ করতে পার, আর আমি বঙ্গবন্ধু মাত্র একজনকে ছাড়াতি পারব না?' এরপর কিছু আর কথা নেই। নিস্তব্ধতা ভাঙল বঙ্গবন্ধুর দরাজ কণ্ঠে টেলিফে-ানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিলের প্রতি এ ধরনের নির্দেশে, 'মালেক, তোমার কাগজপত্র ঠিক করে নাও, আমি মধুরে ছাড়ে দিচ্ছি।' এরপর পরই রাজশাহীর ডেপুটি কমিশনার আবদুর রউফকে নির্দেশ দিলেন সরকারি জিপ পাঠিয়ে মধু মিয়াকে জেল থেকে নিয়ে আসতে।

একটা ধারণা চলতি আছে যে, উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রায়ই সাহসী হননা। রাজনীতির জগতে শিক্ষিত সাহসী ব্যক্তির সংখ্যা দুর্ভাগ্যজনকভাবে কম। নিন্দুকেরা বলেন, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মান যতই ঊর্ধ্বমুখী, ভীরুতার পর্যায় ততই উচ্চমুখী। ইংরেজিতে বললে বলতে হয়, 'The higher the education the greater is the timidity.' এ মন্তব্যেও হয়তো বাহুল্য আছে। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার সময় থেকে স্বাধীনতা অর্জন অবধি যেসব রাজনীতি-সমাজবিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাসের পাঠ্য বই ছিল, তা পাঠকরে স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্রোহী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনক পরিহাস হলো যে, ওইসব কেতাব পাঠ করে ভারতীয় যুবকরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সেবা দাস হতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়তো তথাকথিত পণ্ডিত ছিলেন না; কিন্তু তিনি সেবা দাস হতে চাননি। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর হিমালয় সমান সাহসিকতার জন্য বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের জন্ম সম্ভব হয়েছে। আজ তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। প্রার্থনা করি, যেন নেতৃত্বের সাহস দেশের কল্যাণ বয়ে আনে।

প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
ডিটেকটিভ পুলিশ সপ্তাহ ২০২০ থেকে পুনর্মুদ্রিত

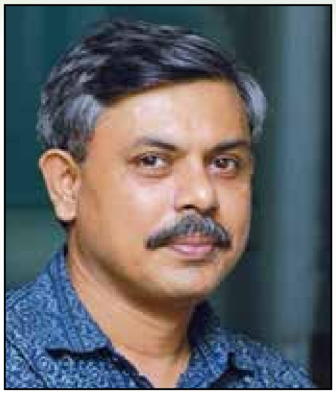

বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের দেশ দিলেন

আনিসুল হক

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম হয়েছিল অজপাড়াগাঁয়ে। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। তাঁর আব্বা ছিলেন আদালতের কর্মচারী। সেখান থেকে উঠে এসে একজন মানুষ কীভাবে হয়ে উঠলেন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা। কেন দেশের মানুষ তাঁকে ভালোবেসে ডাকে বঙ্গবন্ধু বলে?

কোন কোন গুণ তাঁকে বাংলাদেশের স্থপতি হতে সাহায্য করল? আমরা সেই গুণগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

স্বপ্ন

তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন অনেক আগে থেকে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর আমরা ছিলাম ইংরেজদের অধীন। ইংরেজরা চলে গেল, ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট হলো দুটো দেশ পাকিস্তান আর ভারত। শেখ মুজিবের বয়স তখন ২৭। তিনি পড়তেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে। থাকতেন বেকার হোস্টেলে। তাঁর নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। শহীদ সোহরাওয়ার্দী আর শরৎ বসু মিলে ১৯৪৭ সালে চেষ্টা করেছিলেন একটা স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলো। বাংলা ভাগ হয়ে গেল। পশ্চিম বাংলা গেল ভারতে। পূর্ব বাংলা হলো পাকিস্তানের অংশ। শেখ মুজিব সেদিন থেকেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।

চেষ্টা ও পরিশ্রম

শুধু স্বপ্ন দেখলেই হয় না। স্বপ্ন পূরণের জন্য চেষ্টা করতে হয়। সাধনা করতে হয়। আমরা যদি শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং কারাগারের রোজনামচা পড়ি, তাহলে দেখবো, তিনি প্রচুর পরিশ্রম করতেন।

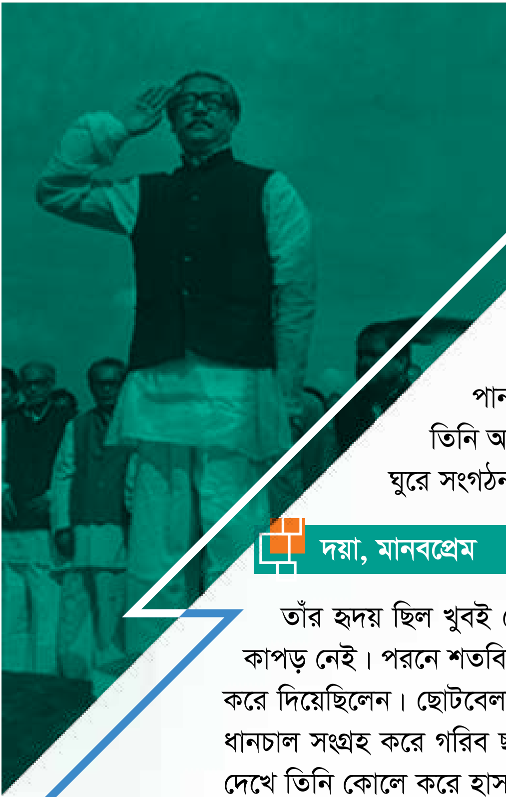

রাজনীতির বিষয়েও তাঁকে দিনরাত পরিশ্রম করতে হতো। দিল্লিতে রাজনৈতিক সমাবেশে যোগ দিতে গেছেন। পকেটে টাকা নেই। তৃতীয় শ্রেণিতে উঠেছেন ট্রেনে। টাকা ছিল না বলে বড়লোকদের সার্ভেন্টদের কামরায় উঠেছেন। আবার নেতার নির্দেশে রাজনীতির কাজে একবার গিয়ে দিনরাত বহু ঘণ্টা কিছুই খেতে পাননি। রাজনীতির জন্য তাঁর মতো খাটতে আর কেউই পারতেন না। পাকিস্তান হওয়ার পরে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ আর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। সারা দেশ ঘুরে ঘুরে সংগঠন তৈরি করেছিলেন।

দয়া, মানবপ্রেম

তাঁর হৃদয় ছিল খুবই কোমল। ছোটবেলায় তিনি একবার গোপালগঞ্জে শীতের মধ্যে দেখেন, এক ছেলের গায়ে কাপড় নেই। পরনে শতবিচ্ছিন্ন একটা লুঙ্গি। তিনি তখন নিজে গায়ের চাদর পরে নিয়ে ছেলেটাকে লুঙ্গি আর শার্ট দান করে দিয়েছিলেন। ছোটবেলায় দুর্ভিক্ষের সময় নিজের গোলার ধান দান করতেন। সমিতি করে অন্যদের কাছ থেকেও ধানচাল সংগ্রহ করে গরিব ছাত্রদের মধ্যে বিলি করতেন। কলকাতায় একবার এক বৃদ্ধাকে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখে তিনি কোলে করে হাসপাতালে দিয়ে এসেছিলেন।

মেধা

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিশক্তি ছিল তুলনাহীন। তিনি যাকে একবার দেখতেন, তাকেই মনে রাখতেন, বহু বছর পরে দেখা হলেও তার নাম ধরে ডাকতে পারতেন। তিনি যে বইগুলো লিখেছেন, সেগুলো লিখেছেন জেলখানায় বসে। হাতের কাছে কম্পিউটার ছিল না, কোনো নোটবই ছিল না। কিন্তু তিনি বহু বছর আগে দেখা তাজমহল বা চীন ভ্রমণের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নজরুলের কবিতা তিনি মুখস্থ বলে দিতে পারতেন। দেশ-বিদেশের মনীষীদের জীবনী তিনি পড়তেন, তাঁদের জীবনের শিক্ষা কাজে লাগাতেন। গল্প উপন্যাসও পড়তেন। রাজনীতির বই পড়তেন। ইতিহাস পড়তেন।

আবার মেধার কদর করতে জানতেন। ছয় দফা দাবি প্রণয়নের সময়, আওয়ামী লীগের ইশতেহার লেখার সময়, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি কী হবে, সংবিধান কী হবে এসব বিষয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞদের একখানে করতে পেরেছিলেন। তাঁদের সাহায্য নিয়েছিলেন।

লক্ষ্যে অটুট থাকা

বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হবে, এই লক্ষ্য থেকে তিনি কখনো সরেননি। ১৯৬০-এর দশকে একবার তিনি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আগরতলা চলে গিয়েছিলেন। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেহরু। তিনি নেহরুর কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত কীভাবে সাহায্য করতে পারে! ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগেও তিনি একজন পাকিস্তানি সাংবাদিককে এবং আমেরিকার কূটনীতিককে বলেছিলেন, তাঁর আসল লক্ষ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। নির্বাচন হলে তিনি জয়লাভ করবেন। তখন তাঁর লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে।

ত্যাগ স্বীকার

তিনি বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। জীবনের ৩ হাজার ৫৩ দিন তিনি ছিলেন জেলে। জেলখানায় গোয়েন্দারা এসে তাঁকে বলত, 'আপনি বন্ডসই দিন, মুচলেকায় স্বাক্ষর দিন, আর আন্দোলন করবেন না, তাহলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।' তিনি বলতেন, 'আমার জীবন যেতে পারে। কিন্তু আমি বাংলার মানুষকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আন্দোলন থামাব না।' নিজের জীবন বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য দিতে, তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। কারাগারকে তো ভয় পেতেনই

না। মৃত্যুকেও না। তিনি বলতেন, 'ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা।'

১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি জেলে যান। ১৯৫২ সালে অনেক মাস জেলে থেকে তিনি যখন মুক্ত হন, তখন শেখ হাসিনার বয়স চার বছরের বেশি। তাঁর ছেলে শেখ কামাল কেবল কথা শিখেছেন। জেল থেকে বের হয়ে শেখ মুজিব গেলেন টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে। শেখ হাসিনা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই বলে আব্বাকে জড়িয়ে ধরলেন। কামাল দূরে দূরে থাকতেন। শেষে তিনি তার আপাকে বললেন, 'হাছু আপা, তোমার আব্বাকে আব্বা বলে ডাকতে পারি?'

শেখ মুজিবকে হত্যার চক্রান্ত অনেকবার হয়েছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি যখন ক্যান্টনমেন্টে বন্দী, তখন তাঁকে বৈকালিক হাঁটার সময় পেছন থেকে গুলি করে মারার চক্রান্ত করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরও তাঁকে মারার জন্য ছোরা হাতে এক লোক তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে গিয়েছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের জেলখানায় তাঁর সেলের পাশে কবর খোঁড়া হয়েছিল। পাকিস্তানিরা বিচার করে তাঁর মৃত্যুদন্ডের রায় দিয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজের দেশের মানুষের মুক্তি আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে সরে যাননি।

মানুষকে ভালোবাসা

তিনি মানুষকে খুব ভালোবাসতেন। দেশের মানুষও তাঁকে খুব ভালোবাসত। তিনি খুব ভালো বাগ্মী বা বক্তা ছিলেন। এটাও কিন্তু তিনি চর্চা করে অনুশীলন করে অর্জন করেছিলেন। দেখতে সুদর্শন ছিলেন। ছোটবেলা থেকে ফুটবল খেলতেন, ভলিবল খেলতেন। গান গাইতেন। বড় হয়েও ব্যাডমিন্টন খেলতেন। গোপালগঞ্জে তাঁদের বাসার আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে একা একা তিনি বক্তৃতা দেওয়া প্র্যাকটিস করতেন। মানুষকে সম্মান করতেন। যে একবার তাঁর সামনে যেত, তাঁর ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে যেত। শত্রুমিত্র সবারই হৃদয় জয় করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর বিরোধীদেরও তিনি সম্মান করতেন। তাঁদের পরিবারের খোঁজ নিতেন। দেশের মানুষ তাঁর জন্য পাগল ছিল। ১৯৫০-এর দশকেই এক জনসভায় মাওলানা ভাসানী উপস্থিত, আতাউর রহমান উপস্থিত, কিন্তু জনতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব বলে চিৎকার করছিল। তাঁর ভাষণ তাঁরা শুনতে চায়। তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই তাঁকে ঘিরে ভিড় হয়ে যেত। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় তিনি নদীপথে লঞ্চে যাচ্ছিলেন, লোকে নদীর তীর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর লঞ্চের কাছে আসার চেষ্টা করছিল। তাঁকে একনজর দেখা, তাঁর মুখের কথা একটু শোনার জন্য বাংলার মানুষ আকুল হয়ে গিয়েছিল।

সংগঠন ও নেতৃত্বের গুণ

তিনি জানতেন, লক্ষ্য পূরণ করতে হলে সংগঠন লাগবে। সে জন্য তিনি গ্রামগঞ্জে আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। আর তাঁর ছিল মানুষের মনের কথা পাঠ করার গুণ। তিনি বুঝেছিলেন, দেশের মানুষ পাকিস্তানিদের জুলুমের অবসান চায়। তিনি সেই কথাই বললেন ছয় দফা দাবিতে। তিনি বুঝলেন, দেশের মানুষ দেশের স্বাধীনতা চায়। ভোট হলে তিনি জিতবেন। স্বাধীনতার দাবি তখন পৃথিবীর মানুষের কাছে বৈধ হয়ে উঠবে। তাই তিনি ১৯৭০ সালে নির্বাচন করলেন।

দূরদর্শিতা

তাঁর দূরদর্শিতার অনেক প্রমাণ আছে। শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ। সেদিন ছাত্রজনতা চাইছিল তিনি বলুন, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। কিন্তু তা করলে পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণ করে লাখো মানুষকে মেরে ফেলত, আবার পৃথিবীর মানুষ তাঁকেই দুষত পাকিস্তান ভাঙার জন্য। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে যেত। আবার তিনি যদি স্বাধীনতার কথা না বলেন, দেশের মানুষ তাঁর পেছন থেকে সরে যাবে। তাই তিনি বললেন এক আশ্চর্য জাদুকরি মন্ত্র, 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

ওই ভাষণে তিনি যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বললেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দিলেন। মানে যুদ্ধ শুরুর ঘোষণা দিলেন। কিন্তু একটাও অবৈধ নির্দেশ দিলেন না। পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট একটা কথাও বললেন না। দেশের মানুষ বুঝে গেল, যুদ্ধ করেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

তিনি আমাদের জাতির পিতা

বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয়েছে, এটা দেশের মানুষ স্বাধীন হয়ে একটা দেশ বানাতে চেয়েছিল বলে সম্ভব হয়েছে। আর দেশের মানুষ যে এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, পুরোটাই হয়েছিল এক জাদুকরের জাদুর কাঠির সম্মোহনে। তিনি শেখ মুজিব। তিনি এ দেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে জাগিয়ে তুলেছিলেন। ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। প্রস্তুত করেছিলেন। নির্বাচনে জিতে স্বাধীনতার দাবিকে বৈধ করে তুলেছিলেন। পাকিস্তানিরা যেই না গুলি চালাতে শুরু করল, ওয়্যারলেসে ঘোষিত হতে লাগল বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' আর তাঁর সঙ্গীকে বলছিলেন, 'ওরা আক্রমণ করেছে, বাংলাদেশ স্বাধীন।'

রক্তঋণ

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ শেষ করে বলেছিলেন, 'আপনারা আমাকে রক্ত দিয়ে মুক্ত করে এনেছিলেন। আপনাদের কাছে আমার রক্তঋণ। আপনাদের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করব। জয় বাংলা।'

তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনি রক্ত দিয়ে মানুষের কাছে তাঁর যে ভালোবাসার ঋণ, তা শোধ করে গেছেন। আর আমাদের ঋণী করে গেছেন।

তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়েই আমরা তাঁকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে পারি।

প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বঙ্গবন্ধুর প্রথম ছবি তোলার গল্প

পাভেল রাহমান

বঙ্গবন্ধুর ছবি তুলবো বলে রাতে ঠিক মত ঘুম হলো না। আমি বঙ্গবন্ধুর এতোটাই কাছে যে হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে দিতে পারি। আমি সবে ১৭-তে পা দিয়েছি। পারিবারিক ফটোগ্রাফার থেকে সদ্য স্ট্রীট ফটোগ্রাফার। স্ট্রীট থেকে প্রেস ফটোগ্রাফিতে। বাবার শখের জাপানি মিনোলটা টুইন লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরাটি তখন আমার হয়ে গেছে। বাবার বেশ কয়টা শখের একটি এই ছবি তোলা। আর বাবার ছবি তোলার শখ পুরোপুরি আমার উপর ভর করেছে। আমরা তখন ঢাকায়। বাবা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি। মালিবাগে ভাড়া বাসা থেকে আজিমপুরে সরকারি কলোনিতে উঠেছি বেশ ক' বছর আগে। পারিবারের ছবি তুলতে তুলতে ফটোগ্রাফিতে আমার নজর তখন শিশুশ্রমের দিকে। আর সেই কর্মজীবী শিশুদের স্ট্রীট ফটোগ্রাফি করতে রাস্তা ঘাটে নানা সময় আমার হাতে ক্যামেরা দেখে নানা জনে নানা প্রশ্ন করতো, 'তুমি কেন ছবি তুলছো? তোমার পরিচয়ই বা কি'? এমন সব অযাচিত প্রশ্ন শুধু পথচারীই নয়, ডিউটিরত পুলিশ সদস্যরাও করতেন। বাবা সব শুনে একদিন তাঁর লেখার প্যাডে আমার ছবি এঁটে আমাকে একটা আইডি কার্ড (পরিচয়পত্র) বানিয়ে দিলেন। পরিচয়পত্র পেয়ে তো আমি মহা খুশী। আমি খুশী হলে কি হবে মা ভীষণ বিরক্ত। মায়ের মনে হতে থাকে 'ছেলে আমার উচ্ছন্নে গেল, সারা দিন ক্যামেরা নিয়ে মাতামাতি'। বলবেন নাই বা কেন? সেই ছোট বেলার স্কুল থেকেই তো ছুটছি ক্যামেরা হাতে !

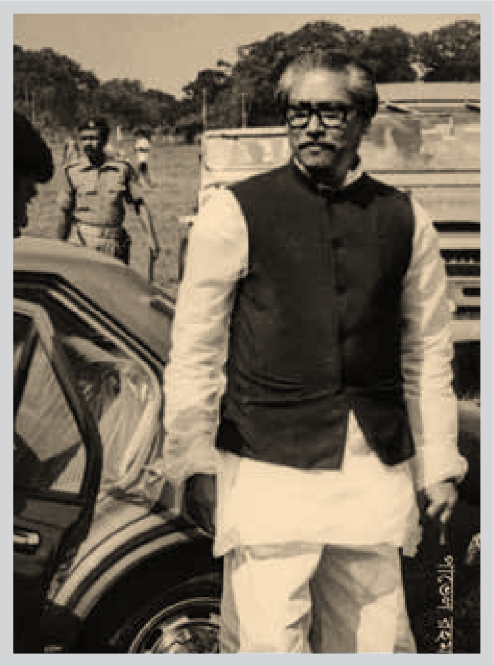

স্বাধীনতার পরে আমি নব্য উদ্যমে ক্যামেরার প্রতি ছবি তোলার কাজে আরও জড়িয়েছি। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের দেশ গড়ার

আন্দোলনে আমিও একজন ক্যামেরা কর্মী। আমার তোলা ছবি ছাত্র ইউনিয়নের মুখপাত্র সাপ্তাহিক 'জয়ধ্বনিতে' ছাপা হচ্ছে। সাথে সাথে 'দৈনিক বাংলা' সাহিত্য পাতায় আর মহিলা পাতায় আমার ছবি ছাপা হচ্ছে ।

কেন জানি আরেকটু ব্যতিক্রমী ছবি তুলতে মন চাইতো। ব্যতিক্রম ছবি খুঁজতে খুঁজতে একদিন আমি এ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে যাই বঙ্গবন্ধুর ছবি তোলার !

সেই দিন সেই নভেম্বরের সকালের কথা বলি ।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের জাতীয় সম্মেলনে। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে। সেই সময়ে ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম আমাকে বঙ্গবন্ধুর ছবি তোলার কথা বললেন। সম্মেলনের ছবি তুলবো বলে ফিল্ম কিনতে সকালেই ছুটে যাই নিউ মার্কেটে। ওখানে বড় সব স্টুডিওগুলির বারান্দায় ছোট্ট দুটি দেড় হাত বাই দুই হাত সম কাঠের ফ্রেমে কাঁচের ঘেরা টং দোকান। এর মাঝে একটা মোল্লার ছোট্ট টং দোকান। এফডিসির শুটিং শেষে বেঁচে যাওয়া ১০০ / ২০০ ফিট সাদা কালো ৩৫ মিলিমিটারের ফিল্ম কিনে আনতেন বিক্রির জন্য। সে ফিল্মগুলি ৫ ফিট কেটে অরিজিনাল ফুজি, কোডাক কিংবা আগফা ফিল্মের কৌটায় 'রিফিল' করে বিক্রি করতেন ৫ টাকা দরে। আমি ২টা কিনে ফেললাম ১০ টাকায়। ঐ ফিল্মগুলি ছিল খুবই রিস্কি। ক্যাসেটে লোড করার সময় প্রায়শই ফিল্মগুলিতে আঙ্গুলের ছাপ পড়ে যেত। কিন্তু ঐ ৫ টাকার ফিল্ম কেনাও তো ছিল ঝক্কি। ফুজি, কোডাক, আগফার দাম ছিল ৩৫ টাকা। সেখানে আমাদের মত হাতে গোনা উঠতি সৌখিন ফটোগ্রাফারদের জন্য ছিল আর্শীবাদ। যদিও ঐ রিফিল পাঁচ টাকা জোগাড় করাই ছিল কঠিন। সেখানে ৩৫ তো অনেক টাকা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মত মানুষের ছবি তুলবো ঐ লাইট আর আঙ্গুলের ছাপ লাগানো অনিশ্চিত ফিল্মে? মন যে মানে না? কিন্তু পকেটে ও যে কুলোয় না!

অগত্যা কি আর করা, দুইটা কিনে ছুটলাম।

আমার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের। কিশোর জীবনে এই প্রথম আমি ছবি তুলতে এসেছি হাজার বছরের

শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের যিনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বটে। আর যাঁদের সাথে দাঁড়িয়েছি ছবি তুলবো বলে তাঁরা সবাই দেশ সেরা আলোকচিত্রী রশিদ তালুকদার, গোলাম মওলা, মোহাম্মদ আলম, জহিরুল হক আরও নাম না জানা অনেকে!

সকাল ১০টার দিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এলেন নীল রঙের ছোট টয়োটা করলা চড়ে। পরে শুনেছি ঐ গাড়িটি ছিল বাংলাদেশ বিমানের সদ্য কেনা নতুন ১০টি গাড়ির একটি, যা প্রধানমন্ত্রীর সরকারী মোটর পুলকে ধার দেয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহারের জন্য। সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ঐ একটিই নতুন গাড়ি ব্যবহার করেছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ।

বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল পুলিশ বাহিনীর উপর। বিশাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঘেরাও না করে শুধু অনুষ্ঠান এলাকাতে প্রোটেকশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। ডেলিগেট কিংবা অনুষ্ঠানে আগতদের কোন প্রকার নিরাপত্তা তল্লাশি ছিল না। সেই সময় মূল প্রোটেকশনের কাজ তদারকি করতো পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ। তাদের সাপোর্ট দিয়েছিল ড্রেস পুলিশ। তখনো মেট্রোপলিটন পুলিশ গড়ে উঠেনি। তখনো এনএসআই এর পরিকল্পনা হয়নি। নিরাপত্তার জন্য ছিল না কোন মেটাল ডিটেক্টর, ছিল না আর্চওয়ে, ছিল না ডগ স্কোয়াড, ছিল না কোন অত্যাধুনিক ডিভাইস, যা দিয়ে অনায়াসেই শত্রু চিহ্নিত করা যায় !

বঙ্গবন্ধু অনুষ্ঠানস্থলে এলে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় নিয়োজিত মহসীন ভাই গাড়ির দরজা খুলে দেন। সেই সকালে সফেদ পায়জামা পাঞ্জাবির উপরে কালো মুজিবকোট পরিহিত বঙ্গবন্ধুকে প্রথমেই একটি খোলা মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই মঞ্চ ঘিরে ছিল বিশ্বের নানা দেশের রাষ্ট্রদূত আর দেশের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দগণ। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের সেই মঞ্চে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সাংসদের ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ছাত্র সাংসদের জিএস মাহবুব জামান, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নূহ আলম লেলিন আর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম মুকুল। উদ্বোধন সংক্ষিপ্ত হওয়ায় অতিথিদের কোন বসার চেয়ার দেওয়া হয়নি। মঞ্চে বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছাত্র ইউনিয়নের সংগীত পরিবেশন করা হয়। কবি লেখক আক্তার হুসেন ভাইয়ের লেখা 'আমরা তো সৈনিক, শান্তির সৈনিক' গানটি পরিবেশন করা হয় সমবেত কণ্ঠে। শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে দেন বঙ্গবন্ধু। তারপরে তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে। আমি সেইদিন সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের ছবি তুলি বিখ্যাত ফটোগ্রাফারদের পাশে দাঁড়িয়ে। আমি খেয়াল করলাম সবার মাঝে ছোট বলে বঙ্গবন্ধু আমার ছবি তোলা লক্ষ্য করছেন মঞ্চে দাঁড়িয়েই!

উদ্বোধনের পর বঙ্গবন্ধু মূল মঞ্চে ঢোকার পথে স্বাক্ষর দিয়ে পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুকে শামিয়ানার ভিতরে পোস্টার প্রদর্শনীতে নিয়ে আসেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। শামিয়ানার ভিতরে স্বল্প পরিসরে ১০/১২ জন আলোকচিত্রী, বয়োজ্যেষ্ঠ আর সবাই বিখ্যাত। তাঁদের ফাঁক ফোকর গলিয়ে আমি আমার ক্যামেরায় ছবি তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। তারা আমাকে জায়গা না দিলেও হাসিমুখে বিনয় দেখাচ্ছি। আমি বঙ্গবন্ধুর এতোটাই কাছে যে হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে দিতে পারি। এমন সময় দারুণ এক ছবি উঠে আসে আমার ক্যামেরায়। বঙ্গবন্ধু যখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পোস্টার দেখছিলেন। দেখছিলেন চিলির বিপ্লবী ডাক্তার সাল্ভেদর আলেন্দের পোস্টার, দেখছিলেন কিউবার বিপ্লবী ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে, দেখছিলেন বিপ্লবী চে গুয়েভারাকে। ঠিক তখন ১০ বছরের দুই টোকাই দারুন কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর পায়ের কাছে পোস্টার প্রদর্শনীর পর্দা তুলে বঙ্গবন্ধু দর্শনে ব্যস্ত হলো! অবিস্মরণীয় ঐ ছবিটি স্বনামধন্যদের মাঝে আমার কাছে ধরা দিল। আজ সেই ছবিটি বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তাহীনতার এক ঐতিহাসিক দলিলসম। ঐ ছবিটি একমাত্র ছবি যে ছবিতে প্রকাশ পায় সদ্য স্বাধীন দেশে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

প্রখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী

জনবান্ধব ও সেবামুখী পুলিশ গঠনে

বঙ্গবন্ধুর অবদান

প্রফেসর ডক্টর মেজর নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, বিএনসিসিও

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার যে ডাক দিয়েছিলেন সে ডাকে সাড়া দিয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা। অকুতোভয় পুলিশ সদস্যরা দেশমাতৃকার টানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ অস্ত্র নিয়েই রুখে দাঁড়ান নিঃশঙ্কচিত্তে। পাকিস্তান শাসনামলের 'ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ' মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে 'বাংলাদেশ পুলিশ' নামে পুনর্গঠিত হয়। দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে দেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হানাদার বাহিনী এদেশের থানাগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিলো, ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ক্ষমতা ছিলো নামে মাত্র। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভূখণ্ড সুষ্ঠুভাবে পুনর্গঠনে কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ পুলিশকে পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের মনোভাব থেকে বেরিয়ে জনবান্ধব ও সেবামুখী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশকে পুনর্গঠনে সচেষ্ট হন বঙ্গবন্ধু। তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত থানাগুলো পুনর্গঠন করেন; প্রশিক্ষণ প্রদান করেন; পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন করেন এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ পুলিশকে আইন পালন ও অপরাধ প্রতিরোধের পাশাপাশি অর্থনীতির মূল ধারার সাথে সংযুক্ত করেন।

স্বাধীন দেশের পুলিশ হিসেবে তিনি পুলিশ বাহিনীকে জনগণের সেবক হিসেবে গড়ে তোলেন। নানা কল্যাণমুখী কাজে এই বাহিনীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু পুলিশ বাহিনীতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পুলিশ বর্তমানে অভ্যন্তরীণ সাফল্যের পাশাপাশি বিশ্ব শান্তি রক্ষায়ও অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ সর্বোচ্চ সংখ্যক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার'- এ শ্লোগান নিয়ে চলতি বছরের পুলিশ সপ্তাহের সূচনা করা হয়েছে। বর্তমান সরকার পুলিশ বাহিনীকে জনগণের পুলিশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থাৎ জনগণের আস্থা, বিশ্বাস অর্জনের মধ্য দিয়ে জনবান্ধব বাহিনী হিসেবে গড়ার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা মূলত পুলিশ বাহিনী নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের সেই আদর্শেরই প্রতিফলন। যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে নানা রকম সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সীমিত জনবল নিয়ে পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তেমনি বর্তমানে বৈশ্বিক দূর্যোগময় করোনা পরিস্থিতিতে সামনের সারিতে থেকে বাংলাদেশ পুলিশ যেভাবে করোনা মোকাবেলায় অবদান রাখছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলার যে প্রত্যয় গ্রহণ করেছে তার সাথে খাপ খাইয়ে বাংলাদেশ পুলিশও অনেক ক্ষেত্রে আধুনিকায়ন করেছে যেমন, সিডিএমএস (CDMS), অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন, ৯৯৯ জরুরি সেবা, বিডি পুলিশ হেল্পলাইন ইত্যাদি। এতদসত্বেও, এই নিউ নরমাল পৃথিবীর সাথে খাপ খাওয়াতে তথ্য প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন কারণ, সমাজ পরিবর্তনের ধারায় অপরাধীরাও তাদের অপরাধের ধরণ ও কৌশলে পরিবর্তন আনছে।

এছাড়াও, বর্তমান সরকার 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' নামে যে দুটি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেখানে বাংলাদেশ পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কাম্য। তাছাড়া বর্তমানে পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে যে সকল বিশেষায়িত ইউনিট যেমন, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ-পুলিশ, স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রোটেকশন ব্যাটালিয়ন ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে এন্টিটেররিজম ইউনিট (এটিইউ) ও কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) ইত্যাদি গঠন করা হয়েছে। এ সকল ইউনিটগুলোকে কার্যকরী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। মুজিববর্ষে এবং ২০২১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে অপরাধ দমনে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের মধ্যদিয়ে জনগণের বাহিনী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে পুলিশ সদস্যদের জনবান্ধব ও সেবামুখী পুলিশ গঠনে বঙ্গবন্ধু যে আর্দশ স্থাপন করে গিয়েছেন সেই আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া জরুরি। আশা করা যায়, এ সময়ে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলের স্বীকৃতিতে দৃঢ় অবস্থান আনতে বাংলাদেশ পুলিশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে উদ্ভূত অপরাধ দমনে সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যেতে হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে সর্বদা সচেতনতার সাথে সেবা প্রদান এবং জনগণের আস্থা অর্জনই হবে গুরুত্বপূর্ণ অভিলক্ষ্য।

উপাচার্য
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

গতকাল রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মুহা: আবদুল আলীম মাহমুদের হাতে সুরক্ষা সামগ্রী তুলে দেন চীনের একটি প্রতিনিধি দল -যুগের আলো

রংপুর মেট্রো পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪৫

রংপুর মেট্রো পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৫

রংপুরে ১০ লাখ মাস্ক ও এক লাখ লিফলেট বিতরণ করছে মেট্রোপলিটন পুলিশ

করতোয়া ২০২০

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ

রংপুর প্রতিনিধি : করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা বাড়াতে রংপুরে বিনামূল্যে ১০ লাখ মাস্ক এবং এক লাখ লিফলেট বিতরণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরপিএমপি)। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরীর মেডিকেল মোড় এলাকায় এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন নগর কমিশনার মোহাম্মদ আবদুল আলীম মাহমুদ।

সচেতনতামূলক এই কার্যক্রমে রংপুরের রফতানিমুখী প্রতিষ্ঠান কারুপণ্য তাদের নিজস্ব উৎপাদিত দশ লাখ মাস্ক সরবরাহ করেছে। এছাড়াও এক লাখ লিফলেট দিয়েছে লাকফার্মা লিমিটেড।

মাস্ক বিতরণ কার্যক্রমে পুলিশ কমিশনার আবদুল আলীম ... সংক্রমন ... এলাকায় এই ... থাকে। তাই ... ক্ষেত্রেই সাধারণ ঢুকে মিলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে।

তিনি বলেন, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের ৮০ ভাগ কোনো বিশেষ চিকিৎসা ছাড়াই সুস্থ হন। এ কারণে আমাদের আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। সর্দি-কাশি, জ্বরে এবং ধুলোবালু ও জীবাণুমুক্ত থাকতে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

পর্যায়ক্রমে কমিউনিটি পুলিশিং এর সহযোগিতায় রংপুর নগরীর প্রত্যেক এলাকায় মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার মহিদুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ কমিশনার (স্টাফ অফিসার) মো: আল ইমরান হোসেন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডিবি) আলতাফ হোসেন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক উত্তর) ইমরুল কায়েস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুরে আরপিএমপির অভিযানে চোরাই অটোরিক্সা উদ্ধার

যুগের আলো

● স্টাফ রিপোর্টার

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযানে ১ টি চোরাই অটোরিক্সা উদ্ধারসহ পরোয়ানাভুক্তসহ ১৪ জন আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে রংপুর মেট্রোপলিটন কোতয়ালী থানা পুলিশ সড়কের মার্কেটের সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে ১ টি চোরাই অটোরিক্সা উদ্ধারসহ কাউনিয়ার নিজপাড়া ... এলাকার মৃত ... হোসেনের পুত্র মোঃ মামুন রানাকে (৩৭) গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে এ সংক্রান্তে কোতয়ালী থানার পেনাল কোড ৩৭৯/৪১১ ধারায় মামলা রুজু করা হয়। এছাড়াও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতাধীন থানাসমূহে গত বুধবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলায় এবং গ্রেফতারী পরোয়ানাভুক্ত কোতয়ালী থানায়-২ জন, তাজহাট থানায়-৩ জন, মাহিগঞ্জ থানায়-১ জন, হারাগাছ থানায়-১ জন, পরশুরাম থানায়-২ জন এবং হাজিরহাট থানায়-৫ জনসহ মোট-১৪ জন আসামীকে গ্রেফতারপূর্বক বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়। অপরদিকে, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ (উত্তর ও দক্ষিণ) এবং ...

... উদ্ধার করেছে মেট্রোপলিটন পুলিশ -করতোয়া

করতোয়া

রংপুরে ইয়াবা ও ফেনসিডিল উদ্ধার গ্রেফতার ৪

রংপুর প্রতিনিধি : রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ...

রংপুরে সরকারি ওষুধ উদ্ধার, গ্রেফতার ৭

রংপুর (জেলা) প্রতিনিধি: বিনামূল্যে সরকারি ওষুধ পাচার ও ... চক্রের দুই ... ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরপিএমপি)। ... থেকে দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগসাজশে বিনামূল্যে বিতরণের সরকারি ওষুধ সংগ্রহ করে জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করত। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ...

রংপুর নগরের মেডিকেল মোড়ে গতকাল মাস্ক বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। আরপিএমপির তৈরি ১০ লাখ মাস্ক বিতরণ করা হবে। ছবি : প্রথম আলো

প্রথম আলো ১৩/০৩/২০২০

বিনা মূল্যে ১০ লাখ মাস্ক বিতরণ শুরু

রংপুর শহর

চিকিৎসক সিন্ডিকেট আটক-৭

স্টাফ রিপোর্টার

রংপুরে করোনা দুর্যোগে ... চিকিৎসক সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। নগরীর মেডিকেল মোড় ... এলাকায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক ও ... ম্যানেজার, দালালসহ ... গ্রেফতার করেছে। ... হলেন, ভুয়া চিকিৎসক ... হোসেন বিপন (৩১), ... ডায়াগনস্টিক মালিক মোস্তফা কামাল ম্যানেজার ...

পুলিশের হাতে গ্রেফতার চার কথিত জিনের বাদশা -করতোয়া

রংপুরে জিনের বাদশা চক্রের চারজন প্রতারক আটক

রংপুর প্রতিনিধি : রংপুর মহানগর পুলিশ অভিযান চালিয়ে কথিত ৪ জিনের বাদশাকে গ্রেফতার করেছে। তারা সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রলোভন দেখিয়ে মোবাইল ফোনে লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এরা হলেন, রিয়াদ হাসান রকি ওরফে রায়হান (২০), সিদ্দিকুল ইসলাম (৩৫), আজহার আলী শেখ (৩২) ও রফিকুল ইসলাম ওরফে বিপন (৪৫)। তাদের বাড়ি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার তালুক জামপুর, নাকাই ও বাসুদেবপাড়া গ্রামে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে মাহিগঞ্জ থানায় সংবাদ সম্মেলন করে ওই চারজনকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন আরপিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) কাজী মুত্তাকী ইবনু মিনান। সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, কুড়িগ্রাম উপজেলার শফিকুল ইসলামকে গভীর রাতে মোবাইল ফোনে ভাগ্য পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলে কথিত জীনের বাদশা চক্রের ... বিভিন্ন সময়ে ফোনের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ... ১ লাখ ... টাকা হাতিয়ে নেন। এ নিয়ে গত ... সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) ... গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ... আটক করা হয়। ...

যথাযোগ্য মর্যাদায় রংপুরে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত

যুগের আলো ১৮/০৩/২০২০

স্টাফ রিপোর্টার

...

রংপুরে বিভাগীয় কমিশনারসহ ...

গতকাল বুধবার বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মাস্ক বিতরণ করেন মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোহাঃ আবদুল আলীম-আমাদের প্রতিদিন

রংপুরে কারুপণ্যের তৈরি মাস্ক বিতরণ

করোনায় থেকে সতর্ক হোন এবং নিয়ম মেনে চলুন: পুলিশ কমিশনার

আমাদের প্রতিদিন ১৯/০৩/২০২০

নিজস্ব প্রতিবেদক

রংপুরে বক্স খাটে টিসিবির ১২৩৮ লিটার তেল

কালোবাজারি ৯ জনের লাইসেন্স বাতিল

রংপুর জেলা প্রতিনিধিঃ রংপুর নগরের পার্বতীপুর এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়ির খাটের ভেতর লুকিয়ে রাখা টিসিবির ১ হাজার ২৩৮ লিটার সয়াবিন তেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বুধবার রাতে

রংপুর চেম্বারের সহযোগিতায় কম্বল ও সোয়েটার বিতরণ

প্রতিদিনের অঙ্গন ২২/০১/২০

● স্টাফ রিপোর্টার

২১ জানুয়ারি রংপুর মহানগরীর আরসিসিআই পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) ও লাবিব গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে ও রংপুর চেম্বারের সার্বিক সহযোগিতায় রংপুরের ৬শ' হত দরিদ্র ও দুঃস্থ শীতার্ত মানুষের মাঝে ৬শ' কম্বল ও ৬শ' সোয়েটার বিতরণ করা হয়।

রংপুরের ৬শ' হত দরিদ্র ও দুঃস্থ শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল ও সোয়েটার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ, বিপিএম ও রংপুর চেম্বারের প্রেসিডেন্ট মোস্তফা সোহরাব চৌধুরী টিটু সহ চেম্বার পরিচালনা পর্ষদের কর্মকর্তা ও ডাইরেক্টরবৃন্দ। বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) ও লাবিব গ্রুপ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ

রংপুর চেম্বারের সার্বিক সহযোগিতায় রংপুরের হতদরিদ্র ও দুস্থ শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন প্রধান অতিথি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ —যুগের আলো

রংপুর চেম্বারের সহযোগিতায় ২২/০১/২০

রংপুরে টিসিবির পণ্যসহ ব্যবসায়ী আটক

যুগের আ...

মুলাটোলে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা হত্যা। আসামি শুনানি ২০ সেপ্টেম্বর

● স্টাফ রিপোর্টার

...র ডিবি পুলিশের অভিযানে ...পরিমাণ নকল প্রসাধনী উদ্ধার

উচ্ছেদে ফিরল রংপুর সিটি বাজারের প্রাণ

সততা, নিষ্ঠা ও মানবতার আর এক নাম আবদুল আলীম মাহমুদ(বিপিএম)

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক সংবাদকর্মীদের পিপিই প্রদান

বঙ্গবন্ধুর রূপকল্প: প্রথম পুলিশ সপ্তাহে ভাষণ

প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম

করোনার ভয়ঙ্কর কাল। নিজের জীবন, পরিবারের মায়া-মমতা উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমেছে কে? পুলিশ। বেতনের প্রায় ২০ কোটি টাকা দিয়েছে কে? পুলিশ। আক্রান্তদের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে, ডাক্তারদের কর্মস্থলে আনা নেয়া করছে পুলিশ। নিজের কাঁধে বহন করছে ত্রাণ, বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে রান্না করা খাবার। পুলিশ কবর খুঁড়ছে, জানাজা পড়াচ্ছে, করোনায় মৃতদেহ দাফন করছে। গান গেয়ে বাসায় থাকতে উৎসাহ দিচ্ছে পুলিশ, রাস্তায় পড়ে থাকা অসহায় বৃদ্ধকে আশ্রয় দিচ্ছে। কৃষকের পাশে, দুর্দশাগ্রস্ত হকারদের পাশে, যৌনপল্লিতে থাকা অসহায় মানুষের পাশে, কর্মহীন রিক্সাচালক থেকে ভাসমান বেদে সবার পাশে দাঁড়িয়েছে পুলিশ। এমন মানবিক ও অকুতোভয় পুলিশইতো চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। যে পুলিশ হবে মানুষের জন্য নিবেদিত, জনগণের প্রকৃত বন্ধু। যারা পরের জন্য বিলিয়ে দেবে নিজের স্বার্থ, বিপদে দাঁড়াবে বন্ধু হয়ে।

ব্রিটিশ পুলিশ বঙ্গবন্ধুর দেখা কৈশোরে, ছাত্র জীবনে। বিনা অপরাধে বন্ধু মালেককে ধরে নিয়ে যায় হিন্দু মহাসভার সভাপতি। মামার কথায় মালেককে উদ্ধার করে আনেন বঙ্গবন্ধু ও তার সঙ্গীগণ। পুলিশ আসে। ধরে নিয়ে যায় থানায়। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু সে বিবরণ দিয়েছেন। 'আমি থানায় চলে এলাম। ..সামনেও পুলিশ পেছনেও পুলিশ। ..কোর্ট দারোগার রুমের পাশেই কোর্ট হাজত। আমাকে দেখে বলেন, 'মজিবর ভয়ানক ছেলে। ছোরা মেরেছিল রমাপদকে। কিছুতেই জামিন দেয়া যেতে পারে না। ..আমাদের জেল হাজতে পাঠানোর হুকুম হলো ..কোর্ট দারোগা আমাদের হাতকড়া পরাতে হুকুম দিল।' শেখ মুজিব লাঠি দিয়ে প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকাতে চেষ্টা করলেও পুলিশের কাছে তা হয়ে যায় ছুরি মারার ঘটনা। পুলিশ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ধারণা জন্মায় তারা ইচ্ছেমত মিথ্যাচার করতে পারে, নিরপরাধকে অপরাধী বানাতে সিদ্ধহস্ত। এর পরে পাকিস্তানী পুলিশের দৌরাত্ম দেখেছেন ও কষ্ট সহ্য করেছেন বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানী পুলিশ জেলখানায়, সভা সমিতিতে নেতাদের সাথে ভালো আচরণ করেনি। দমননীতিই ছিল তাদের মুল নীতি। ভাষা আন্দোলনে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে পাকিস্তানী পুলিশ, বঙ্গবন্ধুকে জেলখানায় ভালো বই পড়তে দেয়া হয়নি, সংবাদপত্রও না। বিরূপ অভিজ্ঞতা থেকেই ঔপনিবেশিক পুলিশ নয় জনতার পুলিশ প্রত্যাশা করেছেন বঙ্গবন্ধু। সে পুলিশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে আস্থাশীল হয়েছিলেন বহু পুলিশ সদস্য। ১৯৭১ এ ২৫ মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে অতর্কিত আঘাত হেনেছিল পাকিস্তানি জল্লাদ বাহিনী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় আক্রান্ত পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। দেশের ক্রান্তিকালে পুলিশের বুদ্ধিমত্তা, দেশপ্রেম, সাহসিকতা আর বীরত্ব ছিল বিস্ময়কর। ওয়্যারলেস অপারেটর শাহজাহান মিয়া ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ১৯ জেলা ও ৩৬ টি সাব ডিভিশন এবং সব পুলিশ লাইন্সে আক্রমণের বার্তা পাঠন। তিনি বার্তায় লেখেন–'দ্য বেস ফর অল স্টেশন পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ, কীপ লিসেনিং, ওয়াচ, উই আর অলরেডি অ্যাটাক্‌ড বাই পাকআর্মি, ট্রাই টু সেভ ইওরসেলফ, ওভার এন্ড আউট।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাতিল হওয়া ৩০৩ রাইফেল দিয়েই মুক্তিকামী পুলিশ সদস্যগণ পাকিস্তানিদের অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের মোকাবেলা করেছেন। প্রায় তের হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য পাকিস্তানী কমান্ড থেকে বেরিয়ে এসে অংশ গ্রহণ করেছেন সম্মুখযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পুলিশ সদস্যগণ গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেনে, পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে গড়ে

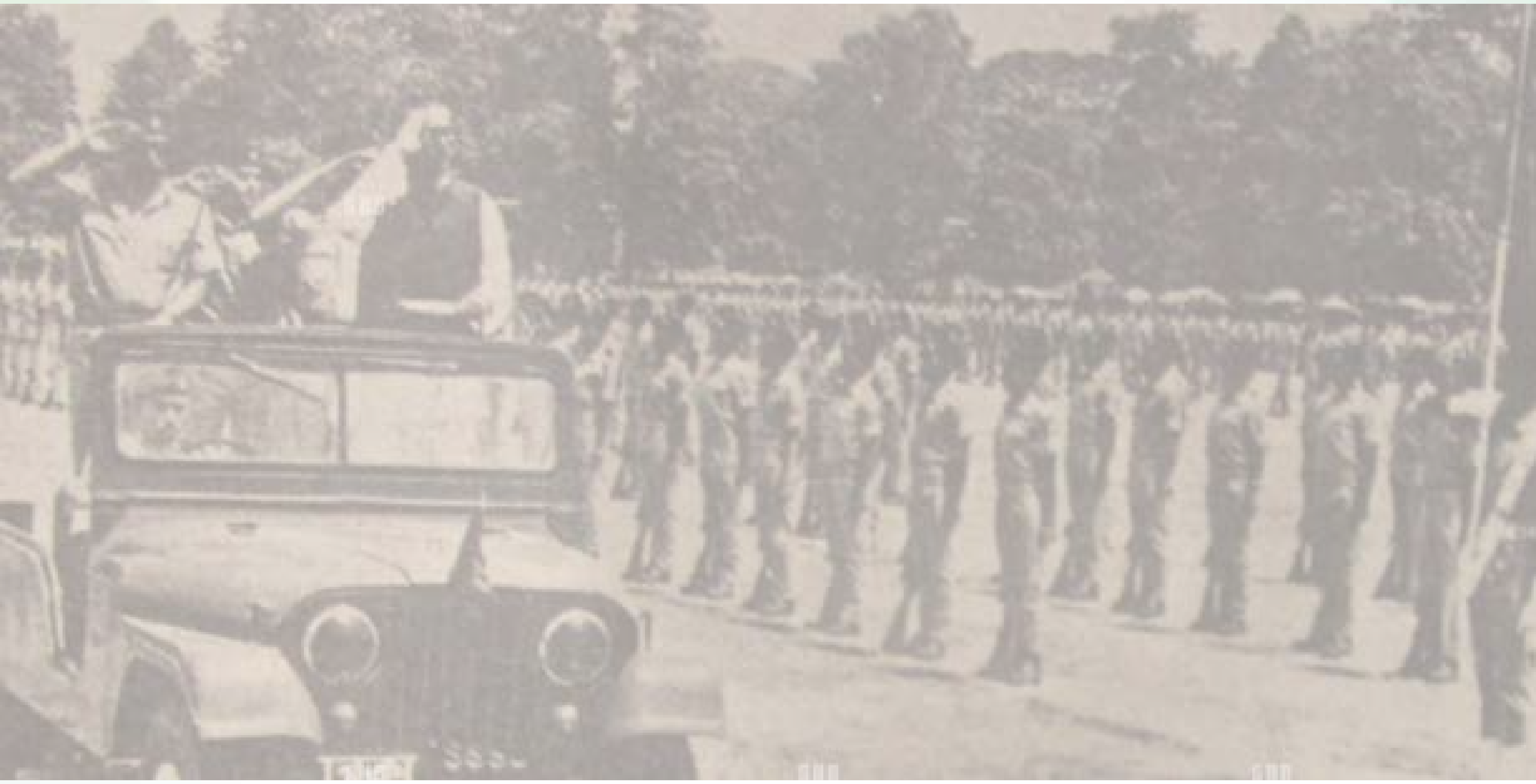

তোলেন প্রবল প্রতিরোধ। ১২৬২ জন সাহসী জোয়ান দেশের স্বাধীনতার জন্য শহীদ হন। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে গার্ড অব অনার দেন ঝিনাইদহের তৎকালীন সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম)। পুলিশ বাহিনীর বীরত্ব আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া স্বাধীন দেশে 'বাংলাদেশ পুলিশ' নামে সংগঠিত হয় বাহিনী। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে থাকে পুলিশ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জানমাল ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, অপরাধ প্রতিরোধ ও দমন কাজে। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক, ঔপনেবেশিক পুলিশের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী গঠনে ইতিবাচক নানা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী, মিলিশিয়া, রিজার্ভ বাহিনী সংগঠনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। পুলিশ শুধু দমন পীড়নের জন্য নয়, তারা হবে মানুষের সেবক, বন্ধু হয়ে বিপদে পাশে থাকবে। তারা দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করবে। স্বাধীনতা যুদ্ধে

যে গৌরব তা রক্ষায় নিবেদিতভাবে দায়িত্ব পালন করবে।

পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ১৯৭৫ এ পালিত হয় প্রথম পুলিশ সপ্তাহ। প্রধান অতিথি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সেদিন পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন। তুলে ধরেন তাঁর রূপকল্প। সে নির্দেশনাগুলো আজও পুলিশ বাহিনীর জন্য অনুকরণীয় হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরুতে সম্ভাষণ করেছেন– 'আমার পুলিশ বাহিনীর ভাইয়েরা' বলে। অন্য কোনো কথায় না গিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর সাহসিকতা ও অবদানের প্রসঙ্গে বলেছেন–'যতদিন বাংলার স্বাধীনতা থাকেবে,যতদিন বাংলার মানুষ থাকবে, ততদিন এই রাজারবাগের ইতিহাস লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। ২৫ মার্চ রাত্রে যখন ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের মানুষকে আক্রমণ করে, তখন তারা চারটি জায়গা বেছে নিয়ে তার ওপর আক্রমণ চালায়। সেই জায়গা চারটি হচ্ছে– রাজারবাগ, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর আমার বাড়ি।.. রাজারবাগ পুলিশেরা সেদিন সামান্য অস্ত্র নিয়ে বীর বিক্রমে সেই সামরিক বাহিনীর মোকাবেলা করেন। কয়েক ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ করেন। তারা এগিয়ে আসেন বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষা করতে।' এজন্য বঙ্গবন্ধু গর্ব অনুভব করে বলেন– 'এর জন্য আমি গর্বিত। আজ বাংলার জনগণ গর্বিত।'

স্বাধীনতা অর্জনের তিন বছর পর প্রথম পুলিশ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে এমন প্রসঙ্গ এনে বঙ্গবন্ধু পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন–'এখন আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, রক্ত দিয়ে আমরা স্বাধীনতা এনেছি, সেই রক্ত দিয়েই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। ...ত্রিশ লক্ষ লোকের সঙ্গে পুলিশের অনেক লোকও আত্মত্যাগ করেছিলেন। তাদের রক্ত যেনো বৃথা না যায়। তাদের ইজ্জত আপনারা রক্ষা করবেন। ...মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা পাওয়া যেমন কষ্টকর, স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কষ্টকর।' পুলিশের কর্তব্যের কথা বঙ্গবন্ধু বলেছেন, তবে তা বলেছেন বিশেষ সহানুভূতি ও মমত্ব নিয়ে। 'আজ আপনাদের কর্তব্য অনেক। যেকোনও সরকারের, যেকোনও দেশের সশস্ত্র বাহিনী গর্বের বিষয়। আমার মনে আছে যেদিন আমি জেল থেকে বের হয়ে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বুকে ফিরে আসি, সেদিন দেখেছিলাম আমাদের পুলিশ বাহিনীর না আছে কাপড়, না আছে জামা, না আছে কিছু। অনেককে আমি ডিউটি করতে দেখেছি লুঙ্গি পরে। একদিন রাত্রে তারা আমার বাড়ি গিয়েছিল। তাদের পরনে ছিল লুঙ্গি, গায়ে জামা হাতে বন্দুক।'

বঙ্গবন্ধু পুলিশ সদস্যগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন– 'এ কথা আপনাদের ভুললে চলবে না, আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। আপনারা বিদেশি শোষকদের পুলিশ নন, জনগণের পুলিশ। আপনাদের কর্তব্য জনগণের সেবা করা। ...আপনাদের নিকট বাংলাদেশের মানুষ এখন একটি জিনিস চায়। তারা যেনো শান্তিতে ঘুমাতে পারে। তারা আশা করে, চোর, বদমাইশ, গুণ্ডা, দুর্নীতিবাজ যেন তাদের ওপর অত্যাচার করতে না পারে। আপনাদের কর্তব্য অনেক।'

বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছেন নানা সংকটের কথা। হানাদার বাহিনী ধ্বংস করেছে ৭০/৮০টি থানা। বাংলাদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে শোষিত হয়েছে, তারা অনেকেই গরীব না খেয়ে কষ্ট পায়। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসের দাম চড়া। তাই ট্যাক্স বাড়ানো সম্ভব নয়। এ অবস্থা পুলিশের জানা, কারণ তারা এ দেশেরই মানুষ। বঙ্গবন্ধুর অনুভব– 'আপনারা ভাড়াটিয়া নন। আপনারা বাংলা মায়ের ছেলে। আপনাদের বাপ-মা এই বাংলাদেশে রয়েছেন। তাদের অবস্থা আপনারা জানেন।'

পুলিশ দুর্নীতিমুক্ত থাকবে, ভালো কাজ করবে, তাদের ইতিবাচক কর্মের মাধ্যমে বয়ে আনবে সুনাম, তারা নিজেরা গর্বিত হবে, দেশের মানুষকেও করবে গর্বিত। এমন বোধে বঙ্গবন্ধুর আশা– 'আমি আপনাদের কাছে এই আশা করব যে, আপনারা হবেন আমার গর্বের বিষয়। বাংলাদেশের মানুষ যেন আপনাদের জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, আপনারা যদি সৎ পথে থেকে ভালোভাবে কাজ করেন, যদি দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকেন, তাহলে দুর্নীতি দমন করতে পারবেন।' যথাযথ কতর্ব্য পালন করলে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে না এ বিশ্বাসে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান– 'আপনারা যদি আজকে ভালোভাবে থাকেন, শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, তাহলে আমি বিশ্বাস করি, যে থানায় ভালো অফিসার আছেন এবং ভালোভাবে কাজ করছেন, সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনও প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ তারা সবসময় সজাগ থাকেন এবং দুষ্টকে দমন করেন।'

পুলিশ মানুষের কাছে ভয়ঙ্কর, পুলিশকে ভয়ানক ভয় করে মানুষ। বঙ্গবন্ধু এমন পরিস্থিতির অবসান চেয়েছেন। তাঁর প্রত্যাশা পুলিশের আচরণ এমন হবে যাতে ভয় নয়, মানুষ শ্রদ্ধা করবে পুলিশকে। সেজন্য তাঁর চাওয়া– 'মনে রাখবেন, আপনাদের মানুষ যেনো ভয় না করে। আপনাদের যেন মানুষ ভালোবাসে। আপনারা জানেন, অনেক দেশে পুলিশকে মানুষ শ্রদ্ধা করে। আপনারা শ্রদ্ধা অর্জন করতে শিখুন।'

পার্থিব জীবনই শেষ কথা নয়, রয়েছে পরকাল। যেখানে মানুষকে কৃতকর্মের জবাব দিতে হবে। মৃত্যুর পর সাথে কিছুই যাবে না। তাহলে পুলিশ লোভী হবে কেন, শোষণ, অত্যাচার করবে কেন? ধর্মীয় বোধ জাগ্রত করতে বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য– 'জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নিয়ে যাব না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন। মানুষের ওপর অত্যাচার করবেন? গরীবের ওপর অত্যাচার করলে আল্লাহর কাছে তার জবাব দিতে হবে। শুধু আপনাদের নয়, সমগ্র সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন। ..তাদের যেন কষ্ট না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখুন।'

শাস্তি তাদের জন্য যারা অপরাধী, পুলিশের ভুলের জন্য বা গাফিলতির কারণে নিরপরাধ মানুষ অত্যাচারিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর সাবধান বাণী– 'যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। ... আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ আমি আপনাদের জাতির পিতা...। আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল, ...আমার আদেশ রইল, আপনারা মানুষের সেবা করুন। মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ায় আর কিছুতে হয় না। একটা গরিব যদি হাত তুলে আপনাকে দোয়া করে, আল্লাহ সেটা কবুল করে নেন।' বঙ্গবন্ধু গরিব, দুখীদের ওপর অত্যাচার যেনো না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন। তাঁর সংশয় যদি এমনটা হয় তবে– 'আমাদের স্বাধীনতা বৃথা যাবে।'

পয়সার লোভ বেড়ে গেছে একদল লোকের, পয়সার জন্য তারা হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য। বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে বলেছেন মৃত্যুর পর তাদের টাকা পয়সা কোনো উপকারে আসবে না। সন্তানও মানুষ হবার সম্ভাবনা কম, আবার মানুষের অভিশাপ কুড়িয়ে আখেরাতেও শান্তি পাবে না। তাই বঙ্গবন্ধু কাজের মূল্যায়ণের বিষয়ে চিন্তা করতে বলেছেন। 'রাত্রে একবার চিন্তা করবেন, সারাদিন ভালো কিছু করেছেন, না মন্দ করেছেন। দেখবেন, এতে পরের দিন মনে আশা জাগবে যে, আমি ভালো কাজ করতে পারি।'

বঙ্গবন্ধুর দুঃখ, মানুষ দেশের জন্য কাজ না করে ফ্যাশনে মত্ত। কাজে ফঁকি দিয়ে, চুরি-ডাকাতি করে বড় বড় কথা বলবে তা হতে দেয়া হবে না বলে বঙ্গবন্ধু পুলিশের সাহায্য চেয়ে বলেছেন– 'আমি আপনাদের কাছে সাহায্য চাই। আপনারা একবার আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করুন– দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকব। প্রতিজ্ঞা করুন– আমরা দুর্নীতিবাজদের খতম করব। প্রতিজ্ঞা করুন–আমরা দেশকে ভালোবাসবো, দেশের মানুষকে ভালোবাসবো। যারা দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, রাতের অন্ধকারে যারা মানুষ হত্যা করে, থানা আক্রমণ করে অস্ত্র নিয়ে যায়, আপনারা মোকাবেলা করে বাংলার মাটি থেকে তাদের উৎখাত করুন।'

পুলিশের অতীতের যা কিছু নেতিবাচক, সুখকর নয়, মন্দ তা ভুলে নতুন জীবনের সূচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর চাওয়া বাংলাদেশের পুলিশ যেনো বিশ্বের বুকে গর্ব করতে পারে। এমন আকাঙ্ক্ষায় তাঁর উচ্চারণ– 'আজ হতে শুরু হোক আপনাদের নতুন জীবন। এই পুলিশ সপ্তাহ থেকে আপনারা নতুন মনোভাব নিয়ে কাজ শুরু করুন, যাতে বাংলাদেশের পুলিশ দুনিয়ার বুকে গর্বের বস্তু হয়ে উঠতে পারে। এটাই আমি চাই আপনাদের কাছে।'

পুলিশ সদস্যগণের দুঃখের কথা বঙ্গবন্ধুর জানা। তাই তো সমব্যথি হয়ে আবেগঘন ভাষায় বলেছেন– 'আপনাদের দুঃখ কষ্টের কথা আমি জানি। আপনাদের খাওয়া পরার কষ্টের কথাও। কিন্তু কষ্ট কি শুধু আপনারাই করছেন? যাদের টাকা দিয়ে আমরা চলি, তারাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট করছে। ..আমরা চাই ইনসাফের রাজত্ব। আমরা চাই মানুষ সুখী হোক, গরিব-দুঃখী, বড়-ছোট পেট ভরে ভাত খাক। তাহলেই তো আমাদের স্বাধীনতা সার্থক হবে।' পুলিশ সদস্যগণের প্রতি বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ে জমানো গভীর ভালোবাসা। তাই তাঁর বাসনা পুলিশও মানুষকে ভালোবাসবে। তাঁর অভিব্যক্তি– 'আপনাদের জন্য আমার সহানুভূতি আছে। আপনারা জানেন, আপনাদের আমি ভালোবাসি। আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা কাজ করেও আমি ক্লান্তিবোধ করি না। কিন্তু আমি চাই আপনারা মানুষকে ভালোবাসুন, তাহলেই শান্তি আসবে।'

বঙ্গবন্ধু পুলিশ সপ্তাহের সাফল্য কামনা করেছেন। সাথে আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পুলিশ যেনো অসৎ না হয়, সৎ থাকে, শাসক নয়, মানুষের সেবক হয়। তাঁর আন্তরিক চাওয়া– 'কামনা করি সব পুলিশ কর্মচারী যিনি যেখানেই থাকুন না কেন, সবাই যেন সৎ হওয়ার এবং মানুষকে ভালোবাসার সুযোগ পান। আজকে আপনারা আরও প্রতিজ্ঞা করুন, আমরা এমন পুলিশ গঠন করবো, যে পুলিশ হবে মানুষের সেবক, শাসক নয়। আমি পুলিশ বাহিনীর ভাইদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বলছি, একদিন বাংলার মানুষ সুখী হবে, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে সৎ থাকতে হবে।'

পুলিশ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর মানসপটে ভাবনা ছিল – পুলিশ হবে নিষ্ঠাবান, সৎ। পুলিশ মন-প্রাণ উজাড় করে মানুষকে

ভালোবাসবে। যেমন করেই হোক সেবা দেবে জনগণকে। মানুষ যেনো পুলিশকে ভয় না করে বরং অন্তর থেকে ভালোবাসে। দুর্নীতি করবে না, কর্তব্য যথাযথ পালন করবে। সাধারণ মানুষের পাশে বন্ধু হয়ে থাকবে। এমন ভাবে কাজ করবে পুলিশ, যেনো সাধারণ মানুষের যথাযথ শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে। স্বাধীন দেশের পুলিশ শোষকদের নয়, জনগণের সেবক। তাই পুলিশের কাজ জনগণকে ভালোবাসা ও দুর্দিনে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়া। যাতে মানুষের শঙ্কা না থাকে, নিশ্চিন্তে শান্তিতে ঘুমাতে পারে। বঙ্গবন্ধুর পুলিশ বিষয়ে যে রূপকল্প তা সবটাই বাস্তবায়িত হয়েছে এমনটা দাবী কারা যাবে না, তবে পুলিশ বাহিনী আগের চেয়ে অনেক দক্ষ, মানবিক। পরিধি বেড়েছে অনেক। জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মূলে বাংলাদেশ পুলিশ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে সুনামের সাথে প্রতিনিধিত্ব করে আসছে বাংলাদেশ পুলিশ। দেশের মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে আসছে বৈদেশিক মুদ্রা। উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর পেশাদারিত্ব দিয়ে অপরাধ দমনে সৃজনশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম মহিলা পুলিশ নিয়োগের পদক্ষেপ নেন। এখন প্রায় বার হাজারের বেশি নারী পুলিশ আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। অপরাধ দমন ও নিরাপত্তা প্রদানে তারাও সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছেন, ভূমিকা রাখছেন সুনামের সাথে, দায়িত্ব পালনে কুড়াচ্ছেন প্রশংসা। জাতির পিতার যোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পুলিশের উন্নয়নে যুগান্তকারী নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। মর্যাদাবান বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য অব্যাহত রেখেছেন প্রয়াস। এক পুলিশ সপ্তাহের ভাষণে তিনি তাঁর প্রত্যাশার কথা ব্যক্ত করে নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষ যাতে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার না হয়, সে বিষয়ে সজাগ থাকার জন্য পুলিশ বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর রূপকল্পের আলোকে পুলিশ বাহিনী সংগঠনের যে পদক্ষেপ তা সার্থক করতে ঘুষ, দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে সততা, নিষ্ঠা, কর্তব্য পারায়ণতা, আন্তরিকতা, দেশপ্রেম, মানব দরদ, জনগণের কল্যাণের মনোবৃত্তি নিয়ে, জনগণের বন্ধু হয়ে কাজ করতে হবে। তবেই বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশা মতো পুলিশের গৌরব বৃদ্ধি পাবে, বাড়বে দেশেরও গৌরব।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক; ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর
সহ-সভাপতি
রংপুর মেট্রোপলিটন কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ড. রাশিদ আসকারী

তলাবিহীন ঝুড়ি'র অপবাদ ঘুচিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন আর শুধু বাংলাদেশেরই নয়, পুরো প্রাচ্যের বিস্ময় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই স্বীকৃতি আমরা নিজেরা দেইনি। খোদ মার্কিন বহুজাতিক ব্যাঙ্কিং ফার্ম গোল্ডম্যান স্যাচ, যারা বৈশ্বিক বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তাসহ অন্যান্য আর্থিক সেবা নিয়ে কাজ করছে, তারাই বাংলাদেশের সমকালীন অর্থনীতিকে একেবারে প্রাচ্যের অলৌকিক বলে দাবি করেছেন (The miracle of east)। তাদের এই দাবী নিছক ছেলেমানুষি নয়। ক্ষুধা-দারিদ্র-মঙ্গা পীড়িত বাংলাদেশ আজ এক উদীয়মান অপ্রতিরোধ্য ব্যাঘ্র। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, শেয়ার বাজার ধস, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ কোন কিছুই বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারছে না। সকল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাঁধা অতিক্রম করে আমাদের অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। বেড়ে চলেছে জিডিপি গ্রোথ, মাথাপিছু আয়, ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ, রেমিট্যান্স, রপ্তানি আয় সবকিছুই। অর্থনীতির সকল সূচকই এখন উর্ধ্বগামী। আর এই অগ্রগামিতার উত্তাপ যে কেবল সূচক চিত্রেই সীমাবদ্ধ থাকছে তাও নয়। একেবারে দৃশ্যমানভাবে তার অস্তিত্ব বিকশিত হচ্ছে আর প্রতিকূলতা পেরিয়ে যাওয়া এই অগ্রযাত্রাকেই হয়তো মূল্যায়নকারীরা বিস্ময়কর বলতে চাইছেন।

সত্যিই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান বাস্তবতা। সারা দেশ ঘুরলে কোথাও এখন আর সেই জীর্ন-শীর্ণ কুঁড়ে ঘর, ক্ষুধাতুর অস্থিচর্মসার মানুষ, বুড়ো হালের বলদ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বন্যা-খরার মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগ হয়তো সাময়িকভাবে নিম্নবর্গীয় জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে, কিন্ত তা সামলিয়ে উঠতেও খুব বেশি সময় লাগে না। যে জনজীবনের সাথে একদা দুর্ভিক্ষ, মঙ্গা, মন্বন্তর শব্দগুলো ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিল, সেই জনজীবন এখন অনেক বেশি সুখকর, স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ। তাই বলে এখনো পুরোপুরি দাবি কারার সময় আসেনি যে আমরা শতভাগ সুরক্ষিত। শতভাগ নিরাপদ। তবে আমরা এতটুকু দাবি করতেই পারি যে, প্রতিবেশি অনেক দেশের তুলনায় এবং আমাদের সমান্তরালে অবস্থিত বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় আমরা অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থান অর্জন করেছি। ভারতের মত আর্থিক ক্ষমতাধর দেশে এখনো যেখানে ষাট লক্ষের বেশি নর-নারী খোলা আকাশের নীচে

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়, ডুয়ার্সের চা বাগানে এখনো যেখানে কথিত ডাইনি পুড়িয়ে মারা হয়, তখন বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করছে। উন্নয়নের আর্থ-সামাজিক অনেকগুলো সূচকে যে বাংলাদেশ ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছে সে সাক্ষ্য স্বয়ং ভারতীয় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনই দিচ্ছেন। আর পাকিস্তানের সাথে তুলনার তো প্রশ্নই ওঠেনা। খোদ উপাসনালয় যেখানে অনিরাপদ, সেখানে উন্নয়নের প্রশ্ন কতোটুকুই বা প্রাসঙ্গিক।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরেকটি প্রধান দিক হলো এই উন্নয়ন কোন আকস্মিক উন্নয়ন নয়। মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশে হঠাৎ আলোর ঝলকানি নয়, কিংবা পান্ডুর-বিবর্ণ দেহে ক্ষণিকের ঔজ্জ্বল্য নয়। এই উন্নয়ন সুপরিকল্পিত, ধারাবাহিক এবং টেকসই। মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোলসের (MDG) সিঁড়ি বেয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট গোলসের (SDG) দিকে। রূপকল্প ২০২১-এর যে অভীষ্ট, একুশ শতকের তৃতীয় দশকের শুরুতেই মধ্যম আয়ের দেশে যাওয়া- তা সম্ভবত আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করতে সক্ষম হবো। তার সুলক্ষণগুলো ইতোমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে গ্রোথ রেট ৬ এর ওপরে ধরে রেখেছে এবং সম্প্রতি তা ৭ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। আজ বাংলাদেশের অর্থনীতি ১৮০ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের মতে এই অগ্রযাত্রা ২০২১-এ গিয়ে ৩২২ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌছাবে। অসংখ্য বিনিয়োগ সুবিধা সৃষ্টি হবে। বিশ্বব্যাংক ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের প্রতিবেদন মতেই বাংলাদেশে শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধি পেয়েছে, জন্মহার কমেছে, যা নির্ভরতা হার কমাতে এবং মাথাপিছু আয় বাড়াতে সহায়ক হচ্ছে।

বাংলাদেশের বাজার-নির্ভর অর্থনীতি আজ সাধারণ বিচারে বিশ্বের ৪৪তম অর্থনীতি এবং ক্রয় ক্ষমতার সাম্যের (Purchasing power parity) বিচারে বিশ্বের ৩২তম অর্থনীতি। পরবর্তী একাদশে (Next 11) উদীয়মান বাজার অর্থনীতির তালিকাভূক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (IMF) হিসেব মতে বাংলাদেশ তার ৭.১% প্রবৃদ্ধিসহ ২০১৬ সালের দ্বিতীয় দ্রুততম বর্ধিষ্ণু অর্থনীতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এদেশের অর্থ খাত এখন উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থ খাত। বাংলাদেশ বর্তমানে কমনওয়েলথ, D-8, অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন, সার্ক, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের সুযোগ্য সদস্য হিসেবে উন্নয়নের সোপান বেয়ে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ সফরে আসা মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন কেরি বঙ্গবন্ধু যাদুঘর পরিদর্শন করতে গিয়ে পরিদর্শন বইয়ে, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এবং এর পিছনে বঙ্গবন্ধুর রক্ত ও রাজনীতির সুযোগ্য উত্তরাধিকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বাংলাদেশের এই অসামান্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন দৈবযোগে সংঘটিত হয়নি। এর পেছনে রয়েছে একজন মানুষের স্বপ্নসাধ, অসংখ্যের শ্রম-ঘাম, আর একটি সুদক্ষ সরকারের নেতৃত্ব, বিশেষ করে সেই সরকার প্রধানের দৃঢ়তা, আন্তরিকতা, স্বাপ্নিকতা এবং দেশপ্রেম। সত্যিই আজ বাংলাদেশের উন্নয়নের উপাখ্যানে জননেত্রী শেখ হাসিনার অবদানের জুড়ি মেলা ভার। শেখ হাসিনা আজ কেবলমাত্র বাংলাদেশের উন্নয়নের রোল মডেলই নয়, তিনি আজ পুরো দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়ন-রাজনীতির রোল মডেল। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক অঙ্গণে এক অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। শেখ হাসিনা তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্ব, গতিশীল চৌকস নেতৃত্ব, কর্মদক্ষতা, মেধা ও ব্যক্তিগত কারিশমা দিয়ে নিজেকে বিকল্পহীন ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে নিজ দলে, দেশে এবং দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নিজের দলকে সাফল্যের সাথে নেতৃত্ব দিয়ে আবার তিনি নবমবারের মত দলনেতা নির্বাচিত হয়েছেন। বিগত কাউন্সিলে একদিকে যেমন তাঁর দলের নেতাকর্মীরা তাকে আমৃত্যু পার্টি প্রধান হিসেবে কাজ করে যাওয়ার ম্যান্ডেট দিয়েছে তেমনি বহির্দেশীয় অতিথি রাজনীতিকেরাও তাঁর আন্তর্জাতিক গুরুত্বের কথা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন।

জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্রমাগত প্রমাণ করে চলেছেন যে, তিনি কেবল তাঁর দলের জন্যেই নয় তিনি তার দেশের জন্যেও এক অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বঙ্গবন্ধু যেমন আওয়ামীলীগের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন; সাড়ে সাত কোটি মানুষকে চূড়ান্ত স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন এবং স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর রক্ত ও রাজনীতির সুযোগ্য উত্তরাধিকার জননেত্রী শেখ হাসিনাও তেমনি ষোল কোটি মানুষকে উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকে নিয়ে চলেছেন। এই জায়গায় পিতা-কন্যার অবস্থান পরস্পরের পরিপূরক।

আজ বাংলাদেশের উন্নয়ন যে বিশ্বের বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে তার পেছনে কাজ করছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এবং তা বাস্তবায়নে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশবাসীর তৎপরতা।

শেখ হাসিনা একজন দূরদর্শী মৌলিক সৃজনশীল রাষ্ট্রনায়ক। পশ্চিমের উন্নয়ন স্ট্রাটেজির গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে নিজের দেশ এবং মানুষের উন্নয়নের জন্য উপযোগী মৌলিক ও টেকসই উন্নয়ন রূপরেখা প্রণয়ন করে একের পর এক তা বাস্তবায়ন করে চলেছেন। ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে তাঁর দলের পক্ষ থেকে দেশের তরুণ প্রজন্মের জন্য উৎসর্গীকৃত "পরিবর্তনের সনদ" তাঁর উন্নয়নমুখী নেতৃত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, জ্বালানী নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন, দুর্নীতি দমন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পঞ্চপ্রত্যয় নিয়ে তিনি এবং তাঁর দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা অর্জন করে। পরপর দু-দফা শাসনামলে সেই উন্নয়নের রোডম্যাপ থেকে একচুলও বিচ্যুতি হয়নি। 'ভিশন ২০২১' এবং '২০৪১' বাস্তবায়নের জন্য একে একে প্রণয়ন করেছেন ২০১০ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা যার বাস্তবায়ন প্রকৌশল আবার বিন্যস্ত হয়েছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এর মধ্যে।

শুধু তাই নয়, শেখ হাসিনার সরকার ‘ডেলটা প্ল্যান ২১০০’ নামে দেশের দীর্ঘতম ভিশন নির্ভর সর্বাত্মক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। দেশের সকল ডেলটা সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহকে অন্তর্ভূক্ত করে একটি বহুমুখী সমন্বিত এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ‘ডেলটা প্ল্যান ২১০০’ বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাবে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য ও পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করে দেশের সম্পদ এবং সম্ভাবনা সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহারই এই প্লানের লক্ষ্য। ‘ডেলটা প্ল্যান ২১০০’ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হওয়া শুরু হলে ২০৩০ সালের মধ্যেই দেশের GDP প্রবৃদ্ধি ১.৫ শতাংশ বেড়ে যাবে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান বাস্তবতা। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আর উদ্ধৃতির বিষয়। ডিসেম্বর ২০১৭ তে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। Per Capita GNI, Human Resource Index Ges Economic vulnerability index এর সকল শর্ত পূরণ করে বাংলাদেশ LDC থেকে DC এর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। এদিকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিভিন্ন মিডিয়াতে উদ্ধৃত হচ্ছে বাংলাদেশের নাম। সম্প্রতি পাকিস্তানের এক মিডিয়ায় টক শোতে দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রীর অতি উচ্চাভিলাষী উন্নয়ন পরিকল্পনার সমালোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক জায়গাম বলেন, “হামে বাংলাদেশ বানা দো”।

শেখ হাসিনা, সকল বিচারেই বাংলাদেশের উন্নয়নের মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী। বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। হাসিনা আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আর উন্নয়ন দিয়েছেন। কিসিঞ্জার কথিত “তলাবিহীন ঝুড়ি” এখন কানায় কানায় পূর্ণ। আর প্রতিটি সাফল্যই শেখ হাসিনার মুকুটের একেকটি পালক। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের দীর্ঘ মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী এবং জনপ্রত্যাশা মতে তিনি আরো অনেককাল ক্ষমতায় থাকুন, উন্নয়নকে আরো গতিময়তা দেয়ার জন্য। কারণ শেখ হাসিনার বিজয় মানে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা- আর তাঁর পরাজয় মানে আবারো বাংলাদেশের মুখ থুবড়ে পরা। আবারো অমানিশার কাল।

অগ্রসরমান আলোকিত বাংলাদেশের আরেক নাম হাসিনা।

কথাসাহিত্যিক, কলামিস্ট এবং ভাইস-চ্যান্সেলর
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডিটেকটিভ, মে সংখ্যা ২০২০ থেকে পুনর্মুদ্রিত

ডিজিটালাইজেশনে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কার্যক্রম শুরুর পর থেকে পুলিশি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং আধুনিক ও জনবান্ধব পুলিশ গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পের আলোকে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশকে একটি আধুনিক ও ডিজিটালাইজড পুলিশ ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের উদ্যোগে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল কার্যক্রম আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর ও ডিজিটালাইজডকরণ কার্যক্রম শুরু হয়। ইতোমধ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ একটি আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর পুলিশ ইউনিট হিসেবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতামূলক ও জনবান্ধব পুলিশি কার্যক্রম পরিচালনা করে ব্যাপক পরিচিতি ও সুনাম অর্জন করেছে এবং রংপুর মহানগরবাসী তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা পেতে শুরু করেছেন।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালুকরণ

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল কার্যক্রম জনগণের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.rpmp.gov.bd) তৈরীর যাবতীয় কার্যক্রম তদারকী এবং তথ্যবহুল একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। বর্তমানে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল তথ্য যেমন-দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের যোগাযোগের নম্বরসহ নামের তালিকা, দৈনন্দিন অপরাধ পরিসংখ্যান, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ফেসবুক পেইজ চালুকরণ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ফেসবুক পেইজ নাগরিকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ, নাগরিকদের নিরাপত্তা টিপস্ প্রদান, আরপিএমপির সফলতা সম্পর্কে অবহিত করা, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে নগরবাসীকে শুভেচ্ছা প্রদানসহ রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী সময়ে সময়ে জনস্বার্থে পুলিশ কমিশনার কর্তৃক করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে নোটিশ প্রদান, নাগরিকদের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি জনপ্রিয় মাধ্যমে পরিনত হয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ফেসবুক পেইজ (https://www.facebook.com/RangpurMetropolitanPolice/) চালুর ফলে রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকার অধিবাসীগণসহ দেশ বিদেশে অবস্থানরত অত্র এলাকার নাগরিকগণ তাদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, অপরাধ তথ্য ইত্যাদি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ফেসবুক মেসেঞ্জার অপশনে পুলিশকে জানানোর সুযোগ পাচ্ছেন এবং পুলিশ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে।

RPMP Whats Aps গ্রুপ চালু

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং মাঠ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাগণের সাথে সার্বক্ষণিক তথ্য আদান প্রদান দ্রুততর করার লক্ষ্যে RPMP Whats Aps গ্রুপ চালু করা হয়। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের গুরুত্বপূর্ণ চিঠি এবং রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল আদেশ বা নির্দেশনা এবং দৈনন্দিন অপারেশনাল কার্যক্রমের ছবি ইত্যাদি উক্ত গ্রুপের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক শেয়ার করা হচ্ছে। এতে করে দ্রুত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণসহ উহার ভিত্তিতে স্বল্পতম সময়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এর সুবিধাদি কাজে লাগিয়ে অপারেশন কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে।

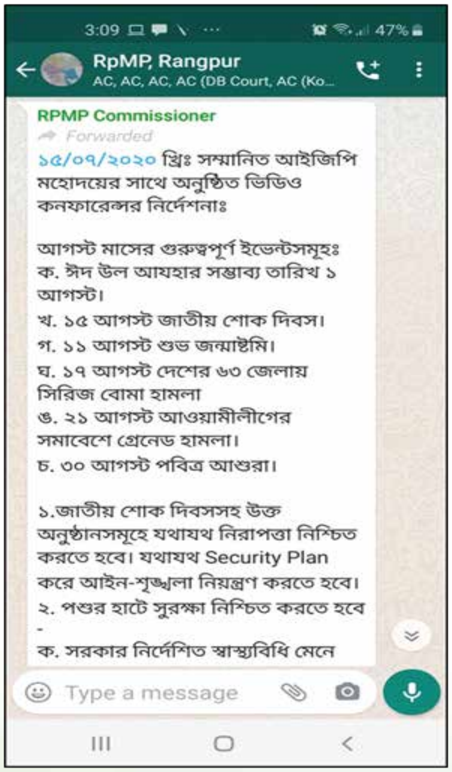

ক্রাইম ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিসটেম (সিডিএমএস) এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর কার্যক্রম শুরুর পর থেকে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের থানা ও কোর্টের সকল কার্যক্রম সিডিএমএস এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপকরতঃ মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত অপারেটর কনস্টেবল, সকল এএসআই, এসআই, ইন্সপেক্টর, এসি, এডিসি এবং ডিসিদের সিডিএমএস এর ব্যবহারের সুবিধাদি এবং এর প্রায়োগিক দিকসমূহ পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল পুলিশ সদস্য ও কর্মকর্তাদের সিডিএমএস আইডি খোলাসহ বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে করে জুন ২০১৮ মাসের পূর্বে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের থানা সমূহের সকল কার্যক্রম এবং মামলা তদন্তে সকল কার্যক্রম সিডিএমএস এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। নবগঠিত পুলিশ ইউনিট হওয়া সত্ত্বেও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ অন্যান্য পুলিশ ইউনিটের তুলনায় সিডিএমএস ব্যবহারে অগ্রগামী এবং সকল তদন্তকারী কর্মকর্তা কম্পিউটার ব্যববহারের প্রশিক্ষণ গ্রহণসহ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পুলিশিং কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়েছেন।

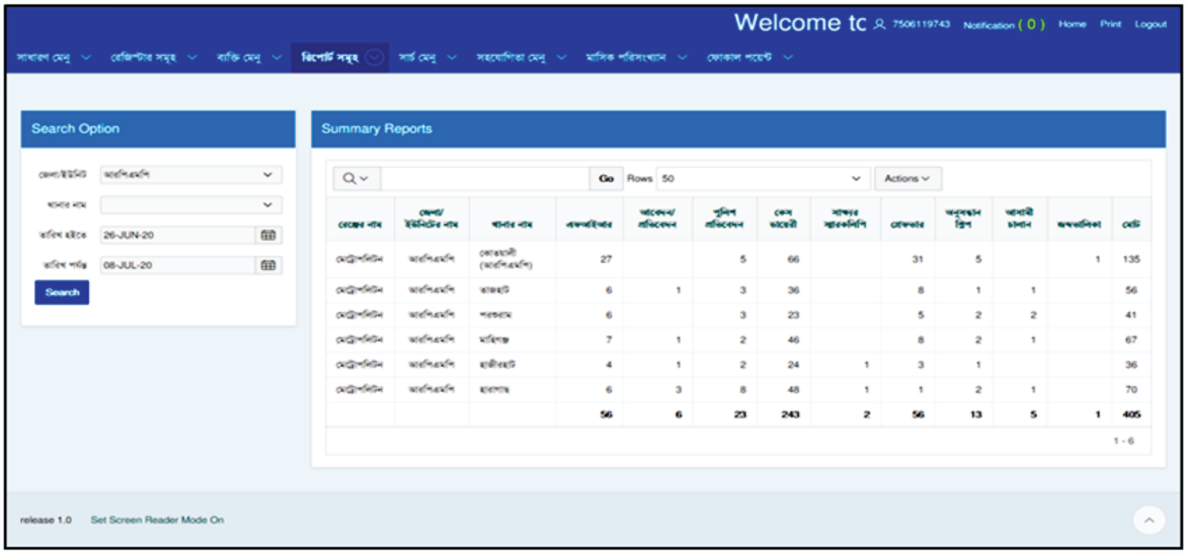

CIMS (Citizen Information Management System) এ তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ

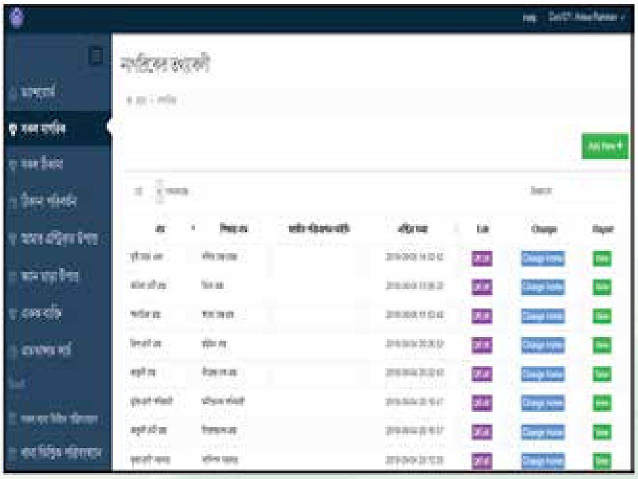

রংপুর মহানগরী এলাকার নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক প্রদত্ত সফটওয়ারটি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সিটিএসবিসহ সকল থানায় ইন্সটল করার মাধ্যমে স্ব-স্ব থানা এলাকার নাগরিকদের এবং বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের যাবতীয় তথ্যাদি এই সফটওয়ারের মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত করা হচ্ছে। এতে করে রংপুর মহানগরী এলাকায় অবাঞ্চিত লোকজনের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। ভাড়াটিয়া ও নাগরিকদের তথ্যাদি নিয়মিত যাচাই করা হচ্ছে এবং থানাসমূহ কর্তৃক বি-রোল ইস্যুর মাধ্যমে সন্দেহভাজন লোকজনদের চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া পুলিশ ভেরিফিকেশনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এ সকল তথ্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। সন্ত্রাসী এবং জঙ্গী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সিআইএমএস তথ্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

PIMS (Personal Information Management System এ তথ্য অর্ন্তভূক্তি নিশ্চিতকরণ

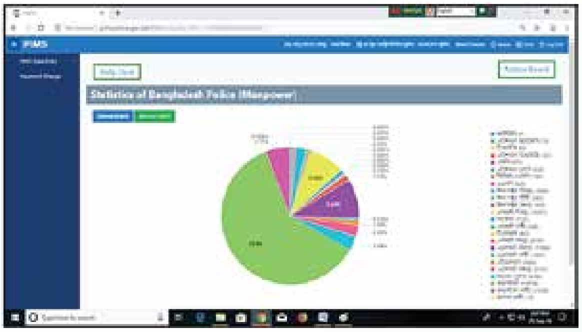

বাংলাদেশ পুলিশের ডিজিটাল আর্কাইভ-পিআইএমএস। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্যদের যোগদান (পদবীসহ), বদলী, পদোন্নতি, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, পারিবারিক তথ্য, অভিজ্ঞতা, পুরস্কার, শাস্তি, সংযুক্তি/প্রেষণ এবং জরুরী প্রয়োজনীয় নম্বরসমূহের তথ্যাদি দেয়া হয়। এ সফটওয়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের র‌্যাংক ভিত্তিক সদস্যদের পরিসংখ্যানও পাওয়া যায়। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি সদস্যের সকল তথ্য পিআইএমএস সফটওয়ারে পূর্ণাঙ্গ আপডেট করা হয়।

সিসিক্যামেরা স্থাপন ও মনিটরিং

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, পুলিশ লাইন্স, উপ-পুলিশ কমিশনার অফিস, জোনাল এসি অফিস, এবং সকল থানায় সিসিটিভি স্থাপন এবং ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে অনলাইনে সকল ইউনিট ও থানার কার্যক্রম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক বা স্থানে স্থাপিত সিসি ক্যামেরা সমূহের নিয়ন্ত্রণ মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে মনিটরিং করা হচ্ছে। সকল শাখায় সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ফলে অফিস স্টাফদের কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং অফিস বা স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া শহরের যেকোন ঘটনা সিসিটিভির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ এবং যেকোন অপরাধের ঘটনায় উল্লেখিত সিসিটিভি সমূহের ফুটেজ ব্যবহার করে ঘটনার রহস্য উদঘাটনে সহায়ক হচ্ছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল ইউনিট ও স্থাপনায় সিসিটিভি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইন্টারনেট সংযোগ এর মাধ্যমে অনলাইন মনিটরিং করা সম্ভব হয়েছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের e-Traffic Prosecution and Online Payment System চালুকরণ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের নির্দেশনায় ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে মোটরযান আইনে মামলা দায়ের ও অনলাইনে জরিমানা আদায়ের মাধ্যমে নাগরিক সুবিধাবৃদ্ধি এবং ট্রাফিক বিভাগের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ e-Traffic Prosecution and Online

Payment System চালু করা হয়। ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন ব্যবস্থাপনায় POS (Point of Service) মেশিনের মাধ্যমে জনগণকে হয়রানির হাত থেকে বাঁচিয়ে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য মোটরযান আইনে মামলা রুজু এবং সঙ্গে সঙ্গে জরিমানা আদায় করে কাগজপত্র ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটনে চালু হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ইন্টারনেট ভিত্তিক ট্রাফিকিং সেবা। যা নবসৃষ্ট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি অন্যতম সাফল্য।

অনলাইনভিত্তিক পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ব্যবস্থা চালুকরণ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ নগরবাসীকে স্বল্প সময়ে স্বচ্ছতার মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সফটওয়ার এর মাধ্যমে সম্পন্ন অনলাইনভিত্তিক পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। পূর্বে নগরবাসীকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পেতে থানা, উপ-পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় এবং পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে যেতে হতো যা অনেক সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। এখন রংপুর মেট্রোপলিটনের সম্মানিত নগরবাসী সহজেই এ সেবা পাচ্ছেন।

Zoom Video Conferencing চালু

মার্চ ২০২০ হতে দেশীব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়লে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে এর সকল অপারেশনাল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে অপারেশনাল বিষয়ে আলোচনা ও নির্দেশনা প্রদান এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক ও মাসিক সভা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান রাখতে Zoom Video Conferencing সেবা চালু করা হয়।

বর্তমানে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম Zoom Video Conferencing এর মাধ্যমে চলমান আছে। বর্তমানে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ইন্সপেক্টর হতে তদুর্ধ সকলে যে কোন সময় ১৫ মিনিটের নোটিশে Zoom Video Conferencing এ সংযুক্ত হতে সম্ভব এবং Zoom Video Conferencing এর মাধ্যমে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে সকল সভা অনুষ্ঠান ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

অফিস ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত উন্নয়ন ও আধুনিকায়নসহ ই-নথি চালু প্রক্রিয়াধীন

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা, ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল পদ্ধতি চালু এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল ও জনবান্ধব পুলিশ ইউনিট গঠনের কার্যক্রম চলমান আছে।

এছাড়া রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের নির্দেশনায় ১) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান, ২) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) প্রস্তুতকরণ, ৩) WiFi রাউটার ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থাপন, ৪) ORP (Organization Resource Planning) এর মাধ্যমে সি-স্টোর, ডি-স্টোর এর মালামাল এর এন্ট্রিকরণ, ৫) রেশন ম্যানেজমেন্ট সিসটেম চালু করা হয়।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল কার্যক্রমে ডিজিটালাইজেশন ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার ফলে অভ্যন্তরীণ কর্মকান্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পুলিশি সেবাসমূহ নগরবাসীর কাছে দ্রুততম সময়ে পৌছানো সম্ভব হচ্ছে। প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক পুলিশ ইউনিট হিসেবে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ইতোমধ্যে যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন ও ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের এইধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনগুলোতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ নাগরিক সেবা প্রদানে আরো অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ

বিভিন্ন ইভেন্টস

বিভিন্ন ইভেন্টস

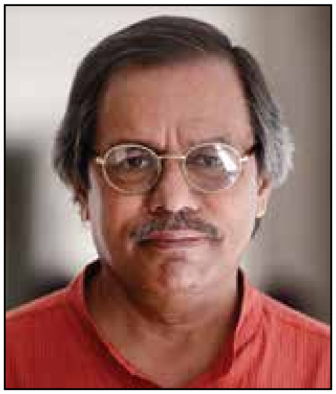

করোনাকালের পুলিশ

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

সারাবিশ্বে আতঙ্ক আর ধ্বংস ছড়িয়ে করোনাজীবাণু যে দুর্যোগ সৃষ্টি করেছে, তার তুলনীয় কিছু আমাদের জীবনকালে আমরা দেখিনি। পশ্চিমের অনেক সমাজ বিশেষজ্ঞ বলছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয়ও এমন সর্বগ্রাসী ছিল না। এর আগে ১৯১৮-২০ সালের স্প্যানিশ ফ্লু মহামারীর সাথে আজকের মহামারীর তুলনা চলে। ওই মহামারিতে ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকও মারা গিয়েছিল, কিন্তু বাংলাদেশে এর প্রভাব কি পড়েছিল, সে সম্পর্কে আমাদের জানার তেমন কোন উপায় নেই। হয়তো স্প্যানিশ ফ্লু বাংলাদেশে ঢোকেনি। আজকের মতো সক্রিয় ইলেট্রনিক মিডিয়া থাকলে নিশ্চিয় জানা যেত। কিন্তু ইলেট্রনিক মিডিয়া দূরের কথা, টেলিগ্রাফ বাহিত সংবাদও তখন দুষ্প্রাপ্য।

করোনা বা কোভিড মহামারী পশ্চিমের অনেক শক্তিশালী দেশকে কাবু করছে। প্রতিষ্ঠিত বড় বড় কোম্পানিকে দেউলিয়া করে দিয়েছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে স্থবিরতা নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশেও এর অভিশাপ ব্যাপকভাবে পড়েছে। বিশ্বব্যাংক পূর্বাভাস দিচ্ছে আমাদের জিডিপি দুই শতাংশের নিচে নামবে, যদিও সরকার বলছে সাতের উপরে থাকবে। কিন্তু এ কথা তো সত্য যে, গরীব মানুষ আরো গরীব হবে, অসংখ্য মানুষ চাকরি হারাবে। যে সংকটটা চলছে, তা অনেক কিছুর পরে, মৌলিক ভাবেই মানবিক। এ সংকট থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতেই হবে।

সংকট মোকাবেলার অনেকগুলির পথ একসঙ্গে সক্রিয় হয়েছে, যদিও প্রত্যাশা মতো নয়। এই সংকট মোকাবেলাটা একটা যুদ্ধ এবং সকল যুদ্ধের মতো সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়ার প্রশ্নটা আছে। দেখা গেছে এই যুদ্ধে সম্মুখসারির যোদ্ধাদের সঙ্গে --তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ইতালিতে হোক অথবা বাংলাদেশেই হোক- আছেন ডাক্তার ও নার্স, অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী, জরুরি সেবাদানকারী, মিডিয়া কর্মী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং অবশ্যই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। এদের মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীর কথাটা আজ একটু আলাদা করে বলবো। তবে তার আগে বলে নেয়া ভাল, যারাই মহামারি মোকাবেলায় লড়ছেন, তাদের সকলেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তাদের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা সবসময়ই থাকবে। আর যারা এই মহামারিতে গরীব মানুষের জীবন জটিল করছেন, এই দুঃসময়ে মেডিকেল সামগ্রী নিয়ে, ত্রাণ বিতরণ নিয়ে দুর্নীতি করছেন, খাদ্য এবং ঔষধে ভেজাল দিচ্ছেন, তাদের জন্য জমা থাকবে আমাদের ঘৃণা।

বাংলাদেশ পুলিশ মহামারির শুরু থেকেই মাঠে নেমেছে। এবং শুধু যে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজটি তারা করছে, তা না, অনেক অতিরিক্ত, আমাদের অভিজ্ঞতায় নতুন এবং পুলিশের কর্মপরিধির বাইরের বিষয়েও নজর দিতে হচ্ছে। এমনিতে সাধারণত পুলিশকে যে কাজ করতে হয়, যাদের আমরা বলতে পারি রুটিন ওয়ার্ক যেমন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ থেকে নিয়ে অপরাধীর বিচার নিশ্চিত করা, সেসব তো তাদের করতে হচ্ছেই, কিন্তু এর বাইরেও, যেমনটা উপরে বললাম, অনেক কাজে তাদের নেমে পড়তে হচ্ছে। একটা ছোটখাটো তালিকা দিলে ব্যাপারটা বুঝা যাবে- করোনা মহামারি শুরুর পর কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াটা একটি বিশাল সমস্যা হয়ে দেখা দেয়, বিশেষ করে লকডাউন শুরু হওয়ার পর। অত্যন্ত দুঃখজনক কিন্তু সত্য একটি ব্যাপারও এই যে, কোন কোন পরিবার এই দায়িত্ব নিতে রাজি হয়নি। এই কাজটি পুলিশের করতে হয়। একইভাবে করোনা আক্রান্ত কোন রোগীর মৃত্যু হলে তার লাশ দাফন নিয়েও জটিলতার সৃষ্টি হয়। নিকট আত্মীয় অনেকেও লাশ বহন করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। এই কাজটিও পুলিশকে করতে হয়। লকডাউনের সময় তৈরী পোশাকসহ অন্যান্য কিছু খাতে শ্রমিকদের কাজে

যোগ দেয়া, ছাঁটাই হওয়া ইত্যাদি অনেক বিষয় নিয়ে অসন্তোষ তৈরী হলে শ্রমিকেরা রাস্তায় নেমেছে, তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে রাস্তা থেকে বাড়িতে পাঠিয়েছেন পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। এই শ্রমিকদের অসন্তোষের বিষয়টি তারা সহৃদয়তার সাথে দেখেছেন। লকডাউন উপেক্ষা করে মানুষ ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছে, অনেকে পেটের দায়ে, অনেকে কোন কারণ ছাড়াই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সকল কান্ডজ্ঞানহীন মানুষদের প্রতি কঠোর হওয়ার জন্য পুলিশকে আহবান জানানো হয়েছে। তারপরেও দেখেছি, পুলিশ সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে ঘরবাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছে। যারা খাদ্য পায়নি তাদের খাদ্য পাঠিয়েছে। যাদের খাদ্য কেনার পয়সা নেই তাদের বিনামূল্যে তা যোগান দিয়েছে। জেলায় জেলায় দুস্থ মানুষকে পুলিশের তরফ থেকে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। যেসব পরিবারের খাদ্য কেনার সামর্থ্য আছে অথচ লকডাউনের কারণে তা সংগ্রহ করতে সমস্যা হচ্ছে, তারাও পুলিশের সাহায্য চাইলে খাদ্য সামগ্রী তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। উদ্বিগ্ন নাগরিকদের টেলিমেডিসিন সেবাও দিচ্ছে পুলিশ, কোভিড আক্রান্ত কাউকে ভাড়া বাসা থেকে বের করে দিলে বাড়িওয়ালাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ভাড়াটিয়াকে তার বাড়িতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। অর্থাৎ মানুষ এখন অনেক বিষয়েই পুলিশকে ভরসা মানছে।

দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশে যাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছে কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের দেশের মানুষের মধ্যেই সবচেয়ে কম দেখেছি। কলম্বো শহরের রাস্তার মোড়ে মাঝে মধ্যে পুলিশ দেখা যায়, কিন্তু যানবাহন চলে নিয়ম মেনে, মানুষ নিয়ম অনুসরণ করে রাস্তা পার হয়। কাঠমুন্ডুতে একজন মহিলা ট্রাফিক পুলিশও পুরো একটা রাস্তার দায়িত্বে থাকলে মানুষ তার নির্দেশ মেনে চলে। আমাদের দেশে আইন ভাঙ্গাটাই যেন নিয়ম। এরকম ক্ষেত্রে পুলিশের জন্য পরিশ্রমটা হয় দ্বিগুণ। কোন কোন সময় তিনগুণ হয়ে যায়। মহামারির সময় পরিশ্রমটা বেড়েছে তারও বেশি। আমাদের পুলিশের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে এমনিতেই কম। তার ওপর যখন এই চাপটা পড়ে তখন তাদের পরিশ্রম বাড়ে, ঝুঁকিও বাড়ে।

ঝুঁকিটা কি পরিমাণ, তা একটু দেখা যাক। ২২ জুন, ২০২০ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী কোভিড ভাইরাসে আক্রান্ত পুলিশ সদস্যর সংখ্যা ৯১১৭ জন। মৃত্যু হয়েছে ৩১ জন পুলিশ সদস্যের। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ডিএমপিতে যারা কাজ

করছেন, তারা- ২১২০ জন। সঙ্গীনিরোধে বা কোয়ারান্টিনে আছেন ৯৩৭৫ জন এবং আইসোলেশনে আছেন ৩৪৫০ জন। ভয়াবহ পরিসংখ্যান। তবে অন্ধকারেও একটুখানি আলোর রেখা হচ্ছে সুস্থ হয়ে যাওয়া আক্রান্তদের সংখ্যা- প্রায় ৫৪৩৫ জন। তারপরও এই পরিসংখ্যান গ্রহণ করতে আমাদের কষ্ট হয়। সাধারণত যখন কোন কর্মীবাহিনী, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের ব্যাপক সংখ্যক কর্মী এভাবে আক্রান্ত হন, তখন অন্যদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তারা আতঙ্কে থাকেন। কিন্তু পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা সাহসের সাথে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছেন। তারা ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছেন না, বা দায়িত্বে অবহেলাও করছেন না। বরং অনেক সহকর্মীর (প্রায় ২০ হাজারের মতো) অনুপস্থিতিতে তাদের কাজগুলো করে যাচ্ছেন।

পুলিশ বাহিনী নিয়ে সাধারণ সময়ে ভালমন্দ অনেক কথা বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক সমালোচনা হয়। যখন ছাত্র জনতার সামনে পুলিশ দাঁড়ায়, নানা কারণে, তখন তাদের সমালোচনা হয় বেশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি চার দশকের বেশি সময় শিক্ষকতা করেছি। অনেকবার ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ দেখেছি। আশির দশকে যখন গণতন্ত্রের

দাবীতে শিক্ষকরা মিছিল করেছেন, তাতেও পুলিশের হামলা হয়েছে এবং এর সমালোচনা হয়েছে। তাছাড়া পুলিশের কিছু সদস্যর দুর্নীতি এবং অসদাচরণের জন্য পুরো পুলিশ বাহিনীকেই এর দায় নিতে হয়েছে। সব পেশাতেই ভালো মানুষ, মন্দ মানুষ আছে। কিন্তু পুলিশের কাছে যেহেতু মানুষের প্রত্যাশা বেশি, যেরকম প্রত্যাশা আদালতের অথবা শিক্ষকদের কাছেও, সেহেতু কোথাও কোন ত্রুটি হলে সমালোচনা হবে, এটি ধরে নেয়া যায়। এবং আমি মনে করি, যে কোন সংগঠন ও কর্মীদলের জন্য সমালোচনা উপকারি। এতে আরো ভালো করার পথ খুঁজে পাওয়া যায়। গত এক দশক থেকে এই সমালোচনার একটা বড় প্রকাশ মাধ্যম হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মঞ্চগুলি, বিশেষ করে ফেসবুক। কিন্তু গত তিন মাসে এই ফেসবুকেই আমি অসংখ্যবার পুলিশের প্রশংসা দেখেছি। এই প্রশংসার একটি সারমর্ম হচ্ছে: পুলিশের মানবিকতা। করোনাকালে পুলিশ মানবিকতার প্রচুর দৃষ্টান্ত রেখেছে এবং রেখেই চলছে।

আমি মানুষের সমালোচনার চাইতে প্রশংসা করতে বেশি তৈরি থাকি। একজন শিক্ষক হিসাবে আমি জানি, একজন শিক্ষার্থীর খারাপ ফল করার পেছনে অনেক কারণ থাকে। সব না জেনে সমালোচনা করলে তার প্রতি অন্যায় করা হয়। অথচ, তাকেই যদি যতটুকু সে দিতে পেরেছে তার জন্য একটু প্রশংসা করি তাহলে পরের বার সে ভাল করবেই। পুলিশ বাহিনী আজ যে প্রশংসা পাচ্ছে, তার কারণ মানুষ তাদেরকে কাছে থেকে দেখছে, আপদে বিপদে কাছে পাচ্ছে এবং তাদের কষ্টগুলো, সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারছে। একজন কনস্টেবল যে বেতন পান তা দিয়ে তিনি কি খুব উন্নত জীবন যাপন করতে পারেন? যে পুলিশ সদস্য এই মহামারির সময়েও টানা আট ঘন্টা রাস্তায়, বাজারে দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি কি তার সংসারের সব দাবী মেটাতে পারেন? মহামারি যেহেতু আমাদের অসহায় করে ফেলেছে, যারাই আমাদের সহায়তা দিচ্ছেন, তারাই আমাদের কাছে প্রিয় হচ্ছেন। পুলিশ বাহিনী আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এখন মানবিকতার বিচারে আমরা তাদের যেভাবে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছি, যদি এই বোঝাবুঝিটা ভবিষ্যতে, মহামারি চলে গেলেও থাকে, তাহলে পুলিশ প্রকৃত সেবাধর্মী একটি বাহিনীতে পরিণত হতে পারবে।

আমার অভিজ্ঞতার একটি ঘটনা এখানে হয়তো প্রাসঙ্গিক হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার কোন এক উপলক্ষে দুই পরস্পর বিরোধী বড় ছাত্র সংগঠন মিছিল বের করলে একপর্যায়ে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দেয়। দুটি মিছিল বিপরীত দিক থেকে কলাভবনের দিকে আসছিল। আমি লাইব্রেরি যাওয়ার জন্য বেরিয়ে ছিলাম। দেখতে পেলাম ৫-৬ জন নারী পুলিশ সদস্য দুই দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন, নেতাদের কাছে অনুরোধ জানালেন সংঘাতে না জড়াতে। "আপনাদের কারো ক্ষতি হলে কে কাঁদবে জানেন?" এক পুলিশ সদস্য ছাত্র নেতাদের জিজ্ঞেস করলেন এবং নিজেই উত্তর দিলেন "কাঁদবে আপনার মা আর বোন। তাদের কাঁদাতে চাইলে মারামারি করতে পারেন। কিন্তু কেন কাঁদাবেন বলুন?"

তারা আরো কিছু বললেন, বোঝালেন এবং অবাক কান্ড, একসময় দুটি মিছিল দুদিকে চলে গেলো। নারী পুলিশ দলটির পাশে আমি ও আরো দুই শিক্ষক ছিলাম। আমি নিশ্চিত আমরা তিন শিক্ষক মিলে এ কাজটা করতে পারতাম না, উপরন্তু, হামলার মাঝখানেই পড়ে যেতে পারতাম। এই ঘটনাটা আমাকে শিখিয়েছিল, ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটা আবেদন রাখতে পারলে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে। সমাজের সেবা মানে ব্যক্তির সেবা। পুলিশ নিজের স্বাস্থ্যের ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমাজের মানুষের সেবা করেছেন এবং করছেন।

মহামারি উত্তর বাংলাদেশ নিয়ে আমার উদ্বেগ বাড়ছে। দারিদ্র বাড়লে অনেক সন্তান স্কুল থেকে ঝড়ে পড়বে। তরুণদের মধ্যে হতাশা বাড়বে। মাদকের ব্যবহার বাড়তে পারে, সহিংসতা বাড়তে পারে। তেমনি বাড়বে সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি, অনৈতিক কর্মকান্ড। মধ্যবিত্তরা হয়তো বেঁচে থাকবেন, কিন্তু আমার ভয় দরিদ্র মানুষকে নিয়ে। মহামারির সময় যেমন মহামারির পরেও তাদের ভরসার একটা জায়গা হবে পুলিশ। করোনাকালে পুলিশ যে মানবিকতা দেখিয়ে যাচ্ছে তা ধরে রাখলে দরিদ্র মানুষ আবার টিকে থাকার সহায় এবং সাহস পাবে। মাদক ব্যবসায়ী হয় শাস্তি পেয়ে সমাজ থেকে দূরে যাবে অথবা অন্য ব্যবসায় যাবে। শক্তিমানেরা গরীবের উপর অত্যাচার করার সাহস হারাবে। এটি যে রাতারাতি হবে তা নয়, তবে পুলিশ তার বর্তমানের কর্মপদ্ধতি ধরে রাখলে, তাদের ওপর মানুষের আস্থা অটুট থাকলে, তা মোটেও অসম্ভব হবে না। অর্থাৎ মহামারি উত্তর বাংলাদেশকে মানবিক করতে পুলিশের একটি বড় ভূমিকা

পালন করতে হবে। যা মানুষ প্রত্যাশা করে।

কিন্তু এ জন্য পুলিশের প্রতি আমাদেরও দায়িত্ব থাকবে। যে সব পুলিশ সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য দেয়া, যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারগুলোর দায়িত্ব নেয়া হবে রাষ্ট্রের একটা কর্তব্য। এখনই পুলিশ সদস্যদের জন্য ঝুঁকি ভাতা প্রচলন করা হোক। যদি তা হয়ে গিয়ে থাকে তার পরিমাণ বাড়ানো হোক। পুলিশের জনবল বাড়িয়ে বাহিনীর সদস্যদের উপর পড়া দায়িত্বের চাপ কমানো হোক। উপনিবেশী আমলে করা ১৮৬১ সালের একটি আইন অনুযায়ী পুলিশ বাহিনী চলছে। বছর দশেক আগে এটি যুগোপযোগি করার একটি উদ্যোগ নেয়া হয় এবং পরিবর্তনটা কিভাবে করা যায় তা নির্ধারণের জন্য অনেকের সঙ্গে আমার মতামতও চাওয়া হয়। একটি ভাল নতুন আইনের খসড়াও প্রস্তুত হয়, যেটি আইন হিসেবে বৈধতা পেলে পুলিশ একটি সেবামূলক বাহিনীতে পরিণত হবে। তবে মহামারির সময়ে মানুষ দেখেছে কিভাবে পুলিশ বাহিনী মানুষের সেবা দিয়েছে। এখন কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন, কিছু নতুন চিন্তার সংযোজন হলে এই সেবার বিষয়টি প্রত্যেক নাগরিকের কাছে অর্থপূর্ণ করে গড়ে তোলা যাবে।

যে সব পুলিশ সদস্য মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, যারা আক্রান্ত হয়েছেন, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা।

সাবেক অধ্যাপক
ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিটেকটিভ জুন সংখ্যা ২০২০ থেকে পুনমুদ্রিত

আমরা তো এমন পুলিশই চেয়েছি

ইমদাদুল হক মিলন

তাগড়া জোয়ান লোকটা খুবই আয়েশি ভঙ্গিতে সিগ্রেট টানতে টানতে হাঁটছে। পরনে ময়লা প্যান্ট আর টি-শার্ট। সঙ্গের বাচ্চা ছেলেটির বয়স দশ-এগারো। তার মাথায় বেশ ভারী একটা বোঝা। বোঝার ভারে সে বাঁকা হয়ে গেছে। রাত সাড়ে আটটা বাজে। তাগড়া জোয়ান লোকটি শিশুটিকে তাড়া দিচ্ছে, এই তাড়াতাড়ি হাঁট।

আমি ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখছি। দুজন পুলিশ কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার পাশে। দুজনেই এগিয়ে এলেন। তাগড়া জোয়ান লোকটি আর শিশুটিকে থামালেন। শিশুটির মাথা থেকে দুজনে ধরে বোঝাটি নামিয়ে রাখলেন। লোকটিকে জেরা করতে লাগলেন।

এই বাচ্চাটি কে?

আমার ভাইগনা

আপন ভাগনে?

জি, আমার ছোট বইনের পোলা।

এত ভারী বোঝা বাচ্চাটির মাথায় আপনি দিয়েছেন কেন?

লোকটা ভড়কে গেল। না, মানে আমি সিগারেট খাইতেছিলাম তো। এর লাইগা ভাইগনার মাথায় দিছি।

ভাগনে না হয়ে আপনার ছেলে যদি হতো আপনি কি এই কাজটি করতেন?

লোকটা ততক্ষণে সিগারেট ফেলে দিয়েছে। একটু ভয়ও পেয়েছে। কনস্টেবলদের কথায় আমতা আমতা করতে লাগল।

এই বোঝা নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

এইতো এই গলির ভিতরেই আমার বাসা। বইন গ্রামে থাকে। ভাইগনা থাকে আমার কাছে। আমিই পালি। বাড়ির কামকাইজ করে আবার স্কুলেও যায়।

কনস্টেবল দুজন তারপর বোঝাটা সেই লোকটির মাথায় তুলে দিলেন। চলুন, আপনার বাসাটা চিনে আসি।

লোকটা বোঝা মাথায় নিয়ে ভয়ে ভয়ে হাঁটতে লাগল। বাচ্চা ছেলেটা তখন নিজের ঘাড় ডলছে অর্থাৎ ভারী বোঝা টানার ফলে ঘাড় ব্যথা করছে।

একজন কনস্টেবল বললেন, তুমি ভয় পেয়োনা বাবা। তোমার মামা যাতে তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার আর না করে সেই জন্য আমরা তার বাসাটা চিনে আসব। থানার কাছেই যেহেতু বাসা, মাঝে মাঝে গিয়ে তোমার খবর নিয়ে আসব।

বাচ্চা ছেলেটি খুব খুশি।

এই ছেলেটির নাম বাচ্চু। কয়েক দিন পর এক সকালে ছেলেটির সঙ্গে আমার দেখা। সে স্কুল থেকে ফিরছিল। ডেকে সেদিনকার কথা জিজ্ঞেস করলাম। বাচ্চু বলল, পুলিশ আংকেলরা মামার মাথায় বোঝা উঠাইয়া দেওয়ার পর থেকে মামা একদম বদলাইয়া গেছে। সে আমার সঙ্গে আর কোনো খারাপ ব্যবহার করেনা। বাড়ির কেউ বেশি কাজ করায় না। আমি এখন খুব ভালো আছি।

হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করলাম, বাচ্চু, বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও?

বাচ্চু সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি পুলিশ হবো।

বাচ্চুর সঙ্গে ওটুকুই আমার কথা হয়েছিল। সে কেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা অন্য কিছু না হয়ে পুলিশ হতে চায়? এ বিষয়টি নিয়ে আমি ভেবেছি। নিশ্চয়ই সে পুলিশের ক্ষমতা নিয়ে ভেবেছে। পুলিশকে মানুষ ভয় পায় কিংবা পুলিশের কথা মানুষ শোনে–এটা সে বুঝেছে। অন্যদিকে পুলিশের মানবিকতার দিকটাও তার মনে দাগ কেটেছে। অর্থাৎ সে ক্ষমতাবান হতে চায় ভবিষ্যতে। একাধারে মানবিক হতে চায়, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়। একজন হৃদয়বান ভালো মানুষ সে হতে চায়। মানুষের সেবক হতে চায়।

পুলিশদের নিয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা উঁচু স্তরের নয়। মানুষ মনে করে পুলিশ মানেই নির্দয় এক শ্রেণির মানুষ। যাদের মানবিক গুণাবলি বলতে গেলে নেই। যাদের অনেকেই দুর্নীতিপরায়ণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবারের এই করোনাকালে পুলিশদের নিয়ে সাধারণ মানুষের পুরনো সব ধারণা একেবারেই বদলে গেছে। এবার আমরা দেখেছি অসাধারণ এক পুলিশ বাহিনী। মানবিকতায় অনন্য এক পুলিশ বাহিনী। দেশের মানুষ এই পুলিশ দেখে মুগ্ধ হয়েছে যেমন, তেমন বিস্মিতও হয়েছে। পত্রপত্রিকাগুলোতে একের পর এক রিপোর্ট বেরিয়েছে এই মানবিক পুলিশ বাহিনী নিয়ে। আমাদের 'কালের কণ্ঠ' পত্রিকায় ৩ মে ২০২০ তারিখে লেখা হয়েছে 'করোনায় পাঁচজনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৭৪১, তবু সেবায় অনড় 'যোদ্ধা পুলিশ'। জনকণ্ঠ ৩ মে ২০২০ 'করোনা সংকট : মানবিক এক পুলিশ বাহিনী'। চ্যানেল

আই অনলাইন ২১ এপ্রিল ২০২০ ‘বাংলাদেশ পুলিশ দারুণ সাহসী ও মানবিক ভূমিকা পালন করছে’। প্রথম আলো ১৯ জুন ২০২০ ‘করোনাকালের মানবিক পুলিশ’। সমকাল ১৬ মে ২০২০ ‘মানুষের পাশেই আছে মানবিক পুলিশ’। দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডস বাংলা ২৪ এপ্রিল ২০২০ ‘স্যালুট মানবিক পুলিশ’।

কেন পত্রপত্রিকাগুলো পুলিশ বাহিনীর এরকম জয়গান গেয়েছে, গেয়ে চলেছে? কারণটা কী? কারণ হলো, করোনার এই দুঃসময়ে পুলিশ বাহিনী নানা মাত্রিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। লকডাউন যেন সবাই মানে আমাদের পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার দেখভাল করেছে। মানুষের সঙ্গে মোটেই দুর্ব্যবহার করেনি। বরং মানুষকে বুঝিয়েছে। লকডাউন না মানলে কী কী ক্ষতি হতে পারে, মাস্ক ব্যবহার না করলে কী কী ক্ষতি হতে পারে সুন্দরভাবে সেসব বুঝিয়ে মানুষকে ঘরে ফেরত পাঠিয়েছে। ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে পুলিশ। সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করেছে। করোনা রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। করোনায় মৃত মানুষের কাছে তার আত্মীয়-স্বজন অনেকেই এগিয়ে আসেনি। পুলিশ এগিয়ে গেছে। মৃতের সৎকার করেছে। এতসব কাজে জড়িত থাকার ফলে আমাদের পুলিশ ভাইয়েরা করোনায় বেশি আক্রান্ত হয়েছেন। অনেকেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমি সেই বীর পুলিশ ভাইদের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আরেকটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে।

বছরখানেক আগের ঘটনা। রাস্তার পাশে গাড়িতে বসে আছি। ড্রাইভারকে দোকানে পাঠিয়েছি এক বোতল পানি আনার জন্য। দৃশ্যটা চোখে পড়ল এই সময়। অতিরিক্ত মাল বোঝাই করা হয়েছে একটা ভ্যানে। অতিকষ্টে সেই ভ্যান চালিয়ে নিচ্ছে ভাঙাচোরা শরীরের চালক। ভ্যানের চাকা পড়ে গেল রাস্তার ধারের খাদে। চালক লোকটা হাঁচড় পাঁচড় করছে টেনে তুলবার জন্য। কিছুতেই পারছেনা। পাশ দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে মানুষ। কেউ তাকিয়েও দেখছে না। তরুণ পুলিশ সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে ছিলেন। দৃশ্যটা দেখেই তিনি এগিয়ে এলেন। বেশ কষ্ট করে, ঘেমে নেয়ে উঠতে উঠতে খাদ থেকে তুলে দিলেন ভ্যান গাড়িটি। চালক লোকটির চোখে-মুখে তখন যে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠতে দেখলাম, ও রকম দৃশ্য দেখলে মনভালো হয়ে যায়। পুলিশ সার্জেন্টের মুখেও তখন অনাবিল এক প্রশান্তির আলো। মুখটা ঝলমল ঝলমল করছে তাঁর।

আমরা এ রকম পুলিশই চাই। মানবিক, দয়ালু। মানুষের প্রকৃত বন্ধু পুলিশ।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও
সম্পাদক, কালেরকণ্ঠ
ডিটেকটিভ জুন সংখ্যা ২০২০ থেকে পুনর্মুদ্রিত

করোনা মহামারীতে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

করোনা মহামারীতে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড

করোনাযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা অতুলনীয়

মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা, এমপি

বিশ্বব্যাপী এক আতঙ্কের নাম করোনা ভাইরাস। করোনা বাংলাদেশের মানুষের জীবন যাত্রাকেও তছনছ করে দিয়েছে। চীনের সীমানা ছাড়িয়ে ভাইরাসটি ইতোমধ্যে বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বিশ্ব লকডাউনে। আর এমন পরিস্থিতিতে বাইরে থাকতে হচ্ছে জরুরি সেবায় নিয়োজিত মানুষদের; যাদের অন্যতম পুলিশ সদস্যরা। জাতির এই দুঃসময়ে বাংলাদেশ পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সকল পুলিশ সদস্যই করোনা প্রতিরোধ যুদ্ধে নেমেছেন। সারা দেশে এবং নিজের নির্বাচনী এলাকায় দেখেছি পুলিশকে নিরন্তর মানুষের সেবা করতে। শুরু থেকেই করোনা ভাইরাস থেকে জনগণকে রক্ষা করতে পুলিশের ব্যতিক্রমী সব উদ্যোগ ছিলো প্রশংসনীয়। একদম কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছি করোনা ভাইরাসের থাবা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য-র আন্তরিক প্রয়াস। পুলিশ সদস্যরা সুরক্ষা সামগ্রীর অপেক্ষায় না থেকে কিভাবে ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষকে সহায়তা করছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে, অর্থ ও ত্রাণ নিয়ে আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। যা এক কথায় অতুলনীয়। আমি একজন রাজনীতিবিদ কিংবা ক্রিকেট মাঠের মানুষ হলেও পুলিশের কর্মযজ্ঞ আমাকে প্রাণিত করেছে। পুলিশের নিবেদিত এই দেশপ্রেম, করোনাযুদ্ধকালীন আত্মত্যাগ দেখে মুগ্ধ হয়েছি বারবার।

এই সুযোগে আমি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলতে চাই, তাঁরই সুযোগ্য নির্দেশনায় দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে ধারণ করে করোনাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একথা স্বীকার করতেই হবে প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস রোধে বাংলাদেশ পুলিশের অবদান অসামান্য। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ি শুধু হোম কোয়ারেনটাইন বা লকডাউনেই বাংলাদেশ পুলিশ সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং দরিদ্র জনতার খাদ্য সহায়তার জন্য বাংলাদেশ পুলিশ এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন এলাকায় জীবানুনাশক ছিটিয়ে জীবানুমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এমনকি ডক্টরসদের হাসপাতালে যাতায়াতের ব্যবস্থা করছে। যদি কোন করোনা আক্রান্ত রোগী মারা যায় সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বাংলাদেশ পুলিশ দাফন কাফনের ব্যবস্থা করছে। এমনকি বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য তাদের প্রাপ্য বৈশাখী ভাতা এবং একদিনের বেতনসহ প্রায় ২০ কোটি টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ত্রাণ

তহবিলে জমা দিয়েছে। তাই বাংলাদেশ পুলিশের প্রত্যেক সদস্যকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমি মনে করি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য একেকজন সুপারস্টার। সম্মুখসারির যোদ্ধা তো বটেই। করোনা আক্রান্ত মানুষের সেবায় পুলিশ সদস্যদের যে আত্মত্যাগ দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে তা নি:সন্দেহে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা দিতে গিয়ে প্রায় বারো হাজার (অদ্যাবধি) পুলিশ সদস্য নিজেরাও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন ৬০জন। হাসপাতাল কিংবা নিজের বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেকেই।

আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে করোনার দুর্যোগে অলস ঘরে বসে না থেকে চেষ্টা করেছি আক্রান্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে। নিজের নির্বাচনী এলাকার সাধ্যমত খোঁজ রেখেছি পাশাপাশি করোনাযুদ্ধে পুলিশের কার্যক্রম লক্ষ্য করেছি। উপলব্ধি করেছি মানুষের জন্য পুলিশ কতই না কষ্ট সহ্য করে কাজ করে। কারণ করোনাভাইরাস দেশে আঘাত হানার সাথে সাথে তাদের কাজ যেন বেড়ে গেছে অনেক বেশি। দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে। কোনো প্রকার অভিযোগ ছাড়া। হ্যাঁ, কথা বলছি আমাদের পুলিশ ভাইদের নিয়ে। তারা সত্যিই অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, শুধুমাত্র আমাদেরকে করোনা নামক মহাম-ারী থেকে রক্ষা করতে। সবাইকে সর্তক করতে গিয়ে তারা ভুলেই যায় যে তাদেরও একটা বাসা আছে, পরিবার আছে। আমরা কি পারি না এই পুলিশ, ডাক্তারদের দিকে তাকিয়ে হলেও নিজেদের একটু নিয়ন্ত্রিত করতে? আমরা যদি শুধু আমাদের কথা চিন্তা করে বাসায় থাকতাম তাহলে হয়তো এই মানুষগুলোর এতোটা কষ্ট হতো না। মহান আল্লাহ্ তাআ-লার কাছে দোয়া করি যেন এই মানুষগুলো ভাল থাকে। সবাই ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, অন্যকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করুন। করোনাযুদ্ধে যেসব পুলিশ সদস্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তাদেরকে জানাই অভিনন্দন। আশা করছি দেশের এবং দেশের মানুষের প্রয়োজনে বাংলাদেশ পুলিশ এভাবেই কাজ করে যাবে। আসুন আমরা সবাই সরকারি নিয়ম মেনে চলি, ঘরে থাকি এবং বাংলাদেশ পুলিশকে সহায়তা করি।

করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিপর্যস্ত মানবজাতি এখন উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে একটা সফল ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধ-কের অপেক্ষায়। অপেক্ষার শেষ কখন হবে জানা নেই। সফল টিকা আবিস্কারের সংবাদ পেতে আমরা অপেক্ষা করছি।

আমি কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়ে এখন প্রত্যক্ষভাবে করোনার বিরুদ্ধে লড়ছি। মাঠের লড়াকু মানসিকতাটা এবারের করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে বেশ কাজে দিয়েছে। আমি আমার ভাই, আমার স্ত্রী সুমিসহ পরিবারের অনেকেই করোনা পজিটিভ হয়ে বাসায় আইসোলেশনে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছি। ১৪টা দিন আমার সন্তানদের কাছে থেকে আমি অনেক দূরে, তারা আমার কাছে আসতে পারছে না। এটা অনেক যন্ত্রণাদায়ক বিষয়। আসলে এই যুদ্ধটা করছে গোটা বিশ্বের সব মানুষই। সবাই আমার জন্যে দোয়া করবেন। সবাইকে একত্রে থেকে এই যুদ্ধে আমাদের জয় লাভ করতে হবে।

আমাদের সবার নিজস্ব আলাদা গল্প আছে এবং প্রত্যেকে একা কাজ করে কিন্তু বড় ধরণের হুমকি মোকাবেলা সবাই একসাথে মিলে দলীয়ভাবে কাজ করতে হয়। একজন মাশরাফী কিংবা আমাদের সম্মুখযোদ্ধা পুলিশবাহিনীর সদস্যরা আমরা সাধারণ জনগণ সবাই মিলে এই দুর্যোগে করোনা যুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে করোনা বিদায়ের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবো আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ নির্মাণে সেই প্রত্যাশা থাকলো।

সংসদ সদস্য, নড়াইল-২,
সাবেক অধিনায়ক
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল।
ডিটেকটিভ জুলাই সংখ্যা ২০২০ থেকে পুনমুদ্রিত

মানবিক বোধের প্রদীপ্ত শিক্ষা

সেলিনা হোসেন

ক্ষুদ্র জীবাণু করোনা ভাইরাস নিজস্ব ঘেরাটোপে বন্দী করেছে সমগ্র বিশ্ব। কোভিড-১৯ আক্রান্ত করেছে হাজার হাজার মানুষ। মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া মানুষের সামনে থেকে মুছে দিচ্ছে জীবনের জয়গান। চারদিকের হাহাকার ধ্বনি এই সময়ের বাংলাদেশে তুমুল আর্তনাদ। সবচেয়ে ভয়াবহ সংক্রমণ। মানুষ মানুষের কাজে গিয়ে ঘাড়ে হাত রাখতে পারছে না। বুকে জড়িয়ে ধরতে পারছে না। এমন কি হাতে হাত মেলাতে পারছে না। কেউ আক্রান্ত হলে তাকে দূরে রাখতে হচ্ছে। এমনকি মৃত্যুবরণ করলে তাকে দাফন করার সাহস পাচ্ছে না। এমনই অমানবিক পরিস্থিতি আজকের বাংলাদেশে বিরাজ করছে।

এই পরিস্থিতিতে মানবিক বোধের চেতনায় নিজেদের উজ্জীবিত করেছে আমাদের পুলিশ ভাইয়েরা। শুধু চাকরির সূত্রে নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে কর্তব্য পালন মাত্র নয়। বোঝা যায় তারা মানবদরদী মানসিকতায় জীবনের টানে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। যারা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যেতে পারছে না। তাদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন। যারা স্বজনের লাশ রাস্তার পাশে ফেলে রেখে চলে গেছে সে লাশ কবরস্থ করেছেন। মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব পালন করেছেন। সুস্থ থাকার নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিয়েছেন। একটি সময়ের দুর্যোগকে আমাদের পুলিশ ভাইয়েরা মোকাবেলা করেছেন সচেতন মানবিক বোধে। মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন দুর্যোগ মোকাবেলার কঠোর নিয়ন্ত্রক হয়ে। সাধারণ মানুষেরা তাঁদের কাছে নিজেদের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেবে বুঝে নিতে সহায়তা পেয়েছেন। তাঁরা বিন্দুমাত্র বোধের সুযোগকে উপেক্ষা না করে শহরের রাস্তা থেকে ঘরের ভেতর পর্যন্ত সমান্তরালভাবে দেখেছেন। মানুষকে আপনবোধে ঢুকিয়ে দিয়ে বলছেন, সতর্ক থাকুন সুস্থ থাকুন। করোনার অদৃশ্য ভাইরাস আপনাদের শরীরে বাসা বাঁধতে যেন না পারে। আপনার অসাবধানতার সুযোগ যেন করোনা ভাইরাস গ্রহণ করে নিজের কাজে না লাগায়। আজকের দিনের এই ভয়াবহ মহামারীতে আপনাদের পাশে আছি ভয় পেয়ে কাউকে যদি দাফন করার সাহস হারিয়ে ফেলেন তবে সে মরদেহ আমরা দাফন করব যত্নে, আন্তরিকতায়, মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে থাকার চিন্তায়। মনে করবেন মহামারীর দুঃসময়কে আমরা জয় করবই। কখনো পরাজিত হব না। যেটুকু মহামারীর নিয়মে ঘটবে তাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করব না। কোন কাজ ফেলে রাখব না। আপনারা না পারলে আমরা ঘাড়ে তুলে নেব। মনে রাখবেন আপনার সমাজের নিয়ম বিফল হতে দেব না। মানুষ

হিসেবে জয় আমাদের হবেই। এমন কথা শুনে করোনা আক্রান্ত কাশেম আলিরা বলে, আমি মৃত্যু পর্যন্ত আপনার এই কথাগুলো মাথায় করে রাখব। আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েদের বলব, দেখো এই মহামারীর সময়ে তারা আমাদের সামনে সাহসী বীর। তারা আমাদের সামনে মহান মানুষ। সাবাস পুলিশ ভাইয়েরা সাবাস। আপনাদের এমন সহজ মনুষ্যত্ববোধ কাছে মানুষের সামনে বড় শিক্ষা। আপনাদের মতো করে শিখতে হবে সবাইকে।

শেরপুরের একজন পুলিশ ভাই, কৃষকদের ধান কাটায় সহযোগিতা দিয়েছেন। নিজেও ক্ষেতে গিয়ে ধান কেটেছেন। মানুষের ধানের গোলা শূন্য হতে দিবেন না একথা বলেছেন। মহামারীর পরে এ দেশে কিছুতেই দুর্ভিক্ষ ঢুকতে পারবে না। এমন কথা সবাইকে বলেছেন। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে আমরা পেট ভরে ভাত খেয়ে সবাইকে বলব, চলো জুম্মার নামাজ পড়ি। আল্লাহর কাছে শোকর গুজারি করি। ঈদগাহে কোলাকুলি করার দিন ফিরিয়ে আনব। আমাদের পুলিশ ভাইয়েরা ব্রত নিয়েছেন যে মহামারী আর দুর্ভিক্ষ একসঙ্গে যুক্ত হবে না। মহামারীর সময় কেটে গেলে সবার জীবন আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। তাঁরা নিজেরা করোনা আক্রান্ত হয়েও ভয়ে পিছিয়ে থাকেন না। তাঁদের মৃত্যু সবার কাছে গৌরব অর্জনের, পরাজিত মানুষ হওয়ার নয়।

পুলিশ ভাইদের এই মানবিক চিন্তা পুরো সমাজকে অনুপ্রাণিত করুক। আমরা সবাই সবার পাশে দাঁড়াই। শুভবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক মানুষ। পুলিশ ভাইদের মানবিক চেতনা যেন পুরো সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে এই প্রত্যাশা আমাদের সবার। প্রত্যেকে নিজেদের জায়গা থেকে এগিয়ে আসুক। গড়ে উঠুক সমাজের জাগরণের চেতনা।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক

ডিটেকটিভ জুলাই সংখ্যা ২০২০ থেকে পুনর্মুদ্রিত

Role of Rangpur Metropolitan Police in
Corona (COVID-19) Pandemic

Md. Mohidul Islam

Corona viruses are a group of related RNA viruses that cause diseases in mammals and birds. In humans and birds, they cause respiratory tract infections that can range from mild to lethal. Mild illnesses in humans include some cases of the common cold (which is also caused by other viruses, predominantly rhinoviruses), while more lethal varieties can cause SARS, MERS, and COVID-19. In cows and pigs they cause diarrhea, while in mice they cause hepatitis and encephalomyelitis. There are as yet no vaccines or antiviral drugs to prevent or treat human coronavirus infections.

Coronavirus Evolution

The name "coronavirus" is derived from Latin corona, meaning "crown" or "wreath", itself a borrowing from Greek korṓnē, "garland, wreath"

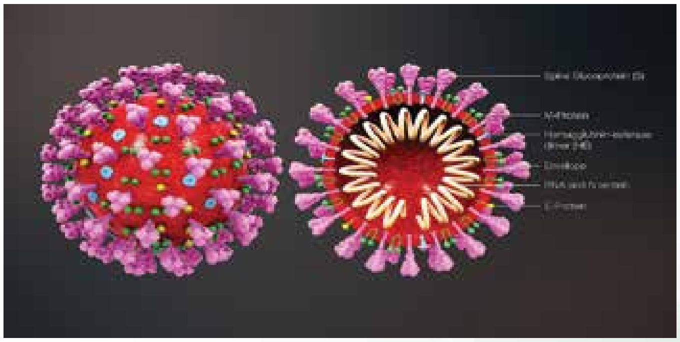

Scientists first identified a human coronavirus in 1965 and named them after their crown-like appearance. It usually causes a common cold.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19)

In December 2019, a pneumonia outbreak was reported in Wuhan, China. On 31 December

2019, the outbreak was traced to a novel strain of coronavirus which was given the interim name 2019-nCoV by the World Health Organization (WHO) later renamed SARS-CoV-2 by the International Committee on Taxonomy of Viruses. The Corona (COVID-19) pandemic has resulted in travel restrictions and nationwide lockdowns in many countries.

Prevention and treatment

There are no vaccines or antiviral drugs to prevent or treat human coronavirus infections. Treatment is only supportive. A number of antiviral targets have been identified such as viral proteases, polymerases, and entry proteins. Drugs are in development which target these proteins and the different steps of viral replication. A number of vaccines using different methods are also under development for different human coronaviruses.

Essential role played by RPMP police in corona (COVID-19) pandemic for safety of people

At the very outset of Corona (Covid-19) virus spread in Bangladesh immediate after 8 March 2020 the first Corona Virus infective detection, hon'able police commissioner of Rangpur Metropolitan Police could perceive the severity of Corona Virus that it is going to engulf the whole humanity like dragon fire.

If people are not aware of this fire, they would obviously burn to ashes in this worldly wide crisis termed as Corona pandemic by WHO.

Ten (10) lac masks and one (01) lac leaflets distribution by Police Commissioner, RPMP for awareness building among mass people at the very early stage of corona outbreak

Police Commissioner Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM realized the dire situation proceeding to people irrespective of caste, class, religion, male, female, rich, poor etc. He felt the urgency to aware people to adopt preventive measures. So he managed to print 1 (one) lakh leaflets on Corona Virus (Covid-19) regarding Corona Virus, its characteristics, symptoms, effects, prevention etc under Community Policing Rangpur Metropolitan Committee alongside 10 (ten lakh) masks a mammoth volume with the help of Karuponno. This awareness building, humane and social service activities started with an opening with the presence of hon'able police commissioner Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM, community policing members, local elites, businessmen, media personnel etc. It was illuminating which arrested the eyes of people. It cast an immense impact on the society, mass people and media. It encouragedpeo-ple and all walks of life to come forward with whatever ability and resources they have to help people. Days later on, members of electronic and print media focused the news, views and columnson this magnanimous issue. It not only stimulated the people of Rangpur Metropolitan area but sensitized the whole country and we noticed Govt. officials, departments, political

leaders, businessmen, social organizations, NGOs, solvent people of the society came forward for welfare of destitute people. We did not see the Independence War, freedom fighting but whatever the knowledge and reading we have about the great freedom fight, the brave freedom fighters fought shoulder by shoulder; we see almost same patriotic fervor and spirit of our countrymen to help others to win over the deadly corona crisis.

The ten lakh masks were distributed at the preliminary stages in schools, colleges, bus stops, streets, markets, social organizations, offices and in the units of Rangpur Metropolitan Police. Awareness building leaflets were distributed among students, teachers, rickshaw pullers, hawkers, peddlers, villagers etc. It is not the stop here but still a continuation.

Relief materials including rice, pulses, soaps, salt, oil etc. equivalent to approximately taka more than (10) ten lakh provided to the poor and marginalized by Police Commissioner, RPMP

When Corona Pandemic began to spread, Government got confronted with this enemyutterly unknown. So to speak, there was no knowledge as to how it would behave and what havoc it might cause. So, state had to gear up in a war footing. To tackle the worsening Corona Virus situation at preliminary stage, Govt. declared general holidays from March 26, 2020 and then extended it until April 25, 2020 to curb the virus transmission.

Govt. also asked people to stay indoors, not to go out without emergency needs and maintain social distancing when they are out. Due to restrictions on movement and complete closure on the daily activities except opening of shops of food items, medicines, emergency service, agricultural goods etc. all other activities went on lockdown and it disrupted the life and livelihood of our low- income and destitute people,peasants, labor, rickshaw van pullers, hawkers peddlers, transport helpers, drivers and others likewise. In such a situation the vulnerable segment of society began to fumble to earn their livelihood. In such a deadly crisis Rangpur

Metropolitan Police particularly I can't but mention the blessed name hon'able Police Commissioner Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM came out to offset the helplessness of people living in Rangpur Metropolitan areas. Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM managed to amass various relief materials including rice, pulses, soaps, salt, oil etc. worth of approximately taka more than 10 (ten lakh) lac and provided those to the poor and marginalized to help them cope with the Corona Pandemic situation. In relief distribution program community policing Rangpur Metropolitan committee's about 110 members, RPMP six Police Station community policing committees, officer-in-charges of RPMP six Police Stations and senior officers of Rangpur Metropolitan Police were involved.

Food items distributed to Imam and Muazzin of nearly 600 mosques in RPMP AoR

These relief materials reached every nook and corners of Rangpur Metropolitan areas. Normally mosques, temples, shrines, orphanages escape our eyes. When lockdown situation was prevailing, more than one thousand Imam and Muazzin of the mosques situated in 6 police stations of Rangpur Metropolitan Police were given aid to heal their sufferings by Police Commissioner Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM.

Food products incorporating rice, edible oil, sugar, pulses, soap etc. aided to members of Referee Association, Rangpur.

We have seen Police Commissioner, RPMP, Rangpur Mr. Alim Mahmud BPM working unabashedly, multi-dimensionally and in innovative ways to introspect into all around who standby us. He sends food items to members of Referee association, Rangpur. It casts an impression of a competent leadership to see how he remembers and unites all to overcome such precarious situation.

'Manobater Bandhone Rangpur' and its role in Corona pandemic session side by side with Rangpur Metropolitan Police particularly in providing improved diet to the orphan children and destitute people.

Rangpur Metropolitan Police is a newly born Metropolitan unit in Bangladesh Police. On 16 September 2018 hon'able Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated it by video conferencing from Gonobhabon. Within a short span of time hon'able Police Commissioner, RPMP, Rangpur Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM gave birth to an organization name `Manobater Bandhone Rangpur' with his charismatic ideas. It is nothing but an organization of human service (Manobater feriwala) i.e. a roundsman of humanity. This organization works on the orphans, orphanage, helpless and the distressed. During this Covid-19 pandemic, food materials and meals were provided with special care to them.

`Manobater Bandhone Rangpur' founded by hon'able Police Commissioner, RPMP Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM is a unique organization to foster humanity. Newspapers and TV channels many a time cast features on it and most often we see interview of Police Commissioner, RPMP Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM in channels like Independent, Mas-ranga, News24, Jamuna etc.

The extra ordinary innovative ideas of founding such an humane organization with the help of Restaurant Malik Samity, Rangpur for providing improved diet to the orphan children in orphanage and its successful establishment has spelt bound the people of Rangpur as well as the countrymen with its excellence. During the strict lockdown providing food and other health protective equipment like mask, sanitizer etc. to the orphans helped them think that they are not alone and helpless. This unwavering support under the banner of `Manobater Bandhone Rangpur' by RPMP particularly Police Commissioner has taken the image and familiarity of Rangpur Metropolitan Police to an extreme height.

Eid (Eid-ul-Fitr) items surrounding rice, sugar, milk, vermicelli, oil etc distributed by Police Commissioner, RPMP to 4th class employees and outsourcing employees of RPMP.

During Eid-ul-Fitr one of the greatest religious festivals of the muslim world, food items were distributed to the 4th class employees and persons engaged in RPMP through outsourcing. In such numerous ways, welfare of 4th class and outsourcing employees are being backed up so that they feel, their service is not unaccounted for and theyare united like a family in such a devastating corona pandemic.

During Corona (COVID-19) crisis poverty haunts extreme the hawkers, peddlers, rickshaw pullers and relief material aid extended to them by Police Commissioner under banner of RPMP

During the restrictions on staying at home and not to go out without emergency in lockdown, the hawkers and peddlers fall preys to dire crisis to earn their day meal, Police Commissioner, RPMP, Rangpur Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM sent packages of food material to support about 500 hounded hawkers and peddlers. On behalf of Police Commissioner, RPMP, Rangpur. Md. Mohidul Islam, Deputy Police Commissioner (HQ and Admin) along with traffic police personnel distributed the reliefs to them in Zila Parishad community hall premise.

'Home Delivery Service' an innovative and humane strategy to provide service to metropolitan dwellers introduced by RPMP particularly by Police Commissioner

As govt. directives lay down to stay indoors and not to venture out of homes without unavoidable emergency reason, mass people particularly women fell in problem in purchasing their daily necessary commodities. Police Commissioner, RPMP, Rangpur Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM dug out such an clandestine issue to help people stay at home starting a 'home delivery service'with 40 (fourty) Auto Easy Bikes carrying stickers of Rangpur Metropolitan Police written **'Home Delivery Service, Mobile no. of Auto driver, RPMP control room no'**. Such way hon'able Police Commissioner has transfigured the whole Metropolitan city into a family with such benevolent and innovative thoughts. Commitment to serve people has helped Rangpur Metropolitan Police to earn the confidence of

people. He has made Rangpur Metropolitan Police pro-people, responsive and mannered such as to reach its excellence. Now Rangpur Metropolitan Police is ‘police of people’.

Concerted efforts and preparedness of RPMP police for enforcement of lockdown.

During this deadly corona virus (covid-19) outbreak not only Rangpur Metropolitan Police but also the whole Bangladesh Police have been going under multi-dimensional stresses as to mention; law and order maintaining, enforcement, implementation of Govt. directives to stay people at home, ban on movement of people and public transports, to maintain health directives in markets, public places, transports, bus terminals, convincing people to wear mask, maintain social distance and health rules. To carry out such multi-faceted tasks, till date 167 members of Rangpur Metropolitan Police have got infected.

Hon’able Police Commissioner Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM has always expressed his grave concerns and called upon RPMP police members to be cautious of their personal safety during duties. Like an ideal guardian he always expresses deep concerns over protection of RPMP police members.

RPMP Members who have got affected by corona virus (COVID-19) provided with fruits specially rich in Vitamin-C from Police Commissioner

Despite all the concerted efforts, those who have been infected, hon’able police commissioner has passed directions for providing money, medicines, fruits, food, lodging, washing, other amenities and repeated testing for their wellbeing. It has given rise to heighten mental strength of forces without a little psychological breakdown to win corona phobia which proves out of 167 infected 122 members’ quick come round and the rest are without least complicacies.

Implementation of Government directives for maintaining social distancing, health rules and ensuring home-quarantine by RPMP.

Rangpur Metropolitan Police under the direct supervision of Police Commissioner as part of the government's frontline staff, has been playing a pro-active role since the early outbreak of coronavirus in convincing people about government directives to maintain social distancing as well as home-quarantine particularly by overseas returnees in a bid to curb the deadly coronavirus, apart from maintaining the law and order. For successful accomplishment of this task Police Commissioner altogether with his senior official left no stone unturned for motivating and encouraging forces with his corporeal presence amid them.

In addition, RPMP police are disinfecting streets, assisting working people to ensure social distancing in lockdown, taking people to hospitals for treatment and locating people who have escaped quarantine, even amid the risks of making them (RPMP Police personnel) likely vulnerable to the virus though they have not been provided with the adequate safety equipment at the earlier stage.

Sources at the Police Headquarters said over 2 lakh members of Bangladesh Police have worked long since relentlessly from the very beginning as per the government's directives to tackle the situation.

The government announced general holidays from March 26 until April 4 in the first phase and later extended it asking people to stay at home and maintain social distancing and overseas returnees to be in compulsory 14-day home-quarantine to check the coronavirus spread as Bangladesh is a densely-populated country. RPMP police personnel have operated door-to-door visits to find out overseas returnees and keep them in home-quarantine apart from ensuring that people maintain social distancing. RPMP has efficiently carried out directives time to time passed by the government.

Use of Water Canon for spraying disinfectants in various roads and areas in metropolitan city by RPMP for reducing the transmission of infection of Corona viruses

Police Commissioner, RPMP at the very beginning of corona outbreak thinking about the welfare and safety of metropolitan dwellers, raised the issue of disinfecting various roads, premises of offices and open space in the town. As there is few spraying vehicles in Rangpur City Corporation, he has given direction to operate RPMP water canon for spraying disinfectant in different areas alongside creating awareness among people about coronavirus.

Day & night long duties of RPMP personnel and strict supervision of senior officers to stop movement of people and vehicles, exert legal action to stay people at home by RPMP

Rangpur Metropolitan Police (RPMP) has intensified efforts to make sure people stay indoors and do not venture out of their homes without emergency reasons to limit the transmission of highly infectious corona virus.

A number vehicles and people have already been fined under Infectious Diseases (Prevention, Control and Elimination) Act 2018 since the government declared general holidays from March 26, against those who came out with vehicles without valid reasons.

As the number of confirmed coronavirus cases and fatalities continued to rise, the government announced strict restrictions on movement and declared the whole country as 'vulnerable-to-infection' zone. Complete lockdown was implemented by RPMP and to do that RPMP police had to undergo laborious tasks, ample stresses and had to go tough against those who defied the government order.

24/7 hr 25 Check-posts deployment of RPMP police forces and their facilitation by Police Commissioner supplying biscuits, Tea, hot water, improved quality flaks, one time glass, plates etc. to comfort them

To carry out government restrictions on movement and ban on public transports i.e the lock-down, Rangpur Metropolitan police have taken various programs. Nearly 25 check-posts were installed for 24/7 hrs to control traffic for not allowing in and out from metropolitan areas.To facilitate the police members deployed in duties in those check-posts Police Commissioner Mr. Abdul Alim Mahmud BPM directed to ensure the supply them food, biscuits, Tea, hot water, improved quality flaks, one time glass and plates for smooth and comfortable operation of duties for strict enforcement of lockdown.

Lifting ban on public transport by the government and initiatives of RPMP for carrying out govt. guidelines to maintain rules of hygiene for transport workers, owners and passengers

When government took decision to lift ban on public transports issuing order to maintain health rules declared by Health ministry, bus fare, passenger-seats ratio etc. guidelines proclaimed by Communication ministry, RPMP Police Commissioner discovered various innovative ideas to carry out those instructions and orders. He ensured 100% enforcement of those circulars and directions for welfare of mass people without any extra fare claim, harassment of passengers, picking subscription from transports, keeping hand sanitizer, mask, retaining social distance, disinfecting the vehicles etc.

For awareness building he made arrangement for leaflets, posters, banners etc. very common to see hanging in bus stops, terminals and every corners of the town. RPMP police members frequently distribute the leaflets for awareness of the mass people, passengers and people connected to transport sectors for their safety and security.

Proposal of Police Commissioner, RPMP an extraordinary innovative idea to hon'able Inspector General, Bangladesh Police for using full sleeve shirt of uniform and raincoat alternative to PPE for better protection of corona infection in duties

Corona virus has posed deadly threat to human life at its initial pace of spread. Doctor, physicians, nurses even the scientists could not assess the behavior and its intensity of harm. No, drug, no medicine, no test, only social distancing, masking, washing, insectisiding, sanitizing etc. are measures to prevent transmission of the Covid-19 virus.

Not long ago when COVID-19 was raging worldwide and likewise the whole world, Bangladesh was facing the epidemic challenge with scarcity of health protectives, medical masks, personal protective equipment (PPE), testing reagents, goggles, disinfectants, sanitizer, face shield, thermal scanner etc.

Bangladesh police as front line fighters of Covid-19 were urgently needed those protective supplies but due to lack of availability of those medical supplies, Police personnel seemed to be vulnerable to contracting coronavirus while working in the field to ensure people's safety

amid a lack of adequate safety equipment.

In this juncture, it is Mr Md. Abdul Alim Mahmud BPM, Police Commissioner, RPMP erupted with an extraordinary innovative thought to use full sleeve shirt of uniform and raincoat alternative to PPE for better protection. He proposed to hon'able Inspector General, Bangladesh Police if it is preferable to use full sleeve shirt and raincoat in duties by the police personnel countywide and later on PHQ passed orders for using full sleeve shirt and raincoats while discharging duties during corona pandemic. By this exceptional idea, he not only saves RPMP police but also the whole police family.

RPMP Police members wear raincoats as protective equipment while patrolling the streets during the nationwide lockdown as a preventive measure against the Coronavirus outbreak.

Producing hand sanitizer, collecting face shields, masks, PPEs etc. by RPMP under the guidance of Police Commissioner

For personal safety of the RPMP members beyond the supply of Police Headquarters, Dhaka, several times hand sanitizer, mask, soaps, disinfecting spray, spray machines, basin for hand wash, disinfectant items, hand gloves, thermal scanners etc. have been purchased from RPMP budget.

Hon'able Police Commissioner possesses a countrywide familiarity and as result of it, he earns a lot of supports of PPEs, hand sanitizers, Bleaching power, masks, hand gloves, soaps, goggles, face shield etc. in larger volume from different organizations, companies, corporate groups, overseas association, businessmen, industrialists, NGOs and various social institutes. Due to his personal engagement and communication, RPMP gets approximately 2000 pcs of face shields as donation and these face shields are very effective for personal protection from corona virus contract as police members are highly vulnerable to transmission of corona virus during duties. Each members of RPMP gets these personal and health protective items several times. In addition, Police Commissioner, RPMP takes initiatives to prepare sanitizers by RPMP's own arrangement with help of his under commands. It is an exceptional and courageous step which earns appreciations from everywhere. RPMP police members are highly satisfied with corona outbreak management of hon'able police Commissioner without any inconvenience of shortage of any protective goods and equipment.

Donation of medical supplies to Police Commissioner, Rangpur Metropolitan Police by Overseas Chinese Association in Bangladesh (OCAIB)

Overseas Chinese Association in Bangladesh (OCAIB) has made donations of medical supplies to support Bangladesh Police in fighting COVID-19 in the country as China has been a trusted friend of Bangladesh for a long time.

The supplies including medical masks, medical protective clothing and testing reagents, were handed over to Inspector General of Bangladesh Police Mohammad Javed Patwary by President of the Overseas Chinese Association in Bangladesh Zhuang Lifeng.

Name, fame and confidence often surpasses institute which happened in case of Mr. Md Abdul Alim Mahmud BPM. It is only the single unit after Police Headquarters, Dhaka that receives the donation of health protective due to personal relation from Overseas Chinese Association in Bangladesh (OCAIB).

RPMP police personnel are very much delighted and feel honored to receive such a token of friendship as font line Covid-19 fighters.

RPMP's monitoring on OMS rice sale scheme for suspending irregularities and corruption

The government began open market sale (OMS) initiative under the OMS scheme in cities across 64 districts on 5 April, 2020, coarse rice (boro) was sold to low-income households at just Tk10 per kg in corona pandemic to support low-income people.

The Ministry of Food formed a guideline for OMS rice distribution, but it was not functioning properly due to irregularities and corruption. Public representatives or officials are involved in corruption and irregularities even amid the Covid-19 pandemic.

According to the guideline, the rice would be sold after lists of people in need are made with the help of local representatives, such as councilors.

Police Commissioner RPMP Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM acquainted with name and fame for his sky-height image of honesty, integrity and humanity raised the issue of transparency in listing those who deserve to be facilitated and listed. For greater advantages of

the destitute people, he made the meeting consensus for cross check the list by Officer-in-charge of the concerned police station. It has indeed empowered officer-in-charge and simultaneously dignified them.

The general holiday from March 26 took away work from a lot of people who were dependent on their daily income, such as day laborers, rickshaw and van pullers, transport workers, restaurant staff, hawkers, tea stall owners and others. These people were eligible for the OMS facility.

Police Commissioner RPMP to ensure transparency and facilitate the poor in OMS rice sale deployed a number of police teams for smooth distribution maintaining social distance and stopping irregularities. A number criminal cases were filed in RPMP Police stations against the dealers and their cohorts who got involved in OMS rice misappropriation.

Stern action by RPMP against irregularities on TCB products selling

As corona pandemic concerns were growing up, demand of TCB products was amassing. Irregularities surrounding TCB goods were getting vivid. The dealers without selling products in outlets or trucks, they were hoarding in their warehouse and selling in black markets. So objectives of the government to facilitate the distressed are going in vain even in this pandemic.

To implement the government's will to feed vulnerable people TCB products at subsidized rate, Police commissioner, RPMP Mr. Alim Mahmud BPM has gone on stern actions against misappropriation and irregularities. A number of cases have been filed against several dealers for unauthorized selling and hoarding TCB goods in warehouse without selling to poor and destitute people. A large volume of TCB oil, lentils, sugar was seized from several TCB dealers by RPMP DB police particularly. Electronic and print media specially the TV channels cast series of news on the confiscation of TCB products by Rangpur Metropolitan Police and this incident has helped the whole country cast eye on TCB.

Following this irregularities and corruption in TCB products detected by RPMP, Commerce Minister ordered to take stern action against those involved in the irregularities as per the law and on April 7, 2020 TCB issued an order requesting the divisional, district and upazila level administration side by side the Directorate of National Consumer Rights Protection, police and RAB to send the allegation of irregularities to the head office of the TCB stating stern action would be taken against the dealers and concerned persons if their alleged incidents of irregularities are published in the media.

On 4 April 2020, Detective Branch, Rangpur Metropolitan Police reportedly arrested five students for spreading rumors under the ‘Digital Security Act, 2018 about COVID-19infection and its casualty on Facebook containing false and misleading posts on death of a person by corona infection in Dhap, Rangpur. This message was totally baseless and ill-motive driven enough to cause anarchy in the society. It was a rumor – there was no corona virus-affected patient in Dhap area. Police Commissioner RPMP kept eye on rumors and finding such posts directed DB police to arrest and proceed legal suit against those who were engaged in alleged allegations. In this connection, a case was filed in Kotwali PS, RPMP case no. 05, dated: 4 April 2020 under the ‘Digital Security Act, 2018’.

For maintaining social distancing in the market, initiatives of Police Commissioner, RPMP for shifting temporary vegetable markets, fruit shops, separate entrance & exit and eviction of illegally occupied space in front of city market

In the front of city market of Rangpur Metropolitan, we have seen the existence of illegal occupation for more than thirty years. In this time being, many initiatives have been taken to remove the shabby and temporary installations of fruit selling and green vegetable markets but all effort went undone. It is the time with cause of corona spread when Police Commissioner Mr. Abdul Alim Mahmud BPM strikes the iron when it is hot raising the government directives for retaining transmission, maintaining social distance and health rules in the corona pandemic. The operation successfully ends with the direct physical supervision of hon’able Police Commissioner accompanied by Mayor, Rangpur City Corporation, Divisional Commissioner, Rangpur and District administration, Rangpur. Local elites, public representatives, government officials, business society and media personnel praise the initiatives. It fosters the honesty, integrity, firmness and commitment of Rangpur Metropolitan Police to serve people which has earned sky-up image and honor for RPMP police family.

Eviction of illegally built structures occupying pavements of Highway in 'the Medical More' with a view to implementing government directives related to health issues for restraining Corona transmission.

Illegally made medical mor bus stop has been running for about 20 years. Even after repeated efforts for removing the bus stop from this busiest spot could not be done due to interest of various vested corners. The removing of this illegally run bus stops from Medical more is an astonishing success of RPMP and the best example of honesty, courage and dedication of professional excellence shown by Police Commissioner, RPMP Mr. Md. Abdul Alim Mahmud BPM.

Finally, it needs mentioning that Rangpur Metropolitan Police since its inauguration on 16 September, 2018 has earned the confidence of people through its dedicated works for betterment. In addition to ensure law and order, protect life and property of people, RPMP police are very much concerned with well and woes of people. They are motivated to serve people with sanctity along with accomplishment of ample social and benevolent works. Thereby, RPMP police have proved their excellence and stood out as people's tested friends within a short course of time one and half a year of its birth. Again Rangpur Metropolitan Police scores the highest in the corona pandemic standing by people with food, medicine, masks, testing reagents, daily necessities and course of actions for retraining COVID-19 spread risking their own life even under the competent leadership of Police Commissioner, RPMP Md. Abdul Alim Mahmud BPM.

In order to prevent the spread of the deadly corona virus countrywide, like members of various police units of Bangladesh, RPMP police under the magnificent guidance of honorable police commissioner Md. Abdul Alim Mahmud BPM have worked relentlessly in multi-dimensional and innovative ways to stay people at home, implement lockdown, maintain social distance etc. in addition to implementing specific action plans Corona 'SOP' prepared by the Police Headquarters in coordination with government directives.

In the face of this crisis countrywide as well as worldwide, the positive activities of RPMP police have been published in the media that has motivated and encouraged police personnel constantly working for welfare of people.

Thanks to media including print and electronic for extending their unwavering support to RPMP police publishing news and reports about various actions taken by RPMP surrounding corona virus infections. Bangladesh police are the tested friends of people as they have proved their patriotism and excellence in each national crisis from the great Independence war to present corona pandemic. Rangpur Metropolitan Police like Bangladesh Police hopes that, not only in case of corona virus but also whenever the country needs it, this cooperation will continue in future.

Deputy Police Commissioner (HQ and Admin)
Rangpur Metropolitan Police, Rangpur

করোনায় আরপিএমপি'র কার্যক্রম

করোনায় আরপিএমপি'র কার্যক্রম

করোনায় আরপিএমপি'র কার্যক্রম

করোনায় আরপিএমপি'র কার্যক্রম

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগের গত এক বছরের

অর্জন ও সাফল্য

মোঃ শহিদুল্লাহ কাওছার পিপিএম-সেবা

সূচনালগ্ন থেকেই রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ শৃঙ্খলা, আস্থা, প্রগতি- মূলমন্ত্রকে ধারণ করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নিশ্চিত করে যাচ্ছে। সকলের জন্য একটি নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও বসবাসযোগ্য নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি সদস্য। একই ধারাবাহিকতায় গত ০১ বছরেও মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদসহ সর্বপ্রকার অপরাধমুক্ত একটি মডেল নগরী গড়ার প্রত্যয়ে পুলিশ কমিশনারের বুদ্ধিদীপ্ত ও গতিশীল নেতৃত্বে সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগের কার্যক্রম। রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় নিশ্ছিদ্র ও নিরবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তা, সন্ত্রাস, মাদক, জঙ্গীবাদ এবং অপরাধমুক্ত শান্তিময় ও সমৃদ্ধ নগর গড়ার প্রয়াসে নিবেদিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। ইতোমধ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন, অপরাধ নিবারণ, জনসেবা ও জননিরাপত্তায় ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। যা নগরবাসীসহ দেশবাসীর নজর কেড়েছে। গত ০১ বছরে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগের ৩টি জোনের অধীন ৬ টি থানায় ১০০৭টি মামলা রুজু হয়েছে, এর মধ্যে ৭৮৩ টি মামলার তদন্ত সমাপ্ত করে নিস্পত্তি করাসহ ১২০১জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ০১ বছরে ৬ টি থানায় মোট ১৫৩৮ টি জিআর ওয়ারেন্ট, ৮৫৩ টি সিআর ওয়ারেন্ট ও ১০৭ টি সাজা ওয়ারেন্ট (জিআর ও সিআর) নিস্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়াও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও উদ্ভূত নানা ধরণের আইনগত সমস্যা প্রতিকারের লক্ষ্যে মোট ১৮৩০ টি Non-FIR প্রসিকিউশন দাখিল করা হয়েছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ রংপুর গত ০১/০৯/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩১/০৮/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য উদ্ধার

ক্রমিক নং	মামলার সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের নাম	পরিমাণ (কেজি/লিটার/পিস)	মোট মূল্য
১	২	৩	৪	৫
১।	৬৪১	ইয়াবা	১১,১৮৩ পিস	৩৩,৫৪,৯০০/-
২।		গাঁজা	৩৫৫ কেজি ৬৫৭ গ্রাম	৩৪,৬৪,২০০/-
৩।		হিরোইন	১৯৬.৯২ গ্রাম	১৩,৫৫,০০০/-
৪।		ফেন্সিডিল	৭৯০ বোতল (৫০০ মিলি)	৭,৯০,০০০/-
৫।		চোলাই মদ	২৬৯ লিটার	১,৩৪,৫০০/-
৬।		স্প্রিট	১৮৫ লিটার	৩,৭০,০০০/-
৭।		ওয়াস	৫৩০০ লিটার	১৪,৬২,৬০০/-
৮।		বিদেশী মদ	১৪ লিটার	৬৩,০০০/-

গত ১৭/০৯/২০১৯খ্রিঃ হতে ৩১/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ মামলা এবং পুলিশী কার্যক্রম এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কোতয়ালী থানার বহুল অলোচিত চাঞ্চল্যকর ঢাকার ব্যবসায়ী তোশারফ হোসেন পপি অপহরণ ও হত্যা মামলা

অপহরণপূর্বক হত্যা মামলার ভিকটিম ঢাকার ব্যবসায়ী তোশারফ হোসেন পপির মৃতদেহ উদ্ধার, অপহরণ ও হত্যার সাথে জড়িত আসামীদের গ্রেফতার, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান এবং মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়।

বহুল আলোচিত চাঞ্চল্যকর মামলাটি জনাব মো: শহিদুল্লাহ কাওছার পিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার অপরাধ তদন্ত করেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় যে, ভিকটিম তোশারফ হোসেন পপি গত ১০/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা থেকে রংপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এরপর গত ১১/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

মামলাটি রুজু হওয়ার পর মামলার রহস্য মূল উদ্‌ঘাটনের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযান টিম নিয়ে বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে অপরাধের সাথে জড়িত ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত ০৩ জন আসামীকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। গ্রেফতারকৃত কনস্টেবল রবিউল ইসলাম এবং অপর আসামী বিপুল কুমার রায়ের দেওয়া তথ্যমতে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানাধীন এলাকায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে অভিযান পরিচালনা করে ভিকটিম তোশারফ হোসেন পপির মৃতদেহ অপহরণের ০৮ দিন পর গত ১৯/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে হাজার হাজার গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে বসন্তপুর গ্রামের আখ ক্ষেতের পশ্চিম পাশে জনৈক মিজানুর রহমানের জমি খুড়ে হাত-পা ও মুখ বাধা অবস্থায় উদ্ধার করেন। ভিকটিমের ব্যবহৃত পোষাক, পাথরের আংটি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আলামত জব্দ করেন। উদ্ধারকৃত মৃতদেহ ভিকটিমের স্ত্রী এবং তার আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে সনাক্ত করেন। ভিকটিমের ভিসেরা নমুনা এবং ডিএনএ নমুনা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তদন্তকালে পরবর্তীতে গ্রেফতারকৃত আসামীদের নিয়ে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করে হত্যায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ আলামত চেতনা নাশক ঔষধ, হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র, লোহার রড ও ভিকটিমের চোরাইকৃত মোবাইল সেট উদ্ধার পূর্বক জব্দ করেন। পরবর্তীতে ঘটনার সাথে জড়িত আসামী কামরুজ্জামান @ লেবুকে গাজীপুর জেলা থেকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীকামরুজ্জামান @ লেবুর দেওয়া তথ্যমতে ঘটনার সাথে জড়িত আসামী মো: লোকমান হোসেন@বাবুকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামী কামরুজ্জামান @ লেবু বিজ্ঞ আদালতে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। অপরাধের সাথে জড়িত এজাহার নামীয় পলাতক আসামী মোঃ ফজলে রাব্বী, মোছাঃ লাবনী বেগম এবং মোঃ মহসিনসহ ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামী মোঃ ফজলে রাব্বী (২৬) এর নিকট হতে অপহরনে ব্যবহৃত একটি বাজাজ ডিসকভার মোটরসাইকেল উদ্ধারপূর্বক জব্দ করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামী মোঃ ফজলে রাব্বী হত্যার সহিত জড়িত থাকার বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন।

হাজিরহাট থানার অলোচিত ও চাঞ্চল্যকর ০৪ (চার) বছরের নিখোঁজ শিশু সন্তান মুজাহেদুল হত্যা মামলা

প্রাথমিক অনুসন্ধান ও তদন্তে জানা যায় যে, হাজিরহাট থানার শালমাড়া গ্রামের জনৈক হাফিজুল ইসলাম এর ০৪ বছরের শিশু সন্তান মুজাহেদুল গত ২৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ সময় অনুমানিক ১৮.০০ ঘটিকায় নিখোঁজ হন। নিঁখোজ শিশু সন্তানের পিতা ও আত্মীয়-স্বজন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজা-খুঁজি করে না পেয়ে তার পিতা সেই দিন রাতেই হাজিরহাট থানায় নিখোঁজ সংক্রান্তে একটি জেনারেল ডায়েরী(জিডি) দায়ের করেন। অনুসন্ধানের একপর্যায়ে নিখোঁজ মুজাহেদুল এর মৃতদেহ গত ৩০/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ সকাল অনুমানিক ১০.০০ ঘটিকার সময় শালমাড়া গ্রামের বিলেরপাড় এলাকার বাশঁ ঝাড় হতে রক্তাক্ত ও জখমরত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ঘটনাস্থলে বিভিন্ন সাক্ষীদের নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যা সাথে জড়িত শিশু মোঃ আবির হোসেন (১৪), পিতা-মোঃ আমিরুল ইসলাম, সাং-পশ্চিম রাজেন্দ্রপুর শালমাড়া (বিলেরপাড়),

থানা-হাজিরহাট, মহানগর, রংপুর'কে সনাক্ত করে পুলিশী হেফাজতে নেন। তাকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে হত্যার প্রকৃত কারণ দ্রুত সময়ের মধ্যে উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন। অপরাধে জড়িত শিশু মোঃ আবির হোসেন (১৪) স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ আদালতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। তদন্তকালে ০১ জন সাক্ষীর ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়।

হাজিরহাট থানার আলোচিত ও চাঞ্চল্যকর শিশু পূর্ণিমা ধর্ষণ ও হত্যা মামলা

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের হাজিরহাট থানার অভিরাম মনোহর বাবুপাড়া এলাকায় জনৈক শ্রী ফটিক চন্দ্র রায় (৩৯) এর মেয়ে শ্রীমতি পূর্ণিমা রানী রায়@সুন্দরী। বয়স আনুমানিক ১৪ বছর, সে ৭ম শ্রেণিতে পড়াশুনা করত। আর্থিক অনটনের কারনে পূর্ণিমা তার ঠাকুরমার বাড়ীতে থাকত। গত ২৫/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল আনুমানিক ১১.৩০ ঘটিকার সময় হাজীরহাট থানা পুলিশকে জানানো হয় যে, ১৩ থেকে ১৪ বছরের পূর্ণিমা নামে একটি শিশু মেয়ে নিজের শয়ন ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যার বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত সংবাদ প্রাপ্তির পর আরপিএমপির অপরাধ বিভাগ পূর্ণিমার মৃত্যুর প্রকৃত কারন উদ্‌ঘাটনের জন্য নিবিড়ভাবে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রযুক্তিগত তথ্য ও গোপন সূত্রের মাধ্যমে অপরাধের সাথে জড়িত মূল আসামী সুরজিত চন্দ্র রায়@ সুজিত'কে সনাক্ত করা, মামলা রুজুর পূর্বেই ভিকটিমকে ধর্ষণ করা, গর্ভবতী হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলামত সংগ্রহ করেন ।

অপরাধের সাথে জড়িত আসামী সুরজিত চন্দ্র রায়@ সুজিত গত ০৮/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে অপরাধের সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৬৪ ধারায় স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। জবানবন্দি পর্যালোচনায় ”তিনি ভিকটিম পূর্নিমাকে পূর্বে একাধিকবার ধর্ষণ করার কারনে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ২৫/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ভিকটিমের বাড়ীতে কেউ না থাকার সুযোগে তার বাড়ীতে গিয়ে প্রথমে তাকে পুনরায় ধর্ষণ করেন। গর্ভবতী হওয়ার কথা তাকে জানালে এরপর বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে নিজেই ভিকটিমের মৃতদেহ ঘরের সিলিং এর সাথে ঝুলিয়ে রাখে এবং অপরাধের বিষয়টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন। সুষ্ঠু তদন্ত মাধ্যমে বহুল অলোচিত মামলার মূল আসামী সনাক্তকরণ, গ্রেফতার, গুরুত্বপূর্ণ আলামত সংগ্রহ, মোবাইল ফোন উদ্ধার এবং নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে বহুল আলোচিত শিশু পূর্নিমা ধর্ষণ, গর্ভবতী হওয়া ও হত্যার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়। ধর্ষণ এবং হত্যার প্রকৃত কারণ জানার পর ভিকটিমের পরিবার ও স্থানীয় লোকজন পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেন।

হারাগাছ থানার বহুল আলোচিত ও চাঞ্চল্যকর নিখোঁজ সুমন হত্যা মামলা

গত ১৭/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে হারাগাছ থানায় সারাই নিউ কসাইটারী গ্রামের মৃত আব্দুর রহিমের ছেলে সুমন নিখোঁজ হন। নিখোঁজের বিষয়ে সুমনের বড় ভাই হারাগাছ থানায় একটি জিডি করলে নিখোঁজের বিষয়টি সঠিকভাবে অনুসন্ধান করা হয়। নিরবিচ্ছিন্ন অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনুসন্ধান টিম হারাগাছ থানার স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় নিখোঁজ সুমনের অর্ধ গলিত লাশ হারাগাছ থানাধীন সারাই বায়তুল জামে মসজিদের পিছনের সেফটি ট্যাংক থেকে উদ্ধার করলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

মামলা রুজুর পর মামলাটি নিবিড়ভাবে তদন্ত করা হয়। তদন্তকালে সন্দেহজনক আসামীদের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে ঘটনার সহিত জড়িত মূল আসামীকে সনাক্ত করে অভিযান পরিচালনা করে হত্যার সাথে জড়িত মূল আসামীকে গ্রেফতার করা হয়।

ঘটনাস্থল হতে ভিকটিমের মাথার খুলির ও মগজের অংশ বিশেষ, রক্তমাখা মাটি, হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র, ভিকটিমের ব্যবহৃত স্যান্ডেল এবং চোরাইকৃত মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামী স্বেচ্ছায় ফৌঃকাঃবিঃ আইনের ১৬৪ ধারায় বিজ্ঞ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন।

তাজহাট থানার আলোচিত নিখোঁজ কবিরাজ মতি মিয়া অপহরন ও হত্যা মামলা

গত ১৫/০৯/২০১৯খ্রিঃ তারিখে তাজহাট থানার জনৈক কবিরাজ মতি মিয়া নিখোঁজ হলে এলাকায় চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়। ভিকটিমের পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় খোজ করেন কিন্তু তাকে না পেয়ে প্রথমে তাজহাট থানায় এ সংক্রান্তে জিডি করেন। বিষয়টি রহস্যজনক ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এ বিষয়ে নিবিড় অনুসন্ধান শুরু হয়। অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ গত ২২-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ঘাঘট নদী হতে উদ্ধারপূর্বক সনাক্ত করা হয়।

প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রযুক্তিগত তথ্য পর্যালোচনা মাধ্যমে অপরাধের সাথে জড়িত আসামীদের তাজহাট থানা অভিযান পরিচালনা করে অপহরন ও হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ০২ (দুই) জন আসামীকে গত ২৪/১১/২০১৯খ্রিঃ তারিখে গ্রেফতার করেন এবং গ্রেফতারকৃত আসামীদের নিবিরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, তারা জানায় নিখোঁজ কবিরাজকে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী অপহরণ করে হত্যা করেন এবং হত্যার পর তার লাশ ঘাঘট নদীতে লাশ ফেলে দিয়ে লাশ গুম করার চেষ্ঠা করেন। গ্রেফতারকৃত ০২ (দুই) জন আসামী স্বেচ্ছায় ফৌঃকাঃবিঃ আইনের ১৬৪ ধারায় অপহরণপূর্বক হত্যাকান্ডের সহিত জড়িত মর্মে বিজ্ঞ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন।

তাজহাট থানার আলোচিত রংপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রবীন আইনজীবী ও সাবেক এপিপি জনাব আসাদুল হক@ আসাদ এর নৃশংস হত্যা মামলা

গত ০৫/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখে দুপুর অনুমান ১৩:৪৫ ঘটিকায় তাজহাট থানার পাশে ধর্মদাস বার আউলিয়া গ্রামস্থ প্রবীন আইনজীবী ও সাবেক এপিপি আসাদুল হক@আসাদকে তার নিজ বাড়িতে নৃশংসহভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যার ঘটনা ব্যাপক অলোড়নের সৃষ্টি করে।হত্যার সংবাদ প্রাপ্তির পর রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের তাজহাট থানা পুলিশ দ্রুত ক্রাইমসিন পরিদর্শন করে হত্যাকান্ডে জড়িত মূল আসামী রতন মিয়াকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীকে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি জানান পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ধারালো চাকু দ্বারা প্রবীন আইনজীবী ও সাবেক এপিপি আসাদুল হক@ আসাদকে হত্যা করে এবং বাসা থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে আসামীর নিকট হতে চুরি যাওয়া ৭,৩১৭/- টাকা ও হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত চাকু উদ্ধার করা হয় ।আসামীর রক্তমাখা ফুলহাতা শার্ট এবং ট্রাউজার আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়। আসামীর দেয়া তথ্য মতে অপর সহযোগী আসামীকে দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেফতার করা হয়। হত্যা ও চুরির সাথে জড়িত আসামী- রতন মিয়া স্বেচ্ছায় ফৌঃকাঃবিঃ আইনের ১৬৪ ধারায় বিজ্ঞ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন।

কোতয়ালী থানার চাঞ্চল্যকর অবসরপ্রাপ্ত মহিলা অডিট কর্মকর্তার নৃশংস হত্যা মামলা

নিহত মোছাঃ আরজুমান বানু@মিনু রংপুর জেলার অবসরপ্রাপ্ত অডিট কর্মকর্তা ছিলেন। অবসরের পর তিনি নিজ বাড়িতে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন। গত ১৯/০৫/২০২০খ্রিঃ তারিখে সেহ্‌রীর পর অজ্ঞাতনামা আসামীগণ তাকে নিজ বাড়িতে নৃসংশভাবে হত্যা করে এবং ভিকটিমের ০২ টি মোবাইল ফোন চুরি করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে অজ্ঞাতনামা আসামী করে মামলাটি রুজু হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামী আরমানকে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে তার নিকট থেকে ভিকটিমের চুরি যাওয়া ০২টি মোবাইল সেট ও হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত চাকু, শ্বাসরোধে ব্যবহৃত ওড়না এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামী বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করলে হত্যাকান্ডের সহিত জড়িত থাকার বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে স্বেচ্ছায় ফৌঃকাঃবিঃ আইনের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন।

তাজহাট থানার চাঞ্চল্যকর এন্তাজ আলী হত্যা মামলা

গত ০১/০৫/২০২০খ্রিঃ তারিখ রংপুর নগরীর তাজহাট থানাধীন ধান গবেষনা ইন্সটিটিউটের কাছে শেখ পাড়া এলাকার একটি ভুট্টা ক্ষেতে এন্তাজ আলী (৬০) নামে একটি বৃদ্ধ ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ভিকটিমের বড় ছেলে বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামী করে অত্র মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধের সাথে জড়িত অজ্ঞাতনামা ০৩ জন আসামী সনাক্ত করে দ্রুত সময়ের মধ্যে ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। অপরাধের সাথে জড়িত আসামীদের নিকট হতে চোরাইকৃত মোবাইল ফোন উদ্ধারসহ গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করা হয়। অপরাধের সাথে জড়িত আসামী বিজ্ঞ আদালতে স্বেচ্ছায় ফৌঃকাঃবিঃ আইনের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধের প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়।

কোতয়ালী থানার বহুল আলোচিত অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও তার দুই শিশু সন্তান হত্যা মামলা

গত ০৮/১২/২০১৯খ্রিঃ তারিখে কোতয়ালী থানাধীন বীরভদ্র হাতিভাঙ্গাপুল এলাকায় অন্তঃসত্ত্বা মহিলাও তার দুই শিশু সন্তান স্বামী কর্তৃক নৃশংসভাবে খুন হলে ভিকটিমদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় লোকজন আসামীকে গ্রেফতার ও ন্যায় বিচারের জন্য ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই নৃশংস হত্যাকান্ড সারাদেশে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উর্ধ্বতন অফিসারবৃন্দ বিক্ষোভরত জনতাকে আস্বস্ত করেন। দ্রুত পুলিশী অভিযান পরিচালনা করে স্থানীয় জনতার সহায়তায় হত্যাকান্ডে জড়িত আসামী অন্তঃসত্ত্বা মহিলার স্বামীকে আহত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়। সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাও তার দুই শিশু সন্তানের জানাজা নামাজ ও দাফনে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উর্ধ্বতন অফিসারবৃন্দ অংশ গ্রহন করেন এবং শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। হত্যাকান্ডে সহিত জড়িত গ্রেফতারকৃত আসামী বিজ্ঞ আদালতে স্বেচ্ছায় ফৌঃকাঃবিঃ আইনের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন।

কোতয়ালী থানার অলোচিত মনোয়ারুল হত্যা মামলা

গত ১৯/১২/২০১৯খ্রিঃ তারিখে রংপুর কোতয়ালী থানার মুন্সিপাড়াস্থ কেরামতিয়া মসজিদের পিছনে দক্ষিণে পার্শ্বে পুকুর পাড়ে জনৈক মনোরুল ইসলাম নামে একজনকে অজ্ঞাতনামা আসামীগন মারাত্মকভাবে মাথায় আঘাত করে। পরবর্তীতে রক্তাক্ত ও অজ্ঞান অবস্থায় ভিকটিমকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুরে ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। এই হত্যা ঘটনায় অজ্ঞাতনামা আসামী করে মামলা রুজু হয়।

সংঘটিত অপরাধের রহস্য উদঘাটনে তদন্তটিম তাৎক্ষনিক ক্রাইমসিন পরিদর্শন করে দ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যার সাথে জড়িত অজ্ঞাতনামা আসামীদের সনাক্ত করেন এবং বিভিন্ন স্থানে পুলিশী অভিযান পরিচালনা করে অপরাধের সাথে জড়িত ০৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামী আব্দুর রহিমের নিকট হতে রক্ত মাখা প্যান্ট, শার্ট ও জুতা উদ্ধার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামী মোঃ আব্দুর রহিম বিজ্ঞ আদালতে স্বেচ্ছায় ফৌঃকাঃবিঃ আইনের ১৬৪ ধারায় হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন।

কোতয়ালী থানার অজ্ঞাতনামা হত্যা মামলার ভিকটিমের প্রকৃত নাম ও ঠিকানা সনাক্তকরণ

গত ১৪/১১/২০১৯খ্রিঃ তারিখে সকাল অনুমান ০৫:৩০ ঘটিকায় একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মৃতদেহ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় রংপুর কোতয়ালী থানার মা ও শিশু হাসপাতালের ৫০০ গজ দক্ষিণে ট্রাক ষ্টান্ডের সামনে হাইওয়ে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে পড়ে ছিল। উক্ত সংবাদ প্রাপ্তির পর কোতয়ালী থানা পুলিশ দ্রুত ক্রাইমসিন পরিদর্শন করেন এবং নিবিড়ভাবে তদন্ত করে হত্যাকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ আলামত সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার বিষয়টি সুনিশ্চিত হন। অজ্ঞাতনামা লাশের প্যান্টের পকেটে থাকা একটি ডায়েরী পাওয়া যায়, যাতে কিছু ফোন নাম্বার ছিল। উক্ত ফোন নাম্বারে

ফোন করে পরবর্তীতে ভিকটিমের প্রকৃত পরিচয় দিদার রসুল@ মাটিয়া এবং বাড়ী নিলফামারী জেলার জলঢাকা এলাকায় বলে জানা যায়। মৃত ব্যক্তি দিদার রসুল@ মাটিয়া প্রায় ০১ বছর যাবৎ মায়ের আচল পরিবহনে হেলপার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে অভিযান পরিচালনা করে হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ০১ (এক) জন আসামীকে গ্রেফতার ও পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানা এলাকা হতে মায়ের আচল বাস উদ্ধার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে হত্যা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে দ্রুত সময়ের মধ্যে ভিকটিমের প্রকৃত পরিচয় সনাক্তকরণ এবং অপরাধের সাথে জড়িত অজ্ঞাতনামা আসামীদের সনাক্ত ও গ্রেফতার করায় হত্যার প্রকৃত কারন উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়।

কোতয়ালী থানার আলোচিত জাহেদুন নবী @ সোহেল হত্যা মামলা

গত ১১-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপালের ষ্টাফ কোয়ার্টার্স এর সামনে সময় আনুমানিক ১৯:৪৫ ঘটিকায় জাহেদুন নবী @ সোহেলকেপূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী অজ্ঞাতনামা আসামীগণ মারাত্মক ভাবে শরীরে আঘাত করলে রাত আনুমানিক ১১:৫০ ঘটিকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরন করেন। এই ঘটনায় রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টির হয়।

এই হত্যার প্রকৃত কারন উদ্‌ঘাটনের জন্য রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের নির্দেশে অপরাধ বিভাগ, ডিবি এবং সিটিএসবির সমন্বয়ে যৌথ অভিযান টিম গঠন করা হয়। যৌথ টিম পুলিশী অভিযান পরিচালনা করে দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘটনার সাথে জড়িত ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীদের নিবিরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে হত্যার প্রকৃত কারন উদ্‌ঘাটন করেন। গ্রেফতারকৃত ০৩ জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। তদন্তকালে গ্রেফতারকৃত আসামীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষন করে হত্যার সাথে হত্যার সাথে জড়িত মূল পরিকল্পনাকারীসহ জড়িত অন্যান্য আসামীদের সনাক্ত করে পরবর্তীতে আরো ০২ আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। মামলাটি বর্তমানে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি) তদন্ত করছে। সুষ্ঠ তদন্ত এবং দ্রুত পুলিশী অভিযানের মাধ্যমে অলোচিত হত্যার সাথে জড়িত আসামীদের সনাক্তকরণ, গ্রেফতার, গুরুত্বপূর্ণ আলামত সংগ্রহ এবং নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে হত্যার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটিত হয়।

অপহরন ও মুক্তিপণ জনিত গুরুত্বপূর্ণ মামলা সমূহ

তাজহাট থানায় সংঘবদ্ধ অপহরন চক্রের সদস্যদের দ্রুত সময়ের মধ্যে সনাক্তকরণ ও জড়িত ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার এবং ভিকটিমকে উদ্ধার

মামলার বাদী মো: শাহ আলম এর ছেলে মো: আবতাব আলম(২৫) গত ২২/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সকাল বেলা মোটরসাইকেল যোগে নিজ বাড়ী থেকে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কর্মস্থলে উপস্থিত না হওয়ার সংবাদ পেলে তার বাবা তাকে একাধিবার ফোন করেন কিন্তু ফোন কল রিসিভ না করলে পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পরেন। পরবর্তী-তে তার বাবা পুনরায় ফোন করলে অজ্ঞাতনামা একজন ব্যক্তি ফোন কল রিসিভ করেন। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তার বাবাকে বলে যে তার ছেলেকে তারা অপহরন করেছে এবং ৫,০০০০০/= (পাচ লক্ষ) টাকা না দিলে তাকে মেরে ফেলার হুমকী দেয়। ছেলেকে জীবিত ফেরত পাওয়ার জন্য দ্রুত বিকাশ নাম্বরে টাকা পাঠাতে বলে। এই ঘটনায় ভিকটিমের বাবা তাজহাট থানায় উপস্থিত হয়ে তার ছেলেকে উদ্ধারসহ আইনগত সহায়তা চান।

অপহরন এবং মুক্তিপণের সংবাদ প্রাপ্তির পর দ্রুত সময়ের মধ্যে ভিকটিম ও আসামীদের অবস্থান সনাক্ত করা হয়। তাজহাট থানা পুলিশের অভিযানটিম দ্রুত অভিযান পরিচালনা করে সংঘবদ্ধ অপহরন চক্রের ০৪ জন অপহরনকারীকে গ্রেফতার করে এবং ভিকটিম আবতাব আলম (২৫) কে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেন। গ্রেফতারকৃত অপহরনকারীদের নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা অপহরন ও মুক্তিপনের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে এবং তাদের নিকট হতে অপহরনে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীগণ বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪

ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন।

হারাগাছ থানার কলেজ ছাত্রী অপহরণে জড়িত টাইগার গ্রুপের ০৭ (সাত) জন আসামী গ্রেফতার, অপহরণে ব্যবহৃত মাইক্রোবাস জব্দ এবং ০৩(তিন) জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান

গত ২৬/১০/২০১৯খ্রিঃ তারিখ হারাগাছ থানা এলাকার কলেজ ছাত্রী কোচিং ক্লাস শেষে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে চাঁনকুঠি গামী বধুকমলা শাহাপাড়া এলাকায় উপস্থিত হলে সংঘবদ্ধ অপহরণকারী সদস্যগন তাকে জোরপূর্বক মাইক্রোবাসে তুলে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল। অপহরনের সংবাদ জানার পর হারাগাছ থানা পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করে অপহরণকৃত ভিকটিমকে হাত-পা ও মুখ বাধা অবস্থায় উদ্ধার করেন, অপহরণের সাথে জড়িত ০৪ (চার) জন আসামীকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার এবং অপহরণে ব্যবহৃত মাইক্রোবাস জব্দ করতে সক্ষম হয়। এ ঘটনায় সূত্রোক্ত মামলাটি রুজু হয়।

মামলাটি তদন্তকালে তদন্তটিম গ্রেফতাকৃত আসামীদের নিবিরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের ব্যবহৃত মোবাইলের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে অপহরনের সাথে জড়িত পলাতক আরো ০৩ (তিন) জন আসামীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত সকল আসামীদের সিডিএমএস ও পিসিপিআর পর্যালোচনার মাধ্যমে অপহরণকারী সদস্যগন টাইগার গ্রুপের সক্রিয় সদস্য বলে প্রকাশ পায়। গ্রেফতারকৃত ০৩(তিন) জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে স্বেচ্ছায় ফৌঃকাঃবিঃ আইনের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন।

কোতয়ালী থানায় আব্দুল মাজেদ অপহরন ও মুক্তিপনের সাথে জড়িত সংঘবদ্ধ চক্রের ০৩ সদস্য গ্রেফতার, ভিকটিমকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার ও অপহরনে ব্যবহৃত ০২ মোটরসাইকেল ও মুক্তিপনের টাকা উদ্ধার

গত ২৩/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সন্ধ্যার দিকে নিলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ থানার আব্দুল মাজেদকে সংঘবদ্ধ অপহরনকারী চক্রের সদস্যগণ অপহরন করে রংপুর মহানগর এলাকায় অবস্থান করতে থাকে। অপহরনকারীরা ভিকটিমের পরিবারের সদস্যদের কাছে মুক্তিপন হিসেবে বিশাল টাকা দাবী করে এবং মুক্তিপনের টাকা না দিলে তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

এই সংবাদ প্রাপ্তির পর দ্রুত সময়ের মধ্যে ভিকটিম ও অপহরনকারীদের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়। কোতয়ালী থানা পুলিশ দ্রুত সময়ের মধ্যে অভিযান পরিচালনা করে গত ২৪/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সময় অনুমান রাত ০১:৩০ ঘটিকায় ভিকটিম আব্দুল মাজেদকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেন এবং অপহরন ও মুক্তিপনের সাথে জড়িত সংঘবদ্ধ চক্রের ০৩ সদস্য গ্রেফতার করেন। অভিযানকালে অপহরনে ব্যবহৃত ০২ টি মোটরসাইকেল ও বিকাশে প্রেরণকৃত ৪,০০০/= টাকা উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় ভিকটিমের পরিবারের সদস্যগণ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

কোতয়ালী থানায় দ্রুত সময়ের মধ্যে অপহরনকারী ও চাদাবাজীর সাথে জড়িত আসামী গ্রেফতার এবং ভিকটিম উদ্ধার

কোতয়ালী থানাধীন মিঠুর গলিতে মিঠুর হোটেলের সামনে থেকে গত ১৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ সময় রাত ০৮.৩০ ঘটিকায় একজন ভিকটিমকে অপহরণ করে আটক রাখেন। অপহরণকারীর সদস্যগণ ভিকটিমের পরিবারের কাছে মুক্তিপণের জন্য চাদা দাবী করেন। এই ঘটনায় দ্রুত ভিকটিম ও সংঘবদ্ধ অপহরণকারী সদস্যদের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়। পরবর্তীতে কোতয়ালী থানা পুলিশ দ্রুত অভিযান পরিচালনা করে সংঘবদ্ধ অপহরণকারী চক্রের ০২ জনকে গ্রেফতার করে এবং তাদের দেয়া তথ্য মতে ভিকটিমকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

কোতয়ালী থানায় শফিকুল ইসলাম অপহরন ও মুক্তিপনের সাথে জড়িত সংঘবদ্ধ চক্রের ০৭ সদস্য গ্রেফতার, ভিকটিমকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার ও অপহরনে ব্যবহৃত ০১ মোটরসাইকেল ও ০১ টি অটোরিক্স উদ্ধার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৬/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ রাত ০৮.৩০ ঘটিকার সময় কোতয়ালী থানা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে রংপুর মহানগর এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে অপহরণকারী দলের সক্রিয় সদস্য ১. মোঃ বিপ্লব মহন্ত @ বিল্লা (২৭), ২. মোঃ জাহিদ হাসান (৩৪), ৩. মোঃ হৃদয় বাবু @ হাসান (১৯), ৪. সুরুজ ইসলাম (২৪), ৫. আল-আমিন (১৯) কে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত আসামীদের হেফাজত হইতে ০১ টি লাল রংয়ের HERO HUNK মোটরসাইকেল, ০১ টি লাল রংয়ের অটো উদ্ধার করা হয় এবং ভিকটিম শফিকুল ইসলামকে উদ্ধার করা হয়।

সংঘবদ্ধ অজ্ঞাতনামা অজ্ঞান পার্টির সদস্যদের সনাক্তকরণ এবং ঘটনার সাথে জড়িত ০৬ সদস্য গ্রেফতার, চোরাইকৃত স্বর্ণ ও মোবাইল ফোন উদ্ধার, স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি প্রদান ও মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটন

গত ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখে পরশুরাম থানার কোবারু এলাকার জনৈক মোঃ মিজানুর রহমান ও তার পরিবারের সকল সদস্যগণ রাতের খাবার খাওয়ার পর সকলেই অজ্ঞান হয়ে পরলে সংঘবদ্ধ অজ্ঞাতনামা অজ্ঞান পার্টির সদস্যগণ গভীর রাতে সেখানে গোপনে প্রবেশ করে উক্ত বাড়ী হতে বিভিন্ন মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় অজ্ঞাতনামা আসামী করে মামলা রুজু হয়।

তদন্তকালে প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষন করে সংঘবদ্ধ অজ্ঞাতনামা অজ্ঞান পার্টির সদস্যদের দ্রুততর সময়ের মধ্যে সনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে তদন্তটিম গাইবান্ধা জেলায় অভিযান পরিচালনা করে অপরাধের সাথে জড়িত সংঘবদ্ধ অজ্ঞান পার্টির মূল আসামী ০১ জনকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অপরাধের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীকে নিয়ে রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে অপরাধের সাথে জড়িত সংঘবদ্ধ অজ্ঞান পার্টির অরো ০৫ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীদের নিকট হতে বাদীর চোরাইকৃত মোবাইল ফোনসহ আরো ১০ টি মোবাইল ফোন, বিপুল সংখ্যক সীম কার্ড ও অপরাধরের সময় ব্যবহৃত মোবাইল সীম কার্ড, স্বর্ণালংকার (কানের দুল ০২ জোড়া), অপরাধে ব্যবহৃত লোহার সাবল ও চেতনানাশক ঔষধ (ডেসোপিন-১/ ডেসোপিন-২ ট্যাবলেট) উদ্ধার করেন। গ্রেফতারকৃত ০২ (দুই) জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃকাঃবিঃআইনের ১৬৪ ধারায় ঘটনার সহিত জড়িত থাকার বিষয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে মামলার রহস্য দ্রুত সময়ের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়।

সংঘবদ্ধ জিনের বাদশা চক্র সনাক্তকরণ, ০৪ জন আসামী গ্রেফতার, বিপুলসংখ্যক মোবাইল ফোন ও ভূয়া সীমকার্ড, পিতলের মূর্তি উদ্ধার,স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি প্রদান

বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার সাধারন গরীব মানুষ সংঘবদ্ধ জিনের বাদশা চক্রের দ্বারা নানা ভাবে প্রতারিত হয়। জনৈক মোঃ শফিফুল ইসলাম উক্ত সংঘবদ্ধ চক্রের দ্বারা প্রতারিত হন। সোনারমূর্তি ও গুপ্তধন পাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বিকাশেরমাধ্যমে তার নিকট হতে পর্যায়ক্রমে অনেক টাকা হাতিয়ে নিলে গত গত ০৬/০৫/২০২০খ্রিঃ তারিখে এ বিষয়ে মাহিগঞ্জ থানায় উপস্থিত হয়ে পুলিশের সহায়তা চান। এই বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান করে অজ্ঞাতনামা

সংঘবদ্ধ চক্রের অপরাধীদের সনাক্ত করা হয়।

গত ২৮/০৫/২০২০ খ্রিঃ তারিখে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশী অভিযান পরিচালনা করে ঘটনার সহিত জড়িত মূল আসামীসহ মোট ০৪ জন আসামীদের গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীদের নিকট হতে একটি পিতলের মূর্তি, বিপুল সংখ্যক মোবাইল ও ভূয়া মোবাইল সীমকার্ড উদ্ধার করেন। গ্রেফতারকৃত ০৩ জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃকাঃবিঃআইনের ১৬৪ ধারায় ঘটনার সহিত জড়িত থাকার বিষয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে।

ভূয়া ডাক্তারসহ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক গ্রেফতার এবং স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি প্রদান

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে, ধাপ জেল রোডস্থ হিউম্যান কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার নামে একটি অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান এর মালিক মোঃ মোস্তফা কামাল এবং প্রতিষ্ঠানে ভূয়া ডাক্তার মোঃ মোতালেব হোসেন @রিপন, এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন), প্রাক্তন কনসালটেন্ট, মেডিসিন বিভাগ এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে সেখানে দীর্ঘ দিন ধরে দালালদের মাধ্যমে রোগী সংগ্রহ করে রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করছিলেন।

সংবাদের বিষয়টি নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান করার মাধ্যমে সত্যতা পাওয়ায় গত ০৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখে অভিযান পরিচালনা করে ভূয়া ডাক্তার, অনুমোদনহীন ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর মালিক ও দালাল চক্রের সদস্যসহ মোট ০৭ (সাত) জনকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযান টিম অনুমোদনহীন হিউম্যান কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার হতে ভূয়া পদবীসহ নেম প্লেট, সিল, ডাক্তারী প্রেসক্রিপশন, একটি মোটর সাইকেল এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করেন। গ্রেফতারকৃত ০২ জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃকাঃবিঃআইনের ১৬৪ ধারায় ঘটনার সহিত জড়িত থাকার বিষয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। সিভিল সার্জন মহোদয় উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেন। এর ফলে রংপুর মহানগরবাসী রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

উদ্ধারজনিত মামলা

মাহিগঞ্জ থানা পুলিশ কর্তৃক বিপুল পরিমাণ সরকারী ঔষধ উদ্ধার এবং সরকারি ওষুধ চোরাকারবারী সংঘবদ্ধ চক্র গ্রেফতার

গত ২০/০৭/২০২০ খ্রি. গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সহকারী পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ এর নেতৃত্বে অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান প্রধানসহ মাহিগঞ্জ থানার একটি চৌকস পুলিশ দল বিনামূল্যে বিতরণের সরকারি ঔষুধ ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত ৫ জনকে রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকার বিভিন্ন স্থানে দিনভর অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করেন।পরবর্তীতে গ্রেফতারকৃতদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোরে পীরগাছা থানার পাঠক শিকড় এলাকা থেকে এই চক্রের অন্যতম মূল হোতা আরো একজনকে গ্রেপ্তার করাহয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে এ

চক্রের মোট ০৭ (সাত) জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত প্রত্যেকের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ বিনামূল্যে বিতরণের সরকারি ঔষুধ জব্দ করা হয়। জব্দকৃত ওষুধের মধ্যে মূল্যবান এন্টিবায়োটিক, বিভিন্ন ইনজেকশন, স্যালাইন, ভিটামিন, জন্মনিয়ন্ত্রক পিলসহ মোট ৩৫ ধরণের ওষুধ রয়েছে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার অধিক মূল্যের ঔষধ জব্দ করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজন রংপুর সিভিল সার্জন অফিসের স্টাফ, ০২ জন বিনামূল্যে বিতরণের সরকারি ঔষুধ বিক্রি চক্রের মূল হোতা এবং বাকি চারজন সরকারি ঔষুধ বিক্রির সাথে জড়িত ফার্মেসির মালিক। তদন্তে জানা যায় যে, সংঘবদ্ধচক্রের সদস্যগণ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারী হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিক ও প্রতিষ্ঠান সমূহে অসাধু কর্মচারী ও স্থানীয় দালালদের যোগসাজশে বিনামূল্যে সরবরাহকৃত সরকারী ঔষধ সংগ্রহ করে বিভিন্নস্থানে অসাধু উপায়ে বিক্রয় করত। বিনামূল্যে বিতরণের সরকারি ওষুধ ক্রয়-বিক্রয় চক্রের সাথে জড়িত অন্যান্য সকল মূলহোতাদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান।এ বিষয়ে মাহিগঞ্জ থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এ নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) মোঃ ফারুক আহমেদ মামলাটি তদন্ত করছেন।

কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী ও শীর্ষ সন্ত্রাসী শাহারুল আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার

গত ১০/০১/২০২০খ্রিঃ তারিখে তাজহাট থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী ও শীর্ষ সন্ত্রাসী শাহারুল ও কাওসারকে ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকালে মাদক ব্যবসায়ী ও শীর্ষ সন্ত্রাসী শাহারুল এর বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে সেখান থেকে ০১ টি ৯ এম এম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, এক রাউন্ড পিস্তলের গুলি উদ্ধার করেন।

কোতয়ালী থানায় নুর আলম লিয়ন সরদার এর চোরাইকৃত মোটর সাইকেল দ্রুত সময়ের মধ্যে উদ্ধার ও আসামী গ্রেফতার

গত ২১/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখে নুর আলম লিয়ন সরদার এর মোটর সাইকেলটি শাপলা চত্তরস্থ পাকা রাস্তা সংলগ্ন লাকী হোটেল এর সামনে থেকে চুরি হয়। উক্ত চুরির সংবাদ প্রাপ্তির পর কোতয়ালী থানা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে দ্রুত চোরাইকৃত মোটর সাইকেল উদ্ধার এবং ঘটনার সহিত জড়িত ০২(দুই) জন আসামী গ্রেফতার করা হয়।

চোরাইকৃত ব্যাটারি চালিত অটো দ্রুত সময়ের মধ্যে উদ্ধার ও ঘটনার সহিত জড়িত আসামীদের গ্রেফতার

গত ১৫/০১/২০২০খ্রিঃ তারিখে সালেক মার্কেটের সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে একটি ব্যাটারি চালিত অটো চুরি হলে কোতয়ালী থানা পুলিশ দ্রুত চোরাইকৃত অটো উদ্ধার এবং ঘটনার সহিত জড়িত ০৬ (ছয়) জন আসামী গ্রেফতার করে।

মাহিগঞ্জ থানায় চোরাইকৃত ব্যাটারি চালিত অটো উদ্ধার ও ঘটনার সহিত জড়িত আসামীদের গ্রেফতার

গত ২৪/০৩/২০২০খ্রিঃ তারিখে তালুক পশুয়া মৌজাস্থ নব্দীগঞ্জ বাজার হতে প্রতারনামূলকভাবে জনৈক মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর ব্যাটারি চালিত অটো চুরি করলে কোতয়ালী থানা পুলিশ দ্রুত সময়ের মধ্যে চোরাইকৃত অটো উদ্ধার এবং ঘটনার সহিত জড়িত ০৪(চার) জন আসামী গ্রেফতার করে।

মাহিগঞ্জ থানায় পুলিশ কর্তৃক ৮০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ০১ টি মোটরসাইকেল উদ্ধার ও ঘটনার সহিত জড়িত আসামী গ্রেফতার

গত ১৯/০৭/২০২০ খ্রিঃ রাত্রী ২৩.০৫ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন), মোঃ ফারুক আহমেদ এর নেতৃত্বে ওসি, মাহিগন্জ থানা, মোঃ আখতারুজ্জামান প্রধান, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জনাব মোঃ শাহ আলম সরদার ও এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ মাজহারুল ইসলাম, এসআই (নিরস্ত্র) তপন চন্দ্র রায়, এএসআই(নিরস্ত্র) মোঃ পেয়ারুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাহিগঞ্জ সাতমাথা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। মাহিগঞ্জ সাতমাথা সিঙ্গার শোরুমের সামনে পাকা রাস্তার উপর হতে ৮০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ০১ জন আসামী মোঃ শফিকুল ইসলাম (৩২) গ্রেফতার করা হয়। আসামীর হেফাজতে হতে একটি কালো রং এর এনএক্স পালসার মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

মাহিগঞ্জ থানায় পুলিশ কর্তৃক ০৪ কেজি গাঁজা, ০১ টি অটোসহ ০৩ জন আসামী গ্রেফতার

গত ৩০/০৮/২০২০ তারিখ ১৮.০৫ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় এসআই (নিরস্ত্র)/ মোঃ মাজহারুল ইসলাম সঙ্গীয় এএসআই/মোঃ পেয়ারুল ইসলাম, এএসআই/ মোঃ নাহীদ হাসানসহ সঙ্গীয় অফিসার ও ফোসসহ মাহিগঞ্জ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নাছনিয়া মৌজাস্থ রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কের চায়না হল মোড়ে ০৪ কেজি গাঁজা ও একটি অটোসহ ০৩ জন আসামী ১। মোঃ মোমদেল মিয়া (৩৫ ২। মোঃ আরিফুল ইসলাম (২৯), ৩। মোঃ শাহাব উদ্দিন (১৯) গণদ্বয়কে গ্রেফতার করা হয়।

হারাগাছ থানা পুলিশ কর্তৃক দুটি পৃথক অভিযানে মোটরসাইলসহ ৫০ (পঞ্চাশ) বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার এবং ০৩ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

গত ১৭/০৭/২০২০ খ্রি. রাত্রি আনুমানিক ০৯ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) জনাব মো: ফারুক আহমেদ এর নেতৃত্বে জনাব মো: রেজাউল করিম, অফিসার-ইন-চার্জ হারাগাছ থানা এবং এসআই জোতিষ চন্দ্র বর্মন, এএসআই শরিফুজ্জামান, এএসআই আক্কাস, এএসআই আতাউরসহ হারাগাছ থানার একটি চৌকস দল হারাগাছ থানাধীন জমচওড়া বাজারে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান পরিচালনাকালে ৫০ (পঞ্চাশ) বোতল ফেন্সিডিল এবং বহনের কাজে ব্যবহৃত একটি কালো রংয়ের ১৫০ সিসি Pulsar মোটরসাইল উদ্ধার পূর্বক ০৩ (তিন) মাদক ব্যবসায়ীকে ঘটনাস্থল হতে গ্রেফতার করা হয়।

হারাগাছ থানায় পুলিশ কর্তৃক ১৫১ (একশত একান্ন) পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার এবং আসামী গ্রেফতার

০৭/০৩/২০২০ তারিখ ১৭.০৫ ঘটিকার সময় হারাগাছ থানাধীন ধুমেরকুঠি চাঁন মিয়াপাড়া গ্রামস্থ জনৈক বাংলা বাজার হতে একতা বাজার গামী জনৈক মোঃ এরশাদুল @ এশা এর চায়ের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর অবৈধ ইয়াবা ট্যাবলেট ক্রয়-বিক্রয় করছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) জনাব মো: ফারুক আহমেদ এর নেতৃত্বে হারাগাছ থানার একটি চৌকস দল হারাগাছ থানাধীন একতা বাজারগামী জনৈক মোঃ এরশাদুল @ এশা এর চায়ের দোকানের সামনে পাকা রাস্তায় অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান পরিচালনাকালে আসামীর দেহ তল্লাশী করে আসামীর পরিহিত প্যান্টের ডান পকেট হতে ১। সাদা পলিথিনে মোড়ানো ১৫১ (একান্ন) পিস লালচে রংয়ের কথিত ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয় ও ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়।

সামাজিক সমস্যা সমাধান

বিদ্যালয়ের জলাবদ্ধতা নিরসন

গত ১৭ জুলাই, শুক্রবার দুপুরে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) ফারুক আহমেদ এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষনে মাহিগঞ্জ থানাধীন দেওয়ানটুলী এলাকায় বিশেষ অভিযানে যান। এ সময় তিনি দেওয়ানটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে জলাবদ্ধতা দেখতে পান। বিদ্যালয় মাঠের বেহাল দশা দেখতে পেয়ে নিজেই উদ্যোগী হন জলাবদ্ধতা নিরসনে। পুরো মাঠ পানির নিচে ডুবে আছে। মাঠের কোথাও এক হাঁটু থেকে আধা হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে আছে। পুরো মাঠ কর্দমাক্ত ও ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে মাঠে বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের খেলাধুলা, মাঠ দিয়ে চলাফেরা ও স্কুলের প্রবেশ এবং বাহির অসম্ভব হয়ে পড়ছে।বিদ্যালয়টির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তায় নির্মিত একটি কালভার্টের একপাশে দোকান নির্মাণ করে পানির প্রবাহ বন্ধ করায় বিদ্যালয়ের মাঠে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল।

এ সমস্যার সমাধানকল্পে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সুযোগ্য পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম মহোদয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুসারে সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।এর ফলে দোকানের মালিক স্বেচ্ছায় দোকানের বারান্দা সরিয়ে পানি নিঃষ্কাশনের ড্রেন তৈরী করে দিতে সম্মত হন। পরবর্তীতে পুলিশ, কমিউনিটি পুলিশিং ও কাউন্সিলরের আহ্বানে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় উদ্যমী যুবক, তরুণ ও দোকানের মালিক নিজে বারান্দা অপসারণ করে সেখানে ড্রেন খনন করেন। প্রায় ৩ ঘন্টা ধরে খননের পর কালভার্ট থেকে খননকৃত ড্রেনের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়া শুরু করে। এ সময় উপস্থিত জনতার মধ্যে স্বস্তির আনন্দ ঘন পরিবেশ ও উল্লাস সৃষ্টি হয়। কলকলিয়ে বইতে শুরু করে পানি। যেন স্রোতের সাথে ভেসে যায় এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও সমস্যা। ঘটনাটি মাহিগঞ্জ থানা এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সর্বস্তরের জনগণ এজন্য রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশকে সাধুবাদ জানিয়েছে।এভাবে পুলিশের উদ্যোগে নিরসন হলো দেওয়ানটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের মাঠের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা।

রাস্তা অবমুক্তকরণ: রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের তৎপরতায় অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হলো ১৫ টি পরিবার। ফিরে পেল ৪০ বছরের পুরাতন চলাচলের রাস্তা

হারাগাছ থানা কমিউনিটি পুলিশংএবং এসি (মাহিগঞ্জ জোন) ও হারাগাছ থানা পুলিশের সহায়তায় অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকে মুক্ত হলো ১৫ টি পরিবার। ফিরে পেল ৪০ বছরের পুরাতন চলাচলের রাস্তা। গত ২৩.৬.২০২০ তারিখ জনৈক আহম্মেদ আলী (৬০) পিতা মৃত মহি উদ্দীন সাং. কাচু থানা- হারাগাছ আরপিএমপি, রংপুর হারাগাছ থানায়- তাদের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ফলে তারা ১৫টি পরিবার অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে মর্মে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এসআই মমিনুল ইসলাম বিষয়টি তদন্ত করে এসি (মাহিগঞ্জ জোন) কে অবহিত করলে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে কমিউনিটি পুলিশং কমিটির সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। সে অনুসারে এসআই মমিনুল ইসলাম কমিউনিটি পুলিশং কমিউনিটির সভাপতি জনাব আশরাফুল ইসলাম (চেয়ারম্যান সারাই ইউপি) কে অবহিত করেন।

পরবর্তীতে ১১.০৭.২০২০ বিকাল ১৭.০০ ঘটিকায় এসআই মমিনুল সম্মানিত এসি (মাহিগঞ্জ জোন), ওসি হারাগাছ থানা এবং কমিউনিটি পুলিশং কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান যে অভিযোগকারীর পরিবার সহ ১৫টি পরিবারের চলাচলের ৪০ বছরের পুরাতন একটি রাস্তা ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে বন্ধ করে দিয়েছে। এসি (মাহিগঞ্জ জোন) মহোদয় কমিউনিটি পুলিশং কমিটির লোক জনসহ উক্ত রাস্তা উভয় পক্ষের লোকজনের সাথে কথা বলে রাস্তাটি খুলে দেন। রাস্তাটি খুলে দেওয়ায় এলাকায় লোকজন পুলিশের প্রতি সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এসময় আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বিশেষ অভিযান পরিচালনা

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের নির্দেশে করোনাকালীন সময়ে রংপুর মহানগর অপরাধ বিভাগ এলাকার টাস্ক ফোর্স-১ এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। দায়িত্ব পালনকালে গরীব, অসহায় ও দুস্থদের মাঝে সুষ্ঠভাবে টিসিবি ও ওএমএস এর খাদ্যসামগ্রী বিতরন ও তদারকী করেন। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে গণসচেনতা কার্যক্রম পরিচালনা, আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান, মৃত ব্যক্তিদের দাফনকার্য ও লক ডাউন কার্যক্রম পালন করা হয়। এছাড়াও টিসিবি এর মজুদদার ও চাঁদাবাজীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান পরিচালনা কালে মোট ০৯টি মামলা রুজু হয়। উক্ত মামলার আসামী গ্রেফতার এবং তদন্তকার্য পরিচালনা করা হয়।

ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, জিংক ট্যাবলেট এবং আয়রন ট্যাবলেট এবং হোমিও প্যাথি ঔষধ যা আর্সেনিক আলবাম-৩০ ও ক্যাম্ফর-২০০ সংগ্রহ ও বিতরণ ঃ

সম্মানিত পুলিশ কমিশনারের মহোদয় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্যদের করোনাকালীন সময়ে রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে (ক) ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, জিংক ট্যাবলেট এবং আয়রন ট্যাবলেট (খ) হোমিও প্যাথি ঔষধ যা আর্সেনিক আলবাম-৩০ ও ক্যাম্ফর-২০০ বিনামূল্যে বিতরণের মহৎ উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। এই মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সকল পুলিশ সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে ঔষধ সংগ্রহ করা হয়। সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয় সকলের মাঝে তা বিতরণ করেন।

Hand Sanitizer প্রস্তুত ও বিতরণ

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয় করোনার সংক্রামন হতে সকল পুলিশ সদস্যদের সুরক্ষার জন্য Hand Sanitizer প্রস্তুত ও বিতরনের মহৎ উদ্যোগ গ্রহন করেন। এই মহৎ উদ্যোগের সহযাত্রী হিসেবে তিনি (Biochemist) ও সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক দক্ষিন) জনাব মোহাম্মদ আল ইমরান (Pharmacist) World Health Organization এর Guide Line অনুযায়ী ২ দফায় মোট ১৫০০+১৫০০=৩০০০ বোতল Hand Sanitizer প্রস্তুত করেন। সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয় সকলের মাঝে তা বিতরণ করেন।

অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর।

থানার কার্যক্রম

থানার কার্যক্রম

থানার কার্যক্রম

থানার কার্যক্রম

থানার কার্যক্রম

থানার কার্যক্রম

পথ চলা হলো শুরু

মোঃ আবু সাইম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ৮ জানুয়ারি রংপুর জেলা সফরকালে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পর ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ১১৮৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃজন ও ১২৩ টি যানবাহন টিওএন্ডই ভুক্ত করে গেজেট প্রকাশিত হয়। এরপর গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ মহান জাতীয় সংসদে "রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন-২০১৮" পাশ হয়। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৩ টি ওয়ার্ড, রংপুর জেলার কাউনিয়া থানাধীন হারাগাছ পৌরসভা ও সারা ইউনিয়ন এবং পীরগাছা থানার কল্যাণী ইউনিয়নের সমন্বয়ে প্রাথমিক ভাবে ৬টি থানা নিয়ে ২৩৯.৭২ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠন করা হয়।

পথ চলা শুরু যেভাবে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০২৬.১৩(অংশ).৪৮৭(১৩), তারিখ- ১১/৪/২০১৮ খ্রিঃ এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং- জিএ/১-২০১৮/১৩০৬(২০০), তারিখ- ১২/৪/২০১৮ খ্রিঃ মূলে জনাব মোঃ মহিদুল ইসলামকে উপ-পুলিশ কমিশনার হিসাবে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে পদায়ন করা হয়। তিনি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে অবস্থানপূর্বক অনতিবিলম্বে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম শুরু করেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে ১৯/৪/২০১৮ খ্রিঃ 'রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮' গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম, আরপিএমপি এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ধাপ পুলিশ ফাঁড়ি নবনির্মিত ৬ষ্ঠ তলা ভিত বিশিষ্ট ২য় তলা ভবনে ২য় তলা পুলিশ কমিশনার কার্যালয় হিসেবে ব্যবহারের জন্য অনুমতি গ্রহণ করেন। উক্ত ভবনে পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের অফিস কক্ষ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার অফিস কক্ষ ও অন্যান্য অফিসারদের অফিস হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কার্যক্রম পরিচালনায় আসবাবপত্র প্রথমদিকে ছিল না। ধাপ পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জের কাঠের চেয়ার এবং একটি টেবিল নিয়ে অফিসিয়াল কার্যক্রম শুরু করেন। একক প্রচেষ্টায় দিন-রাত নিরলস পরিশ্রম করে পদায়নকৃত অফিসারদের এবং আরপিএমপির ৬ টি থানার মধ্যে

৪টি থানা (তাজহাট, হারাগাছ, পরশুরাম ও হাজিরহাট), জোন অফিস (কোতয়ালী জোন, মাহিগঞ্জ জোন ও পরশুরাম জোন) এবং পুলিশ লাইন্সের জন্য ভবন এবং সেমিপাকা ভবনগুলি নির্বাচন করে ভবনের মালিকদের সঙ্গে ভাড়া চুক্তি সম্পাদন করেন। কোতয়ালী থানার জন্য রংপুর জেলার কোতয়ালী থানা ভবন, মাহিগঞ্জ থানার জন্য মাহিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ৪র্থ তলা ভিত বিশিষ্ট ২য় তলা ভবন নির্বাচিত করা হয়। মাহিগঞ্জ থানার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাহিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ২য় তলায় জায়গা সংকুলান না হওয়ায় ভবনটি উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মহোদয় জনাব মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান নব-গঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে ০৩/০৭/২০১৮ তারিখে যোগদান করার পর জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম, উপ-পুলিশ কমিশনার (বর্তমানে সদর দপ্তর ও প্রশাসন) এর সাথে অফিস এবং থানাসমূহের জন্য নির্বাচিত ভবন এবং জায়গাগুলো পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের পর ভাড়াকৃত থানাসমূহের সংস্কার ও মেরামতের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় টেলিফোনে যোগাযোগ করে স্থানীয় ঠিকাদারের মাধ্যমে হাজির হাট এবং হারাগাছ থানার নির্মাণ ও মেরামতের কাজ শুরু করা হয়।

জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম, বিগত ২৯/০৭/২০১৮ তারিখে পুলিশ কমিশনার হিসাবে নবগঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুরে যোগদান করেন এবং তাঁর জন্য নির্ধারিত কোন অফিস না থাকায় ধাপ পুলিশ ফাঁড়ির ২য় তলায় অফিসিয়াল কার্যক্রম শুরু করেন। পুলিশ কমিশনার মহোদয় মহানগর পুলিশিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাচিত থানা ভবন, অফিস ভবন ও ভাড়াকৃত ভবনগুলো সংস্কার ও মেরামত করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ পূর্বক স্থানীয় ঠিকাদারের মাধ্যমে সংস্কার ও মেরামত করেন। এছাড়াও পুলিশ কমিশনারের অফিস হিসেবে ধাপ পুলিশ ফাঁড়ির ভবনের ২য় তলা যথেষ্ট না হওয়ায় এবং সুবিধাজনক স্থানে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভবন ভাড়া না পাওয়ায় দ্রুত গতিতে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করে বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের ৩য় তলা নির্মাণ ও মেরামতপূর্বক অস্থায়ীভাবে পুলিশ কমিশনার কার্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্থানীয় ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে সেপ্টেম্বর ২০১৮ তে বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের ৩য় তলায় পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় অস্থায়ীভাবে চালু হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬/০৯/২০১৮ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নবগঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের প্রথম দিন থেকে একযোগে সকল ইউনিটে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল যা ছিল সে সময়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। স্বীয় অধিক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের জন্য পুলিশ কমিশনার মহোদয় বিভাগীয় শহরের আনাচে-কানাচে জমি নির্বাচনের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন শুরু করেন। সরকারি অকৃষি খাস জমি খুঁজে না পেয়ে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করেন এবং জমির মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন ও তাদের সম্মতি গ্রহণ করেন। পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনায় উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন) মোঃ মহিদুল ইসলাম এর সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কং/২০১ মোঃ হাসানুজ্জামান এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ অত্র ইউনিটের সকল অফিসের জন্য জমি অধিগ্রহণের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়।

ভূমি অধিগ্রহণ ও ভবন হস্তান্তর তৎপরতা

নবগঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অধিক্ষেত্রের মধ্যে রংপুর জেলা পুলিশে পুলিশ বিভাগের নামে ভূমি এবং স্থাপনা রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের নিকট হস্তান্তর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার স্মারক নং-নাঃ ও শিঃ নিঃ প্রঃ সেল/ভিএসসি পরিসংখ্যান/৪৪.০১.০০০০.০৪৭.০১.০২৭.১৮-১৪২, তারিখ: ২১/০৩/২০১৯ মূলে প্রাপ্ত নির্দেশনার আলোকে পুলিশ সুপার, রংপুর ৩১/০৩/২০১৯ খ্রিঃ পুলিশ কমিশনার, আরপিএমপি, রংপুরকে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এর দখলসত্ত্ব বুঝে দেন। পরবর্তীতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.০৪৩..৪৬৭-২০১৮/৬৫৬(২) তারিখ:

৩০/০৫/২০১৯ খ্রিঃ মূলে নির্মাণাধীন ১০ তলা অফিসার্স মেস, ডিএসবি মাঠ, রংপুর কোতয়ালী থানা, ধাপ, নবাবগঞ্জ, মাহিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি এবং তদবস্থিত সকল স্থাপনা সমূহের দখলভার আরপিএমপি, রংপুরের নিকট হস্তান্তর করার প্রজ্ঞাপন জারি হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে পুলিশ সুপার, রংপুর স্মারক নং-৩৬৫০/ই তারিখ: ১৮/০৭/২০১৯ খ্রিঃ মূলে নির্মাণাধীন ১০ তলা অফিসার্স মেস, কোতয়ালী থানা ভবন সহ যাবতীয় স্থাপনা, ধাপ, নবাবগঞ্জ ও মাহিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ভূমি ও ইমারত পুলিশ কমিশনার বরাবর হস্তান্তর করেন। কিন্তু ডিএসবি মাঠ এর দখল বুঝিয়ে দেয়া হয় নাই। রংপুর জেলা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি ও ভবনসমূহ নিম্নরূপ:

ইউনিট	উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত		মন্তব্য
	ভূমি	ইমারত/ভবন	
অফিসার্স মেস		নির্মাণাধীন ১০ তলা ভবন	
কোতয়ালী থানা	৩.৩০ একর	থানা ভবন ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ওসি কোয়ার্টার এসআই কোয়ার্টার	
মাহিগঞ্জ থানা	৫.৭৩ একর	নির্মাণাধীন থানা ভবন (৪ তলা) যার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে	অস্থায়ীভাবে আরআরএফ কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
নবাবগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি	০.৩৬ একর	নির্মাণাধীন ৬ তলা ভবন ও সেমিপাকা টিনসেড ব্যারাক	নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে
ধাপ পুলিশ ফাঁড়ি	০.৩৩ একর	নির্মাণাধীন ৬ তলা ভবন	নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ নীতিমালা/২০১৭ অনুযায়ী প্রাধিকার বলে পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ইউনিট ও সাব-ইউনিটের জন্য প্রাপ্য জমির পরিমাণ ২০১৯ সালের ০৫ নভেম্বরে জারিকৃত নতুন সুপারিশমালায় হ্রাস পাওয়ায় পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার নির্দেশনায় পুনরায় পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে পুলিশ লাইন্স, হাজিরহাট, পরশুরাম, হারাগাছ থানা ভবনসহ অন্যান্য স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন নভেম্বর/২০১৯ মাসে পাওয়া যায়। জমি অধিগ্রহণের উপর্যুক্ত প্রস্তাবসমূহের কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর এর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত ইউনিটের নাম/সাব-স্টেশন মৌজা এবং জেএল নং	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	সর্বশেষ অবস্থা
১.	পুলিশ লাইন্স, আরপিএমপি, রংপুর। মৌজা: দর্শনা পাহাড়ী জে.এল নং-১২৬	১০ একর	জেলা প্রশাসক কার্যালয়, রংপুরে এল.এ শাখায় চূড়ান্ত পর্যায়ে।
২.	হাজিরহাট থানা আরপিএমপি, রংপুর মৌজা: উত্তম জে.এল নং-৫২	০.৭৫ একর	জেলা প্রশাসক কার্যালয়, রংপুরে এল.এ শাখায় চূড়ান্ত পর্যায়ে।

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত ইউনিটের নাম/সাব-স্টেশন মৌজা এবং জেএল নং	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	সর্বশেষ অবস্থা
৩.	পরশুরাম থানা আরপিএমপি, রংপুর মৌজা: দেবত্তর তালুক জে.এল নং-৪৮	০.৭৫ একর	জেলা প্রশাসক কার্যালয়, রংপুরে এল.এ শাখায় চূড়ান্ত পর্যায়ে।
৪.	হারাগাছ থানা আরপিএমপি, রংপুর মৌজা: সারাই জে.এল নং-১	০.৭৫ একর	জেলা প্রশাসক কার্যালয়, রংপুরে এল.এ শাখায় চূড়ান্ত পর্যায়ে।
৫.	তাজহাট থানা আরপিএমপি, রংপুর মৌজা: তাজহাট জে.এল নং-৯৭	১.০০ একর	প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।
৬.	উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) এর কার্যালয়, আরপিএমপি, রংপুর মৌজা: কামাল কাছনা জেএল নং-৯১	০.৪২ একর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।
৭.	পুলিশ কমিশনারসহ অন্যান্য অফিসারগণের বাসভবন মৌজা ঃ রাধা বল্লভ জে এল নং-৯২	১.০০ একর	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ঢাকায় প্রক্রিয়াধীন।
৮.	উপ-পুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি) আরপিএমপি, রংপুর মৌজা: আলমনগর জেএল নং-৯৬	০.২৫ একর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।
৯.	সকল জোন অফিস, প্যাট্রোল, ট্রাফিক ও ডিবি অফিস এক সাথে (এসি জোন, এসি ট্রাফিক, এসি প্যাট্রোল, এসি ডিবি), আরপিএমপি, রংপুর মৌজাঃ আলমনগর জে এল নং-৯৬	০.৫০ একর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।

এস্টেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট শাখার আনুষ্ঠানিক যাত্রা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখার স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৯৬.০৫.০১০.৮.৮৭(৫) তারিখ: ১৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ মূলে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুরে ৪টি উপ-পুলিশ কমিশনার পদ সৃজিত। এর মধ্যে উপ-পুলিশ কমিশনার (এস্টেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট) একটি। ০১/০৭/২০২০ তারিখ জনাব মোঃ আবু সাইম, উপ-পুলিশ কমিশনার যোগদান সূত্রে এস্টেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট শাখায় পদায়িত হন। তখন থেকে এস্টেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট শাখার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে উক্ত শাখায় একজন এএসআই, তিন জন কনস্টেবল কর্মরত আছে। অত্র শাখা ভূমি অধিগ্রহণ, ভবন/স্থাপনা, নির্মাণ ও মেরামত সহ প্রযোজ্য দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যতে আয়তন ও জনবল বৃদ্ধির বিষয়টি মাথায় রেখে অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার স্মারক নং- উন্নয়ন/১-২০১৬/৬৫৯ (৮০) তারিখ: ২২/০৭/২০২০ খ্রিঃ মূলে নবগঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর এর আগামী ১০ বছরের অবকাঠামো নির্মাণ চাহিদা নিরূপনের জন্য অত্রাফিসের স্মারক নং-২১৯৬/সঃদঃ তারিখ: ১৮/০৮/২০২০ খ্রিঃ মূলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। উক্ত পরিকল্পনায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য মোট ১০টি ব্যারাকের প্রস্তাব করা হয়েছে যার ভিতর ৩টি মহিলাদের ও ৭টি পুরুষ পুলিশ সদস্যদের জন্য। অবস্থানগত দিক থেকে ব্যারাকগুলো পুলিশ লাইন্স, পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট লাইন্স ও ট্রেনিং স্কুলে নির্মাণ করা হবে।

১০তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত পুলিশ কমিশনার কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। উপ-পুলিশ কমিশনার অপরাধ বিভাগ, গোয়েন্দা বিভাগ, ট্রাফিক বিভাগ এবং নগর বিশেষ শাখার জন্য আলাদা বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের প্রস্তাবনা রয়েছে। সহকারী পুলিশ কমিশনারগণের জন্য একই কম্পাউন্ডে বহুতল বিশিষ্ট ভবন এবং থানা সমূহের জন্য বর্তমানে ১০১ থানা প্রকল্পের অনুরূপ ৪তলা বিশিষ্ট সু-পরিসর ভবন এবং সকল পদবীর পুলিশ সদস্যদের জন্য বিভিন্ন কম্পাউন্ডে আবাসিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

আগামী ১০ বছরের অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ক্রঃ নং	অবকাঠামোর প্রকৃতি	ভবনের নাম	সংখ্যা	মন্তব্য
১.	ব্যারাক ভবন	পুরুষ ব্যারাক	৭টি (৬ তলা)	পুলিশ লাইন্স-৩ পিওএম-৩ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার-১
২.		মহিলা ব্যারাক	৩টি (৬ তলা)	পুলিশ লাইন্স-১ পিওএম-১ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার-১
৩.	প্রশাসনিক অফিস	পুলিশ কমিশনার কার্যালয়	১টি (১০ তলা)	
৪.	সাব-ইউনিট	উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম)	১টি (৬তলা)	
		উপ-পুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি)	১টি (৬তলা)	
		উপ-পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা বিভাগ)	১টি (৬তলা)	
		উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক বিভাগ)	১টি (৬তলা)	
		এসি ট্রাফিক (উত্তর ও দক্ষিণ)	১টি (৬তলা)	
		এসি গোয়েন্দা বিভাগ	১টি (৬তলা)	
		এসি প্যাট্রোল	১টি (৬তলা)	
৫.	থানা	কোতয়ালী থানা	১০১ থানা প্রকল্পের অনুরূপ	পুরাতন বক্স টাইপ ভবন প্রতিস্থাপন
		তাজহাট থানা	১০১ থানা প্রকল্পের অনুরূপ	
		মাহিগঞ্জ থানা	১০১ থানা প্রকল্পের অনুরূপ	পুরাতন ফাঁড়ি ভবন প্রতিস্থাপন
		হারাগাছ থানা	১০১ থানা প্রকল্পের অনুরূপ	
		পরশুরাম থানা	১০১ থানা প্রকল্পের অনুরূপ	

ক্রঃ নং	অবকাঠামোর প্রকৃতি	ভবনের নাম	সংখ্যা	মন্তব্য
৫.	থানা	পরশুরাম থানা	১০১ থানা প্রকল্পের অনুরূপ	
		হাজির হাট থানা	১০১ থানা প্রকল্পের অনুরূপ	
		পাগলাপীর থানা (প্রস্তাবিত)	১০১ থানা প্রকল্পের অনুরূপ	
		শ্যামপুর থানা (প্রস্তাবিত)	১০১ থানা প্রকল্পের অনুরূপ	
		পায়রাবন্দ থানা (প্রস্তাবিত)	১০১ থানা প্রকল্পের অনুরূপ	
৬.	ফাঁড়ি	আলমনগর পুলিশ ফাঁড়ি (প্রস্তাবিত)	প্রাধিকার অনুযায়ী	
		টার্মিনাল পুলিশ ফাঁড়ি (প্রস্তাবিত)		
		নীলকণ্ঠ পুলিশ ফাঁড়ি (প্রস্তাবিত)		
		ইউনিভার্সিটি পুলিশ ফাঁড়ি (প্রস্তাবিত)		
		ধর্মদাশ পুলিশ ফাঁড়ি (প্রস্তাবিত)		
		রাণীপুকুর পুলিশ ফাঁড়ি (প্রস্তাবিত)		
		তামপাট পুলিশ ফাঁড়ি (প্রস্তাবিত)		
		আমতলা পুলিশ ফাঁড়ি (প্রস্তাবিত)		
		সাহেবগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি (প্রস্তাবিত)		
৭.	পুলিশ লাইন্সের অবকাঠামো	মাল্টিপারপাস ভবন	১টি (১০ তলা)	
		এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভবন	১টি (১০ তলা)	
		ফেসিলিটিস ভবন	১টি (১০ তলা)	
		অস্ত্রাগার	১টি (৬ তলা)	
		মসজিদ	১টি (৬ তলা)	
		পুলিশ হাসপাতাল	১টি (৬ তলা)	
৮.	পিওএম লাইন্সের অবকাঠামো	মাল্টিপারপাস ভবন	১টি (১০ তলা)	
		এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভবন	১টি (১০ তলা)	
		একাডেমিক ভবন	১টি (১০ তলা)	ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার এর জন্য
		ফেসিলিটিস ভবন	১টি (১০ তলা)	
		অস্ত্রাগার	১টি (৬ তলা)	
		মসজিদ	১টি (৬ তলা)	
		পুলিশ হাসপাতাল	১টি (৬ তলা)	
৯.	আবাসন	পুলিশ কমিশনারসহ অন্যান্য অফিসারদের বাসভবন	৫টি	
		ইন্সপেক্টর কোয়ার্টার	১০টি	
		এসআই ও এএসআই কোয়ার্টার	২০টি	
		কন্সটেবল কোয়ার্টার	২০টি	

জমি অধিগ্রহণ, নির্মাণ মেরামত ইত্যাদি কাজের সাথে জেলা প্রশাসন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত বিভাগ, ঠিকাদারী সংস্থা ইত্যাদি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পদ্ধতিগত কারণেই জমি অধিগ্রহণ বিষয়টি দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। তদুপরি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর ইউনিটের উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের নির্দেশনায় Development Project Proposal (DPP) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য স্থাপনার সাইট সিলেকশন, ডিজিটাল সার্ভে, লে-আউট, মাস্টার প্ল্যান, রাফ ইসটিমেট তৈরিসহ সমুদয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ডিপিপি'র মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিটের প্রয়োজনীয় স্থাপনা/ভবনসমূহ নির্মাণ সম্ভব হলে ইউনিটের অফিস, আবাসনের সংকট যেমন সমাধান হবে তেমনি অপারেশনাল গতিও বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে রংপুর মহানগর বাসীকে আরও উন্নত ও জনবান্ধব পুলিশী সেবা প্রদান করা সহজতর হবে।

উপ-পুলিশ কমিশনার (ই এন্ড ডি)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর

অপরাধ সভা ও কল্যাণ সভা

পরিদর্শন প্যারেড ও মাষ্টার প্যারেড

রংপুর মহানগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থা

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যত ভাবনা

মোঃ মেনহাজুল আলম

পুলিশের বহুবিধ কাজের মধ্যে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিকল্পিত ও পরিচ্ছন্ন ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভাবমূর্তির সাথে সরাসরি জড়িত। ট্রাফিক পুলিশের সদস্যগণ রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ধুলোবালির মধ্যে ধৈর্য্য সহকারে নিরলস পরিশ্রম করে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেন। মানুষকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর মধ্যেই তারা কাজের পরিতৃপ্তি অনুভব করে থাকেন।

রংপুর একটি নবগঠিত মহানগরী যার রয়েছে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক গুরুত্ব। রংপুর বিভাগের আটটি জেলার প্রাণকেন্দ্র এই মহানগরী। এসব জেলা হতে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসা, শিক্ষা, বাণিজ্য, চাকুরী ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করে মহানগরে প্রবেশ ও প্রস্থান করে থাকেন। এছাড়া রংপুর বিভাগের সাতটি জেলা রংপুর মহানগর হাইওয়ে ব্যবহার করে রাজধানী ঢাকার সাথে যেমন যুক্ত রয়েছে তেমনি প্রতিটি জেলা ও বিভাগ হতে মহানগরীতে আন্তঃ জেলা ও আন্তঃ বিভাগে পরিবহন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ সকল যানবাহনের বাইরেও মহানগরে অসংখ্য মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, ট্রাক, কয়েক হাজার ব্যাটারী চালিত ইজিবাইক ও অটোরিক্সা চলাচল করে। এসব ইজিবাইক ও অটোরিক্সা চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ট্রাফিক আইন সর্ম্পকে ন্যূনতম ধারনাও নেই। তাই রংপুর মহান-গরীতে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট নানাবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং বিষয়।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠিত হওয়ার পর থেকেই সম্মানিত পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ, বিপিএম মহোদয়ের সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ নেতৃত্বে যানজটমুক্ত পরিচ্ছন্ন সড়ক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ট্রাফিক বিভাগ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার সাথে অনেকগুলো বিষয় জড়িত যেমন, যানবাহনের সংখ্যা ও ধরন, সড়কের প্রশস্ততা, ফুটপাত দখলমুক্ত রাখা, সড়ক আইন সর্ম্পকে সচেতনতা, আইনের কঠোর প্রয়োগ ইত্যাদি।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই অপর্যাপ্ত জনবল, যানবাহন ও ট্রাফিক উপকরণের অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, মেধা ও দক্ষতায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং জনগণকে সম্পৃক্ত করে একটি আধুনিক, পরিকল্পিত, নিরাপদ ও যানজটমুক্ত ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে

এবং অনেক যুগোপযোগী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে। এমনই কিছু সফলতার চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১. ফুটপাত ও রাস্তাঘাট অবৈধ দখল মুক্তকরণ ঃ রংপুর মহানগরীর ভিতরে অধিকাংশ রাস্তা অপ্রশস্ত। এসব রাস্তা এবং ফুটপাত অবৈধ দোকান ও হকার দ্বারা দখল থাকায় প্রায়শই যানজট সৃষ্টি হতো। ট্রাফিক বিভাগ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ নিয়মিতভাবে ফুটপাত দখলমুক্তকরণ ও রাস্তা উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করায় বর্তমানে সড়ক ও ফুটপাত পরিচ্ছন্ন রয়েছে এবং যানজট অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

২. একমুখী চালুকরণ ঃ মহানগরের ব্যস্ততম সড়ক জাহাজ কোম্পানি হতে বেতপট্টি হয়ে সুপার মার্কেট পর্যন্ত রাস্তা একমখী করা হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং এর আওতায় তা কার্যকর করা হয়েছে। ফলে জাহাজ কোম্পানি ও বেতপট্টি এলাকার যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

৩. গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ সিসিটিভির আওতায় মনিটরিং ঃ রংপুর মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ সিসিটিভির আওতায় এনে পরিকল্পনা মাফিক মনিটরিং করে যানজট নিয়ন্ত্রণ এর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সফলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৪. মহাসড়ক যানজটমুক্তকরণ ঃ মহানগরীর মন্থনা হতে দমদমা ও নব্দীগঞ্জ হতে দমদমা মহাসড়কে মেডিকেল মোড়, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, সাতমাথা এলাকা সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর মাধ্যমে মহাসড়ক সম্পূর্ন যানজটমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

৫. পরিবহন চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ রংপুর মহানগরে সকল ধরণের পরিবহন হতে চাঁদা উত্তোলন নির্মূল করতে ইতোমধ্যে ট্রাফিক বিভাগ ডিবি ও থানা পুলিশ এর সহযোগিতায় পরিবহন সেক্টরে কতিপয় চাঁদাবাজদের গ্রেপ্তারপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এতে করে পরিবহন সেক্টরে স্বস্তি বিরাজ করছে।

৬. ট্রাফিক বক্স স্থাপন ঃ মহানগরীর জনবহুল স্থানে ট্রাফিক সচেতনতা সৃষ্টি ও সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ সর্ম্পকে পরামর্শ প্রদানে ট্রাফিক বক্স স্থাপন করা হয়েছে।

৭. মেডিকেল মোড় অবৈধ দখলমুক্তকরণ ঃ রংপুর মহানগরের ব্যস্ততম স্থান মেডিকেল মোড়ে দীর্ঘদিন হতে অবৈধ বাসস্ট্যান্ড ও দোকান বিদ্যমান ছিল। ট্রাফিক বিভাগ, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, জেলা প্রশাসন, সড়ক ও জনপদ বিভাগ ও সিটি কর্পোরেশনকে সম্পৃক্ত করে উক্ত বাসস্ট্যান্ডটি অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ায় এবং অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করায় মেডিকেল মোড়ে যানজট শূন্যে নেমে এসেছে। নগরবাসী এ উদ্যোগকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়েছে।

৮. দীর্ঘদিনের ও দুষ্টচক্রের যোগসাজসে গড়ে উঠা বাজার উচ্ছেদ ঃ সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের সার্বিক নির্দেশনায় ট্রাফিক বিভাগ, ডিবি ও কোতয়ালী থানা পুলিশ সমন্বিতভাবে রংপুর জেলা প্রশাসন ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর সহযোগিতায় সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন সিটি বাজার হতে রাজা রামমোহন মার্কেট পর্যন্ত সড়কের দু'পার্শ্বে অবৈধ উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে সিটি বাজারের প্রবেশ পথে এবং সিটি বাজার সংলগ্ন মূল সড়কের পাশে যুগ যুগ ধরে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা অস্থায়ী ফলমূল, শাক-সবজির দোকান ও হকাদের উচ্ছেদ করে নির্দিষ্ট জায়গায় সরিয়ে দেয়া হয়েছে। রংপুর মহানগরীর সাধারন জনগণ এ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

৯. করোনাকালীন ট্রাফিক বিভাগের কার্যক্রম ঃ করোনাকালিন ট্রাফিক বিভাগ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এমন কিছু উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম হলোঃ

(ক) লক্ষাধিক মাস্ক জনগণের মাঝে বিতরণ।
(খ) জনসচেতনতা সৃষ্টিতে লিফলেট বিতরণ।
(গ) ১৪টি চেক পোস্টের মাধ্যমে যানবাহনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
(ঘ) পরিবহনে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ।
(ঙ) পরিবহনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রতিপালনে নিয়মিত নজরদারি।
(চ) মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে করোনা সচেতনতামূলক ব্যানার, ফেস্টুন স্থাপন।
(ছ) অটোরিক্সায় সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতকরণ।

১০. উচ্চ শব্দে হর্ণ ব্যবহার না করার সাইনবোর্ড স্থাপন ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সামনে কেউ যাতে উচ্চ শব্দে হর্ণ ব্যবহার না করে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

১১. নো-পার্কিং বোর্ড স্থাপন ঃ যেখানে সেখানে পার্কিং রোধকল্পে ট্রাফিক বিভাগ ইতোমধ্যে ৭৫টি নো-পার্কিং বোর্ড স্থাপন করেছে এবং এসব স্থানে নিয়মিত তদারকি করায় যানজট উল্লেখ্যযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

১২. সড়ক সংস্কারে অংশগ্রহন ঃ ট্রাফিক বিভাগ সড়কে যানবাহনের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও অন্য দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সড়ক সংস্কারের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে।

১৩. অবৈধ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও স্ট্যান্ড উচ্ছেদ করণ ঃ রংপুর মহানগরে অবৈধ যানবাহনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মামলা ও আটক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া মডার্ণ মোড়, লালবাগ, সাতমাথা, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় হতে অবৈধ লেগুনা, মাহেন্দ্র, সিএনজি চালিত গাড়ীর স্ট্যান্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে।

১৪. হেলমেট ব্যবহারে উৎসাহিত করণ ঃ মহানগরে মটরসাইকেল আরোহীদের শতভাগ হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে নিয়মিত সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করে যাচ্ছে ও নিয়মিত মামলা রুজুর কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।

১৫. আইনের কঠোর প্রয়োগ ঃ সড়কে শৃঙ্খলা বজায় ও মানুষের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় ট্রাফিক বিভাগ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর কঠোর প্রয়োগ করে যাচ্ছে। গত এক বছরে ৬০,৯৪২ টি মামলা ও ২,১০,৫৫,৪৪৪/- (দুই

কোটি দশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চাঁরশত চুঁয়াল্লিশ) টাকা জরিমানা আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। এ সময় ১৬৫৭ টি যানবাহন আটক করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হয়রানি রোধকল্পে মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠার প্রায় প্রথম থেকেই ট্রাফিক বিভাগে ই-প্রসিকিউশন চালু করা হয়েছে। যা মহানগরবাসীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

বর্তমান ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায় ও দৃশ্যমান পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে ঃ

ক. গণপরিবহনের ডাটাবেজ তৈরী ঃ ট্রাফিকের কাজে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য রংপুর মহানগর এলাকায় বিভিন্ন রুটে চলাচলরত গণপরিবহনের রুটভিত্তিক তালিকার ডাটাবেজ তৈরীর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া মহানগরে সকল ধরনের গণপরিবনের মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের কার্যনির্বাহী সদস্যদের তালিকা সংগ্রহের কাজ চলছে।

খ. বডি ওর্য়ান (Body Worn) ক্যামেরার সংযোজন ঃ কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের কাজের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও জনগণের সাথে ঝামেলা এড়ানোর লক্ষ্যে প্রতিটি পোস্টে কর্মরত সদস্যদের বডি ওর্য়ান ক্যামেরা সংযোজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ. মহানগরীর প্রবেশ পথে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন ঃ রংপুর মহানগরীর প্রবেশ পথে অর্থাৎ দমদমা, মন্থনা, নব্দীগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় ট্রাফিক সর্তকর্তামূলক তথ্যাদি সম্বলিত ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন এর মাধ্যমে ট্রাফিক আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

ঘ. মহানগরের গুরুত্বপূর্ন স্থানে ডিজিটাল ট্রাফিক সিস্টেম চালু করণ ঃ মহানগরীতে যানজট নিরসনে এনালগ পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল সাইন ও সিগন্যাল চালুকরণ।

ঙ. গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অটোরিক্সার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ঃ যানজট নিরসনের লক্ষ্যে মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিকল্প রাস্তায় চলাচলের ব্যবস্থা রেখে অটোরিক্সার প্রবেশ বন্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

চ. আজাদ হোমিও হল হতে কাঁচা বাজারের রাস্তা একমূখীকরণ ঃ সিটি বাজারস্থ কাঁচা বাজারের আড়তে শাক-সবজির গাড়ী প্রবেশের সুবিধার্থে আজাদ হোমিও হল হতে কাঁচা বাজারের আড়ৎ পর্যন্ত রাস্তাটি একমখী করণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ছ. পার্কিং প্লেস নির্ধারণ ঃ পর্যাপ্ত পার্কিং প্লেস না থাকায় মহানগরে প্রায় যানজট সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা দূরীকরণে ট্রাফিক বিভাগ কিছু পার্কিং প্লেস নির্ধারণের মাধ্যমে যানজট নির্মূলে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

জ. রোর্ড মার্কিং ব্যবস্থা চালু করণ ঃ মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সমূহে রাস্তার মাঝে রং দিয়ে হাইওয়ের মতো মার্কিং এর ব্যবস্থা করে বাম লেনে ধীর গতির এবং ডান লেনে দ্রুত গতির গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থার মাধ্যমে যানজট হ্রাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঝ. ওয়াচ টাওয়ার নিমার্ণ ঃ যানজট নির্মূল ও সুষ্ঠ ট্রাফিক ব্যবস্থার স্বার্থে মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঞ. সাইন ও নির্দেশনা চিহ্নযুক্ত সাইনবোর্ড স্থাপন ঃ মডার্ণ মোড়, সাতমাথা ও মেডিকেল মোড়ে পথ নির্দেশনা চিহ্নযুক্ত বড় সাইনবোর্ড স্থাপন করে যান চলাচল সহজ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ মহানগরের আওতাধীন মহাসড়ক ও অন্যান্য সংযোগ সড়কে ট্রাফিক

শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার নিমিত্তে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বেআইনি যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও অবৈধ চালকদের বিরুদ্ধে কার্যকর ও কঠোর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। রুটপারমিট ও ফিটনেসবিহীন গাড়ী চিহ্নিতপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ, রাস্তা প্রশস্তকরণ, ফুটপাত দখলমুক্তকরণ এবং ডিজিটাল সিস্টেম সংযোজন কাজে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে ট্রাফিক বিভাগের নিজস্ব ভাবনাগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারলে মহানগরবাসী অচিরেই এর সুফল পাবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যায়। একটি আধুনিক, নিরাপদ ও যানজটমুক্ত মহানগরী প্রতিষ্ঠায় ট্রাফিক বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে মহানগরীর সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে সর্বোচ্চ যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে এটিই আমাদের অঙ্গীকার।

উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর

ট্রাফিক বিভাগের কার্যক্রম

ট্রাফিক বিভাগের কার্যক্রম

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের

গোয়েন্দা বিভাগের সাফল্য

উত্তম প্রসাদ পাঠক

'বাংলাদেশ পুলিশ হবে জনগণের প্রথম ভরসাস্থল'- মাননীয় আইজিপি স্যারের এই বাণীকে সামনে রেখে রংপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক কোভিড-১৯ এর ক্রান্তিলগ্নে জনগণের মাঝে বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের জন্য রংপুর মেট্রোপলিটনে বিভিন্ন পুলিশিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। রংপুর মহানগরীর প্রতিটি মানুষ যাতে নিরাপদে, শান্তিতে নগরীতে বসবাস করতে পারে সে লক্ষ্যে গোয়েন্দা বিভাগের টিম নিরলসভাবে কাজ করছে।

সাধারণ মানুষ যাতে ন্যায্য মূল্যে টিসিবির পণ্য এবং ওএমএস-এর পণ্য পেতে পারে সেজন্য অবৈধ মজুদদার ও ডিলারদের বিরুদ্ধে সাঁরাশি অভিযান পরিচালনা করে রংপুর মহানগরী গোয়েন্দা পুলিশ সাতটি নিয়মিত মামলা এবং ০২ টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২৩ জন আসামিসহ ১৩ হাজার ৪০২ লিটার তেল, ১ হাজার ১৫০ কেজি চিনি, ৫০ কেজি ডাল এবং ৭৭০ কেজি চাল উদ্ধার করা হয়। যার মূল্যমান ১৪,৬৬,৭৭০ (চৌদ্দ লাখ ছেষট্টি হাজার সাতশ সত্তর) টাকা। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গুজব সৃষ্টিকারীদের রংপুর মহানগরীসহ বিভিন্ন জেলা থেকে ছয়টি এন্ড্রয়েড ফোন এবং একটি ল্যাপটপ উদ্ধারসহ ছয়জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া, নকল প্রসাধনী তৈরির কারখানায় অভিযান, নকল ধানবীজ উদ্ধার অভিযান, নকল মবিল কারখানা অভিযান, নকল তেল তৈরির কারখানায় অভিযান, নকল হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও ডেটল উদ্ধার অভিযান, নকল টাইলস সিমেন্ট উদ্ধার অভিযান, নকল প্লাস্টিক কারখানায় অভিযান, ভেজাল ব্লিচিং পাউডার কারখানায় অভিযান, ঈদ উপলক্ষ্যে ভেজাল সেমাই তৈরির কারখানায় অভিযান, ভেজাল বেকারি পণ্য তৈরির কারখানায় অভিযান, কোভিড-১৯-কে কেন্দ্র করে নকল ওষুধ উদ্ধার অভিযান, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় মাদক উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়া টাস্কফোর্স-২ এর আহ্বায়ক হিসেবে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জারি করা ১৩ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নে রংপুর মহানগরীর বিভিন্ন হাটবাজারে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ, ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা, বিপণিবিতানে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গত ৩ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত রংপুর মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় ৫২টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রায় ১৫,১৩,৫০০/- (পনের লাখ তের হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা করা হয়।

গোয়েন্দা বিভাগ, আরপিএমপি'র অভিযানসমূহ:

১. টিসিবি ও ওএমএস সংক্রান্ত অভিযান পরিচালনা

সারা দেশে টিসিবির পণ্য ও ওএমএস কার্যক্রমে যেকোনো ধরণের মজুদদারি বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে কঠোর হুঁশিয়ারি ব্যক্ত করেন। টিসিবি'র পণ্যের বিষয়ে মাননীয় আইজিপি স্যারের নির্দেশনায় রংপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ নিম্ন বর্ণিত সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মরনব্যধি কোভিড-১৯ এর সময়ে বিপর্যস্থ গরীব-দুঃখী মানুষের জন্য সরকার প্রদত্ত টিসিবির পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রির নামে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অবৈধ লাভের উদ্দেশ্যে মজুদ করে। এদের বিরুদ্ধে আরপিএমপি গোয়েন্দা শাখার টিম গোয়েন্দা বিভাগের অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে দেশে সর্বপ্রথম এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করে। মহান জাতীয় সংসদেও এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি ভাইরাল হয়, কয়েক লক্ষ শেয়ার হয় এবং সব ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারিত হয়। বক্সখাটের নিচ থেকে এ ধরনের তেল উদ্ধারের ঘটনা অভিনব হওয়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ঘটনাটি 'খাটের নিচে তেলের খনি' নামে অভিহিত হয়। এ ঘটনায় পুলিশের ইমেজ বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জন্য সারা দেশে সরকারের প্রদত্ত ন্যায্য মূল্য টিসিবির পণ্য বিক্রিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়।

ক. খাটের নিচে তেলের খনি- টিসিবি'র ১২৩৮ লিটার সয়াবিন তেল উদ্ধার

গত ১৫ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রাত ১০টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যপার্বতীপুর, ওয়ার্ড-১৭, রোড-১/৪, বাড়ি-২২ ধৃত মো. হানিফ মিয়ার (৪৭) বসতবাড়ি তল্লাশি করে শয়ন কক্ষের বড় খাটের নিচে বসুন্ধরা ব্র্যান্ডের টিসিবি'র পণ্য ১২৩৮ লিটার সয়াবিন তেল উদ্ধারপূর্বক জব্দ করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ১,২৩,৮০০ টাকা। উদ্ধার করা সয়াবিন তেল আসামিরা অবৈধ লাভের জন্য কালোবাজারি করে বিক্রির উদ্দেশ্যে বড় খাটের নিচে মজুদ করে। প্রাথমিকভাবে সমগ্র বাসায় তল্লাশির পরেও কোনো তেল উদ্ধার করা যায়নি, তবে সাধারণ বাড়িতে বিলাসবহুল একাধিক বক্স খাট দেখে গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের সন্দেহ হয়। এরপর বক্সখাটের পাটাতন উঠানো হয় এবং সোনালী রংয়ের বোতল দেখা যায়। পরবর্তীতে অভিনব ঘটনা ঘটে। গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠক প্রথম কক্ষ তল্লাশির সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী কক্ষে তল্লাশিকালে বক্সখাটের নিচে একই ধরনের টিসিবির তেলের মজুদ দেখতে পান। দুই রুমের বক্স খাট থেকে তেল উদ্ধার করার পর পর ঘটনার সাথে জড়িত আসামি মোঃ হানিফ মিয়া (৪৭), পিতা-মৃত হাজী আঃ মান্নান, সাং-মধ্য পার্বতীপুর, ওয়ার্ড-১৭, রোড-১/৪, বাড়ি-২২ এবং মো. লাল মিয়া (৫২), পিতা-মৃত আশরাফ আলী, সাং-মধ্য পার্বতীপুর, উভয় থানা-কোতয়ালি, রংপুর মহানগরকে গ্রেফতার করা হয়। এ বিষয়ে কোতয়ালি থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(১)/২৫-ঘ ধারায় মামলা করা হয়।

খ. টিসিবির ১৭৫৬ লিটার সয়াবিন তেল, ৯০০ কেজি চিনি এবং ৫০ কেজি ডাল উদ্ধার

গত ১০ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সের অভিযানে কোতয়ালী থানাধীন কামালকাছনা মৌজার তিনমাথা মোড়ে জনৈক মোঃ মহিউল ইসলামের (প্রবাসী) ভাড়া দেওয়া বাড়ি থেকে ১৭৫৬ লিটার সয়াবিন তেল, ১৮ বস্তা চিনি (ওজন ৯০০ কেজি), এক বস্তা ডাল (ওজন ৫০ কেজি) জব্দ করা হয় যার, মোট মূল্য- ২,৪২,৬০০ (দুই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার ছয়শ) টাকা। করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে চোরাই বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুদ ও চোরাই কাজে সহায়তা করার অপরাধে আসামি মোঃ আব্দুল হালিম (৫৫), পিতা- মৃত আব্দুল মোত্তালেব, সাং- পশ্চিম খাসবাগকে গ্রেফতার করা হয় এবং গ্রেফতারকৃত আসামিসহ পলাতক আসামি মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডিলার মেসার্স মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, স্টেশন রোড এবং মোঃ আজমল উদ্দিন, প্রোঃ মেসার্স জোহরা এন্টারপ্রাইজ, পূর্ব শালবন, আরসিসিআই স্কুল এন্ড কলেজ মোড়, সর্ব থানা- কোতয়ালী, আরপিএমপি, রংপুরের বিরুদ্ধে কোতয়ালি থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এর ২৫(১)/২৫-ঘ ধারায় মামলা করা হয়।

গ. টিসিবির ৩১০৭ লিটার সয়াবিন তেল ও ১৫০ কেজি চিনি উদ্ধার

গত ১৩ এপ্রিল ২০২০খ্রিস্টাব্দ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ কোতয়ালি থানাধীন পাকপাড়ার রূপান্তর টাওয়ার সংলগ্ন গ্রেফতারকৃত আসামি পার্থ ঘোষ (৩১), পিতা-মৃত নারায়ণ ঘোষ, সাং-পালপাড়া, কোতয়ালি-এর ভাড়া নেয়া একটি গোডাউনে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুদ করা টিসিবির ৩১০৭ লিটার সয়াবিন তেল এবং ১৫০ কেজি চিনি উদ্ধার করা হয়। যার মূল্য ২,৪৮,৫৬০ (দুই লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশ ষাট) টাকা। পরবর্তীতে এ সংক্রান্তে কোতয়ালি থানার দন্ডবিধি ৪০৬/৪২১/৪২৪/১০৯ ধারায় মামলা করা হয়।

ঘ. টিসিবির ৫৫৪ লিটার সয়াবিন তেল এবং ১০০ কেজি চিনি উদ্ধার

গত ১১ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ ১২:২০ মিনিটে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স রংপুর মেট্রোপলিটনের কোতয়ালি থানাধীন পূর্ব শালবন বোতলাপাড়া (বৈশাখীর মোড় সংলগ্ন আল ইয়াফী স্টোর), প্রোঃ মোঃ লুৎফর রহমান (৪৯), পিতা- মৃত শহিদুল্লা, সাং- পূর্ব শালবন বোতলা পাড়া (বৈশাখী মোড়), ওয়ার্ড নং-৩০, কোতয়ালি, রংপুরের দোকান সংলগ্ন বসতবাড়ি তল্লাশি করে ৫৫৪ (পাঁচশ চুয়ান্ন) লিটার সয়াবিন তেল এবং ১০০ (একশ) কেজি চিনি [যা টিসিবি পণ্য, যার আনুমানিক মূল্য ৬২,৪০০ (বাষট্টি হাজার চারশ টাকা)] অবৈধ লাভের জন্য বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুদ করা অবস্থায় উদ্ধারপূর্বক জব্দ করে এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়। কোতয়ালি থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এর ২৫(১)/২৫-ঘ ধারায় মামলা করা হয়।

ঙ. টিসিবির ৬৪৮০ লিটার সয়াবিন তেল উদ্ধার

গত ১৩ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোয়েন্দা বিভাগের একটি টিম কোতয়ালি থানাধীন আলমনগর রবার্টসনগঞ্জ হতে আসামি মোঃ ইরফান হাসান সুমন (৩৪), পিতা-মৃত হাসান ঈমাম, সাং-মাছুয়াপট্টি, আলমনগরের ভাড়াকৃত গোডাউন থেকে টিসিবির পণ্য ৩২৪ (তিনশ চব্বিশ) কার্টুন (৪ পিচ ০৫ লিটার বোতল) জব্দ করে, যার প্রতিটি কার্টুন ২০ লিটার সয়াবিন তেল মোট ৩২৪x২০=৬৪৮০ (ছয় হাজার চারশ আশি) লিটার, (যার অনুমান মূল্য= ৬,৪৮,০০০/- ছয় লাখ আটচল্লিশ হাজার টাকা)। এ সময় আসামি মোঃ হরুন উর রশিদ @ হরুন (৬৫), পিতা-মৃত সোলাইমান আলী, সাং- আলমনগরকে গ্রেফতার করা হয়। এ সংক্রান্তে গ্রেফতার আসামিসহ পলাতক আসামি মো. রাজিব হাসান (২৮), পিতা- মো. হারুন উর রশিদ @ হারুন, সাং- আলমনগর কলোনি পলাতক আসামী ও মোঃ নয়ন পারভেজ (৩৪), পিতা- মোঃ হারুন উর রশিদ @ হারুন, সাং- আলমনগর কলোনী সর্ব ওয়ার্ড নং-২৭, থানা- কোতয়ালি, মহানগর, রংপুরের বিরুদ্ধে কোতয়ালি থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এর ২৫(১)/২৫-ঘ ধারায় মামলা করা হয়।

চ. ওএমএস-এর ১৪০ কেজি চাল উদ্ধার

গত ২০ মে ২০২০খ্রিস্টাব্দে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ তাজহাট থানাধীন আশরতপুর পূর্ব ঘাঘটপাড়া ডিলার মৌসুমী এন্টার প্রাইজের নিজ বাড়িতে ৩টি প্লাস্টিকের মুখ বাঁধা সারের বস্তায় ১৪০ কেজি চাল এবং বিভিন্ন নামে ওএমএস-এর ৭ (সাতটি) বিশেষ কার্ড উদ্ধারসহ আসামি ১। মোঃ রওশন ইজদাহানি@ সোহেল (৩৯), পিতা- মৃত মনছুর আলী মন্ডল, সাং- রাঙ্গামাটি, থানা- পীরগঞ্জ, জেলা- রংপুর, বর্তমান ঠিকানা- সাং- পূর্ব ঘাঘটপাড়া, থানা- তাজহাট, ২। মোছাঃ রেহেনা বেগম (অসুস্থ) (৫৫), স্বামী-মৃত মমদেল হোসেন, সাং- আশরতপুর পূর্ব ঘাঘটপাড়া, থানা- তাজহাট, ৩। মোছাঃ মনিরা বেগম (৩২), স্বামী- মাহমুদ, সাং- পশ্চিম বাবু খাঁ, থানা- কোতয়ালি, সর্ব মহানগর, রংপুরকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে তাজহাট থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এর ২৫ ধারায় মামলা করা হয়।

ছ. টিসিবি পণ্য ৬৭ লিটার সয়াবিন তেল উদ্ধার

গত ২৪ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) উপ-পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ আবু মারুফ হোসেনের তত্ত্বাবধানে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে কোতয়ালি থানাধীন মিনি সুপারমার্কেটে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় ফাতেমা স্টোর প্রোপাইটার মোঃ সাহিদ ইসলাম, পিতা-মৃত সদু পাটোয়ারী, সাং-সেন পাড়া. বাসা নং-৩৭/০১ এর দোকান থেকে টিসিবির লোগো সংবলিত ৬৭ লিটার সরকারি সয়াবিন তেল উদ্ধার করা হয়। পরে ভোক্তা সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫২ ধারা অনুসারে টিসিবির পণ্য অবৈধ মজুদ করার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ফাতেমা স্টোরের মালিককে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়।

২. করোনা ভাইরাস নিয়ে গুজব সংক্রান্তে ৫ জন আটক

গত ৩ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে CORONAVIRUS (covid-19) SAFE BANGLADESH নামক গ্রুপে Ashik Sorker ফেসবুকে একটি পোস্ট শেয়ার করেন যাতে লেখা ছিল ‘রংপুর ধাপ এলাকায় আজ রাত ৯ টার দিকে একজন সৌদি প্রবাসী করোনার লক্ষণ নিয়ে মারা গেছেন....... কেউ জানতেন না যে উনি অসুস্থ ছিলেন, পুরো ধাপ এলাকা পুলিশ ঘিরে রেখেছে...... হয়তো পুরো ধাপ এরিয়া লকডাউন হয়ে যাবে.......!! যারা ধাপ এলাকার দিকে থাকেন সাবধানে থাকুন। আল্লাহ জানে কি হবে.......।‘ এই পোস্ট শেয়ার করে রংপুর মহানগরসহ সারা দেশে মিথ্যা ও ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, কমিশনার মহোদয়ের গোচরিভূত হলে সাথে সাথে এডিসি, গোয়েন্দা বিভাগ, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুরকে

তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তাৎক্ষণিক এডিসি ডিবি জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠক সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ গাইবান্ধা জেলাসহ রংপুর এর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই গ্রুপের মডারেটর ১। মোঃ আশিক সরদার (২০), পিতা- মোঃ আব্দুল মান্নান, মাতা- মোছাঃ দুলালী বেগম,সাং- মনমথ (কাঠগড়া), থানা- সুন্দরগঞ্জ, জেলা- গাইবান্ধাকে গ্রেফতার করেন। তার দেওয়া তথ্যমতে পরবর্তীতে আরও ব্যাপক অভিযান চালিয়ে গ্রুপের অপর চারজন এডমিনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় তাদের গ্রুপের প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) সদস্য রয়েছে। যাদের নিয়ে পরবর্তীতে গুজবের মাধ্যমে ভীতি সঞ্চারের পরিকল্পনা ছিল বলে তারা জিজ্ঞাসাবাদে জানায়। এ সংক্রান্তে কোতয়ালি থানার মামলা নং-০৫, তারিখ-০৪/০৪/২০২০ খ্রিঃ, ধারা-ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৫(১)(খ)/৩১(১)/৩৫(১) অনুসারে মামলা করা হয়।

৩. ভেজাল সামগ্রী উদ্ধার অভিযান

- ব্লিচিং পাউডার উদ্ধার

করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবে প্রকৃত স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী জনগণের মাঝে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ গত ১১ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে কোতয়ালি থানাধীন হাড়িপট্টিতে ব্লিচিং পাউডার কারখানায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। চক পাউডার এবং ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে প্যাকেটজাত করার সময় ০৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জব্দ প্রায় ৮০ কেজি নকল ব্লিচিং পাউডার বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করা হয় এবং ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়।

- নকল প্রসাধণী উদ্ধার

গত ১১ মে ২০২০খ্রিস্টাব্দ সোমবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ কোতয়ালি থানাধীন খাসবাগ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ধৃত আসামি মোঃ মিথুন মিয়া (৩৯), পিতা- মোঃ ময়েন উদ্দীন, সাং- পশ্চীম খাসবাগ, ওয়ার্ড-৩০, থানা-কোতয়ালি, রংপুর মহানগর, রংপুরের বসতবাড়ী সংলগ্ন ভাড়াকৃত গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণে বিভিন্ন ব্যান্ডের কসমেটিকস, পাউডার, ভ্যাসলিন, গ্লিসারিন, ফেসওয়াশ, বিভিন্ন প্রকার জেল, আতরসহ বিভিন্ন পণ্য উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৭,০০০০০/- (সাত লাখ) টাকা। পরবর্তীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ধৃত আসামিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেন।

- নকল ধানের বীজ উদ্ধার

গত ১৫ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাজহাট থানাধীন ধর্মদাশপুর বারো আউলিয়াস্থ কাওছার রহমানের চাতালের ভাড়া গোডাউনে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করা হয়। আসামি মোঃ বাহার উদ্দিন, ভারত সিডস, শীষ মার্কা মহারাষ্ট্র ধানের বীজ, উত্তর দিনাজপুর ভারত বীজ ভান্ডারসহ বিভিন্ন নামে আমন ধানের বীজ সংরক্ষণ করার জন্য প্লাষ্টিকের উন্নতমানের প্যাকেটে স্বর্ণা ধানের নকল বীজ উৎপাদন করে। ওই গোডাউনে প্রায় ১৬০০ কেজি নকল ধানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করার অপরাধে মোঃ বাহার উদ্দিন (৫০), পিতা- মৃত আব্দুল হালিম, সাং- জামতলা মসজিদ কেরানি পাড়া, কোতয়ালি, রংপুর মেট্রো এবং প্রোঃ বিসমিল্লাহ সিডস, সিটি বাজার, রংপুর কে ভ্রাম্যমাণ আদালত ২০১৮ সালের বীজ আইন ২৪(১) লংঘনের দায়ে ওই আইনের ২৪(২) ধারা অনুসারে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

- প্লাস্টিক কারখানায় অভিযান

গত ১৩ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাহিগঞ্জ থানা এলাকায় চারটি প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতে অভিযান চালানো হয়। ওই চারটি কারখানার মালিক যথাক্রমে মোঃ আক্তার হোসেনের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা, মোঃ আয়নাল হকের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা, মোঃ হানিফ মিয়ার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা এবং নুরুল ইসলামের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকাসহ মোট ৮০ হাজার টাকা ভ্রাম্যমাণ আদালত জরিমানা আদায় করেন।

- সেমাই কারখানায় অভিযান

* গত ১৪ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ তাজহাট থানাধীন ২৮ নং ওয়ার্ড এর তাজহাট রোডে নতুন একটি কাঁচা টিন শেড বাড়িতে জনৈকা মোছাঃ মাকছুদা আক্তার পলি (৪০), স্বামী মোঃ কামরুল হাসান চৌধুরী, সাং-তাজহাট আলমনগরের মালিকানাধীন দ্বীপ ফুড প্রোডাক্টস কারখানায় অভিযান পরিচালনাকালে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ব্যবস্থাপনায় সেমাই, বিস্কুট, চানাচুর ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য তৈরি করায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের উপস্থিতিতে কারখানার মালিক মোছা. মাকছুদা আক্তার পলিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

* গত ১৭ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মোঃ বাবুল মিয়া (৩৫), পিতা- মৃত হবিবর রহমান, মাতা- মাহমুদা বেগম, সাং -জলছত্র, থানা- পরশুরাম, মহানগর রংপুরের বসত বাড়ি সংলগ্ন তার মালিকানাধীন সোনালী বেকারিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ওই বেকারি সংলগ্ন বসতবাড়ির ভিতরে গরুর খড়ের গাদার ভিতরে লুকানো অবস্থায় ৯ ব্যাগে (সাদা পলিথিনের বড় ব্যাগ) প্রায় ১০০-১২০ কেজি সেমাই উদ্ধার করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত এ সময় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা জরিমানা করেন।

* গত ৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জনৈক মোঃ হিরা মিয়া, পিতা- গোলাম মোস্তফা, সাং-আলম নগর, কোতয়ালি, আরপিএমপি-এর সেমাই কারখানায় অভিযান চালিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেমাই তৈরির দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়।

- নকল মবিল কারখানায় অভিযান

গত ২৪/০৮/২০২০ খ্রিঃ বিকাল অনুমান ১৭.১০ ঘটিকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র উপ-পুলিশ কমিশনার জনাব মো: আবু মারুফ হোসেন এর তত্ত্বাবধানে অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠক এর নেতৃত্বে পুলিশ পরিদর্শক(নি:) এবিএম ফিরোজ ওয়াহিদ, এসআই (নিঃ) মোঃ গোলাম মোর্শেদ, এসআই (নিঃ) মোঃ নাহিদ হাসান সঙ্গীয় ফোর্সসহ রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর এর কোতয়ালী থানাধীন, মিনি সুপারমার্কেট(জেলা সুপার মার্কেট সংলগ্ন) এর ভিতরে অভিযান পরিচালনা করিয়া ফাতেমা স্টোর প্রোপাইটার মোঃ সাহিদ ইসলাম, পিতা-মৃত সদু পাটোয়ারী, সাং-সেন পাড়া, বাসা নং-৩৭/০১ এর দোকান হইতে টিসিবির লোগো সংবলিত মোট ৬৭ লিটার সরকারী সয়াবিন তেল উদ্ধার করেন। উক্ত তেলের বিষয়ে তিনি কোন বৈধ কাগজপত্র প্রদর্শন করতে পারেন নাই। পরবর্তীতে অভিযানে উপস্থিত জেলা প্রশাসক রংপুর এর প্রতিনিধি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মাহমুদ মৃধা ভোক্তা সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ৫২ ধারা মোতাবেক টিসিবি পণ্য অবৈধ মজুদ করার অপরাধে উক্ত ফাতেমা স্টোর এর মালিক কে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়।

- নকল তেল তৈরীর কারখানায় অভিযান

গত ২৭/০৮/২০২০ খ্রিঃ ১৪.৪৫ ঘটিকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা বিভাগ এর উপ-পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ আবু মারুফ হোসেন এর নির্দেশে অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠক এর নেতৃত্বে তাজহাট থানাধীন খোর্দতামপাট সরদারপাড়া গ্রামস্থ বি আর বি মার্কেটিং কোম্পানীর নিজস্ব কারখানায় ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত অভিযানে বিপুল পরিমানে ভেজাল নারিকেল তেল, তেল তৈরীর উপকরণ পাওয়া যায়। উক্ত কারখানার পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড় পত্র না থাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মাহমুদ হাসান মৃধা, রংপুর কোম্পানির ম্যানেজার মোঃ জহুরুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৪ ধারা মোতাবেক ৫০০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা করেন এবং অনাদায়ে চার মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। ম্যানেজার জরিমানার টাকা পরিশোধ করেন।

৪. নকল স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী উদ্ধার

* গত ৭ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বেলা অনুমান ৩টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাহিগঞ্জ থানাধীন খাসবাগ বালাপাড়া প্রণয় বনিকের চাতালের ভিতরে জনৈক মো. ইকবাল হোসেন (৪০) এর বাসায় অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণে নকল হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও নকল হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেন। যার অনুমান মুল্য ৩,০০,০০০ (তিন লাখ) টাকা। পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেট এর উপস্থিতিতে মোঃ ইকবাল হোসেন কে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫০,০০০/- হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিনের জেল প্রদান করা হয় এবং নকল মালামালগুলি ম্যাজিস্ট্রেট এর নির্দেশে ধ্বংস করা হয়।

* গত ৮ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স কোতয়ালি থানাধীন মধ্য বাবুখাঁ এবং বেতপট্টি মোড়ে বেনকো হার্ডওয়ার এবং কালার কালেকশান হার্ডওয়ার দোকানে অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণে নকল হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও নকল হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেন। যার মূল্য ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। পরবর্তী-তে ম্যাজিস্ট্রেট এর উপস্থিতিতে মোঃ মোস্তাফিজার রহমান কে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০,০০০/- হাজার টাকা জরিমান অনাদায়ে ৩ মাসের জেল প্রদান করা হয় এবং নকল মালামালগুলি ম্যাজিস্ট্রেট এর নির্দেশ ধ্বংস করা হয়।

৫. হাসপাতাল ও ক্লিনিকে গোয়েন্দা শাখার অভিযান

* গত ২৫ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে আরপিএমপি গোয়েন্দা বিভাগ ডিসি (ডিবি) জনাব মোঃ আবু মারুফ হোসেন এর তত্ত্বাবধানে এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিক (মা-বাবা হাসপাতাল, ধাপ, রংপুর, রংপুর স্পেশালাইড হসপিটাল, ধাপ, রংপুর, পপুলার জেনারেল হাসপাতালে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১,০০০০০/- (এক লাখ) টাকা জরিমানা করে।

* গত ২৮ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর ডিসি (ডিবি) জনাব মোঃ আবু মারুফ হোসেন এর তত্বাবধানে এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ রংপুর শহরের ধাপ জেলরোড এলাকার স্বাধীন ব্লাড ব্যাংক, ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার, গ্রেন্ট এন্ড মাইন্ড ডায়াগনস্টিক ও কনসালটেশন সেন্টার, চেক আপ ডায়গনিস্টিক সেন্টার, হেলথ এইড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, পপুলার-২ ডায়াগনস্টিক সেন্টার হাসপাতাল/ক্লিনিকে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মোট ২,৯০,০০০ (দুই লাখ নব্বই হাজার) টাকা জরিমানা করে।

* গত ২৯ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগ এর ডিসি (ডিবি) জনাব মোঃ আবু মারুফ হোসেন এর তত্ত্বাবধানে এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ এর রংপুরের চেকপোস্ট, আরকে রোড ও ধাপ কেল্লাবন্দ এলাকায় ন্যাশনাল কমিউনিটি হাসপাতাল, সমতা ক্লিনিক এন্ড নার্সিং হোম, আইডিয়াল জেনারেল হাসপাতাল এন্ড নার্সিং হোম, রংপুর স্কয়ার হাসপাতাল, মেঘনা ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার, আইডিয়াল ডায়াগনিস্টিকস সেন্টার হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করে।

৬. অস্বাস্থ্যকর ও অনুমোদনহীন বেকারিতে ভেজালবিরোধী অভিযান

* গত ৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ আরপিএমপি, কোতয়ালি থানা এলাকার জনৈক মোহাম্মদ নাসিম হোসেন (৫০), পিতা-মঈনুদ্দিন সাং-সাজাপুর বাবুপাড়া, কোতয়ালী, আরপিএমপি-এর বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে অভিযান পরিচালনা করে এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৭,০০০ (সাত হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়।

* গত ১৭ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মোঃ নাজমুল হাসান (২৮), পিতা- রফিকুল ইসলাম, সাং- বুড়িরহাট বাহাদুর সিং, থানা-পরশুরাম, আরপিএমপি-এর বেকারিতে অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত মাধ্যমে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়।

* গত ১৮ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মোঃ মোখলেছুর রহমান, পিতা- মোঃ মকবুল হোসেন, সাং-পশ্চিম খাসবাগ, কোতয়ালি, আরপিএমপি, রংপুরের বিস্কুট তৈরির ফ্যাক্টরিতে অভিযান পরিচালনাকালে ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়।

* গত ১৮ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মোছাঃ নুরজাহান বেগম, স্বামী-মো. আব্দুল লতিফ, দকিগঞ্জ পশ্চিম খাসবাগ, কোতয়ালি আরপিএমপি, রংপুর-এর বেকারিতে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়।

* গত ১৮ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা বিভাগ এর এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মো. আনিস, পিতা- মৃত সিদ্দিক মিয়া, সাং-দকি

গঞ্জ, কোতয়ালী, আরপিএমপি-এর বসতবাড়ির ভিতরের বেকারিতে অভিযান পরিচালনাকালে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করেন।

৭. ভুয়া ডাক্তার গ্রেফতার

গত ২৯ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ দুপুর অনুমানিক ১টায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের এডিসি (ডিবি)জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় অফিসার-ফোর্সসহ রংপুর শহরের মেডিনোভা ক্লিনিক এন্ড নার্সিং হোম-এ অভিযান পরিচালনা করে ভুয়া ডাক্তার সনাতন চন্দ্র (৩৪) এবং তার সহযোগী ক) ম্যানেজার-তুলেশ চন্দ্র (৫২), খ) ওটি পিয়ন-আমনুল ইসলাম (২০), গ) ওটি বয়-আমিনুল ইসলাম (৪০), ঘ) ওয়ার্ড বয়-শাহানুরকে (৩০) গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে এ সংক্রান্তে কোতয়ালী থানার দন্ডবিধি-৪৬৮/৪০৫/৪১৯/৪২০/৩৪ ধারায় মামলা রুজু করা হয়।

৮. বহুল আলোচিত চাঞ্চল্যকর মো. জাহিদুন্নবি সোহেল হত্যা মামলায় জড়িত আসামিদের শনাক্তকরণ গ্রেফতার এবং হত্যার প্রকৃত কারণ উদঘাটন

গত ১১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসাপালের স্টাফ কোয়ার্টার্স সামনে রাত ১৯.৪৫ ঘটিকায় জাহেদুন নবী @ সোহেলকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অজ্ঞাতনামা আসামীগণ মারাত্মকভাবে আঘাত করলে রাত অনুমান ১১.৫০ ঘটিকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনায় রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের জন্য রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের নির্দেশে ডিসি (ডিবি) জনাব মোঃ আবু মারুফ হোসেন এর তত্ত্বাবধানে এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠক এর নেতৃত্বে টিম গঠন করা হয়। পরবর্তীতে গোয়েন্দা বিভাগ টিম এর সহযোগীতায় হত্যা মামলার ০৫ জন আসমী ১) মো. বরকত উল্ল্যাহ (১৮), পিতা- মো. আব্দুর রশিদ, ২) আনাম হোসেন আফ্রিদি (১৯), পিতা- মো. মিল্টন মিয়া, সাং- মেডিকেল পূর্বগেইট, উভয় থানা- কোতয়ালি, আরপিএমপি, রংপুর ৩) মো. আসিফ মিয়া অপু (২২), পিতা- মো. সোলেমান হোসেন ৪) মো. সাদ্দাম হোসেন সোহাগ (২৭), পিতা- মো. আ. মতিন ওরফে ডোম মতিন, সাং-মেডিকেল পূর্বগেইট, থানা- কোতয়ালী এবং ৫) মো. আল ইবনে আজিম ওরফে ব্রিটিশ (৩১), পিতা-মো. খতিবর রহমান, সাং- নিয়ামত পান্ডারদিঘি, থানা-পরশুরাম-কে দ্রুততম সময়ে গ্রেফতার করা হয় এবং গ্রেফতারকৃত ০৫ জন আসামিই বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেন। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।

৯. ২৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আত্মসাৎকারী প্রতারক গ্রেফতার

গত ১৪ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) উপ-পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ আবু মারুফ হোসেনের তত্ত্বাবধানে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে অফিসার- ফোর্সসহ রংপুর মহান-গরীর কোতয়ালি থানাধীন পার্বতীপুর গ্রামের জনৈক মোঃ ফেরদৌস মিয়ার বসতবাড়ি হতে প্রতারক মোঃ শামছুল হক সরকারকে (৬০) গ্রেফতার করা হয়। তিনি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে লোকজনদের চাকরি দেয়ার কথা বলে, বিদেশে পাঠানোর কথা বলে, পুলিশের চাকুরী দেয়ার কথা সহ বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে সর্বমোট ২৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। ওই প্রতারকের বিরুদ্ধে আরপিএমপি কোতয়ালি থানায় দন্ডবিধি ৩৬৫/৩৬৫/৪০৬/৪১৯/৪২০/৫০৬ ধারায় মামলা রুজু করা হয়।

১০ . অপহরণকারী গ্রেফতার ও ভিকটিম উদ্ধার

গত ১৮/০৮/২০২০ খ্রিঃ ভিকটিম সুকুমার রায় (৫০), পিতা- পশুনাথ রায়, মাতা- জানোকী বালা, সাং-তরুনীবাড়ী, (উত্তর সীমান্ত পাড়া), থানা- নীলফামারী সদর, জেলা- নীলফামারীকে অপহরণ করে শারিরীক নির্যাতন ও তার পরিবারের কাছ থেকে ২,০০,০০০ (দুই লাখ) টাকার দাবি করা হয়। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) উপ-পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ মারুফ হোসেনের নির্দেশে এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠক এর নেতৃত্বে মোঃ আরজুন (২১), পিতা- ময়না, সাং- গনেশপুর ক্লাব মোড়, কোতয়ালি, রংপুর মহানগর, রংপুরকে গ্রেফতার করা হয় এবং গ্রেফতার আসামিসহ পলাতক ও অজ্ঞাতনামা ৯/১০ জনের বিরুদ্ধে কোতয়ালী থানায় দন্ডবিধি ৩৬৫/৩৬৮/৩৮৫/৩৭৮/৩২৮/৩৪ ধারায় মামলা রুজু করা হয়।

১১. শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী শাবলু গ্রেফতার

গত ৯ মে ২০২০ খ্রিঃ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠক এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ কোতয়ালি থানার ১৪ নং ওয়ার্ডে অভিযান পরিচালনাকালে নদীর পাড়ে প্রকাশ্যে মাদক বিক্রি করায় রংপুর মহানগরীর অন্যতম শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী মোঃ শাবলু, পিতা: সাবেদ আলী, গ্রাম: মনোহরপুর, গোলাগঞ্জকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, আসামি মোঃ শাবলুর নামে ১০টি মাদক মামলা রয়েছে।

১২. ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে টাস্কফোর্স-২ এর অভিযান

এডিসি (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠক টাস্কফোর্স-২ এর আহ্বায়ক হিসেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জারি করা ১৩ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নে রংপুর মহানগরীর বিভিন্ন হাটবাজারে দূরত্ব নিশ্চিতকরণ, ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে সহায়তা, বিপণি বিতানে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে ৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন বিপণি-বিতান থেকে মোট ৩৯,০০০ টাকা ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা হয়।

১৩. ১৪৮০ পিস ইয়াবা উদ্ধার

গত ২৭ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) উপ-পুলিশ কমিশনার জনাব মো. আবু মারুফ হোসেনের তত্ত্বাবধানে অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) জনাব উত্তম প্রসাদ পাঠকের নেতৃত্বে হাজিরহাট থানাধীন জনৈক ইউনুছ আলীর পান দোকানের সামনে রংপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কে অভিযান পরিচালনা করে জনৈকা ১) মোছাঃ শাহিদা বেগম (৪০), পিতা- সাইদুল ইসলাম, স্বামী- মোঃ মোকছেদুর রহমান, সাং-হরকল্লির হাট এবং তার ছেলে ২) মোঃ রায়হান (১৮), পিতা- মো. মোকছেদুর রয়হান, সাং- হরকল্লিরহাট, উভয় থানা- কোতয়ালি (সদর) রংপুরকে ১৪৮০ (চৌদ্দশ আশি) পিস নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে এ সংক্রান্তে হাজিরহাট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) সারণি ১০ক/৪১ ধারায় মামলা রুজু করা হয়।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত গোয়েন্দা বিভাগ, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান চালিয়ে ৩০১১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১২ কেজি ৫০০ গ্রাম শুকনা গাঁজা, ১৪.৫ গ্রাম হেরোইন, ১৬৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে। উদ্ধার করা মাদকের মোট মূল্য ১১,৮২,৮০০ (এগারো লাখ বিরাশি হাজার আটশত) টাকা, মাদক বিক্রির নগদ অর্থ ১৯,৩২০ (উনিশ হাজার তিনশত বিশ) টাকা, আসামিদের ব্যবহৃত ৩৫টি মোবাইল ফোন এবং মাদক পরিবহনকাজে ব্যবহৃত ২টি মটরসাইকেল, ১টি প্রাইভেট কার, ১টি মাইক্রোবাস এবং ১টি অটোচার্জার ভ্যান জব্দ করা হয়।

রংপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা বিভাগ রংপুর মহানগরীর জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে জনবান্ধব পুলিশিং কার্যক্রমের অংশীদার হতে পেরে গর্বিত। আগামী দিনগুলোতে মহানগরবাসীর নিকট কাঙ্খিত পুলিশি সেবা প্রদান করতে আরপিএমপি, ডিবি ইউনিট বদ্ধপরিকর।

অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা বিভাগ)
আরপিএমপি, রংপুর।

গোয়েন্দা বিভাগের কার্যক্রম

গোয়েন্দা বিভাগের কার্যক্রম

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রসিকিউশন শাখার অর্জন ও সাফল্য

মোঃ আরিফুজ্জামান

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠিত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধী পৃথক মেট্রোপলিটন আদালত গঠিত না হওয়ায় বর্তমানে জেলা দায়রা জজ কোর্ট ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং এর অধিনস্থ আদালত সমূহের মাধ্যমে রংপুর মেট্রোপলিটন কোর্ট পুলিশের কার্যক্রম চলমান আছে। সেপ্টেম্বর/২০ হতে আগস্ট/২০ পর্যন্ত সময়ে ইস্যুকৃত ৩৫৭৬টি ওয়ারেন্টের মধ্যে ৩৭২২টি ওয়ারেন্ট নিস্পত্তি করা হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জিআর/সিআর ৫১১০টি ওয়ারেন্টসহ নতুন ইস্যু সর্বমোট ১২৪৬৯টি ওয়ারেন্ট এর মধ্যে অদ্যাবধী নিস্পত্তির সংখ্যা ৮৮৬৮টি। গত সেপ্টেম্বর/১৯ হতে আগস্ট/২০ পর্যন্ত সময়ে সাজা পরোয়ানা ইস্যু হয় মোট ৭৪টি উক্ত সময়ে সাজা পরোয়ানা নিস্পত্তি হয় ১৩টি। সবৃমোট সাজা পরোয়ানা ৫১৬টির মধ্যে নিস্পত্তির সংখ্যা ১৩০টি, বর্তমানে মোট মূলতবী ৩৮৬টি। সেপ্টেম্বর/১৯ হতে আগস্ট/২০ পর্যন্ত সময়ে নতুন ২৭০টি সমন ইস্যুর বিপরীতে মোট ৪৩৪ জন সাক্ষি হাজির করা হয়েছে। অদ্যাবধি সর্বমোট ১০৫৪টি সমনের মাধ্যমে ২৩৩৬ জন স্বাক্ষী বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উপস্থিত করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর/১৯ হতে আগস্ট/২০ পর্যন্ত সময়ে মোট ২৪৪৩টি মামলা বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

অদ্যাবধি বিচারিক আদালতে সর্বমোট ৩৭০১টি মামলা বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এর মধ্যে ১১টি মামলা বিচারের নিস্পত্তি হয়েছে। সেপ্টেম্বর/১৯ হতে আগস্ট/২০ পর্যন্ত সময়ে মোট ৩৬২২ জন আসামি স্কট করা হয়েছে। মেট্রোপলিটন কোর্ট পুলিশ গঠনের পর অদ্যাবধী সর্বমোট ১১৩৫১ জন আসামী স্কট করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর/১৯ হতে আগস্ট/২০ পর্যন্ত সময়ে ০২টি মামলার আলামত হিসেবে ১১৮ লিটার চোলাইমদসহ সর্বমোট ০৮টি মামলার আলামত হিসেবে ২০৪ লিটার চোলাইমদ, ১২২ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট, ৯৭ বোতল ফেন্সিডিল, ১২৫ কেজি গাঁজা, ৪০টি বিদেশী মদের বোতল, ৬৩২টি বিয়ারক্যান, ৪৫টি হুইস্কি বোতল, ৪০৭৪ পিছ নকল সিগারেটসহ সর্বমোট ২৬০৭৪ পিছ নকল সিগারেট, ০২ ড্রাম নকল নারিকেল তেল এবং ১৫ কার্টুন নকল কয়েল ধ্বংস করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর/১৯ হতে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ১৮টি মামলার আলামতের ১৩৫০৫/- টাকা বাজেয়াপ্ত খাতে সোনালী ব্যাংকে জমা করা হয়েছে। কোর্ট পুলিশের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে আদাল চত্ত্বরের নিরাপত্তা বিধান, মালখানা রক্ষণাবেক্ষণ, আদালতে সাক্ষী-আসামী উপস্থাপন, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এসি (প্রসিকিউশন)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর

নগর বিশেষ শাখার কার্যক্রম

হিল্লোল রায়

নগর বিশেষ শাখার পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও ডিজিটাল সেবায় ফলে গোয়েন্দা কার্যক্রমে ইতিবাচক সফলতা এসেছে। কেপিআইসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা, রাজনৈতিক সন্দিগ্ধ ব্যক্তি, নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে আগাম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ এবং রংপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় আগত ভিভিআইপি, ভিআইপিসহ বিদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব, সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে আর্চওয়ে গেট স্থাপন এবং মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে তল্লাশির মাধ্যমে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

চলমান করোনা পরিস্থিতিতেও সিটিএসবি নিয়মিত ওয়াচ ডিউটির পাশাপাশি বিদেশসহ দেশের বিভিন্ন স্থান হতে মহানগর এলাকায় আগত নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ, তাদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ ও বাড়ীর সামনে নোটিশ বোর্ড লাগানোর কাজ ছাড়াও জঙ্গি ও নাশকতামূলক কার্যক্রম সংক্রান্তে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে তৎপর আছে।

করোনাকালীন সময়ে বাজার অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা প্রতিরোধ ছাড়াও সরকার কর্তৃক ত্রাণ বিতরণের সময় অসহায়, দুস্থ মানুষের ত্রাণ না পাওয়া, ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম, দুর্নীতি, গুজব সৃষ্টির মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের প্রলুব্ধ করে রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ, ধর্মঘট করে যে সকল দুষ্কৃতিকারী সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেছে তাদেরকে চিহ্নিত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হয় সিটিএসবি, আরপিএমপি। এর পাশাপাশি টিসিবি ও ওএমএস এর নিবন্ধিত যে সকল ডিলার অবৈধ লাভের আশায় টিসিবি/ওএমএস পণ্য খোলা বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ করেছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনার লক্ষ্যে সিটিএসবি কর্তৃক প্রদত্ত গোয়েন্দা তথ্যে ভিত্তিতেই মেট্রোপলিটন পুলিশ কিছু সফল অভিযান করতে সক্ষম হয়। এ ধরণের কিছু অভিযানের চিত্র তুলে ধরা হলো।

(ক) গত ১০ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. কোতয়ালী থানাধীন কামাল কাছনা মৌজার তিনমাথা মোড়ে জনৈক মোঃ মহিউল ইসলামের (প্রবাসী) ভাড়া দেওয়া বাড়ি থেকে টিসিবির ১৭৫৬ লিটার সয়াবিন তেল, ৯০০ কেজি চিনি এবং ৫০ কেজি ডাল উদ্ধার।

(খ) গত ১১ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. কোতয়ালি থানাধীন পূর্ব শালবন বোতলাপাড়া বৈশাখীর মোড় সংলগ্ন আল ইয়াফী স্টোর হতে টিসিবির ৫৫৪ লিটার সয়াবিন তেল এবং ১০০ কেজি চিনি উদ্ধার।

(গ) ১১ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. কোতয়ালি থানাধীন হাড়িপট্টিতে থেকে ৮০ কেজি নকল ব্লিচিং পাউডার উদ্ধার।

(ঘ) ১৩ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. কোতয়ালী থানাধীন পাকপাড়া (পালপাড়া) রূপান্তর টাওয়ার সংলগ্ন হতে টিসিবির ৩১০৭ লিটার সয়াবিন তেল ও ১৫০ কেজি চিনি উদ্ধার করা হয়।

(ঙ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ব্যবস্থাপনায় সেমাই, বিস্কুট, চানাচুর ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য তৈরি করার সময় গত ১৪ মে ২০২০ খ্রি. তাজহাট থানাধীন ২৮ নং ওয়ার্ড এর তাজহাট রোডে নতুন একটি কাঁচা টিন শেড বাড়িতে দীপ ফুড প্রোডাক্টস কারখানায় সেমাই কারখানায় অভিযান।

(চ) গত ১৫ মে ২০২০ খ্রি. তাজহাট থানাধীন ধর্মদাশপুর বারো আউলিয়া হতে প্রায় ১৬০০ কেজি নকল ধানের বীজ উদ্ধার।

(ছ) গত ২৭/০৮/২০২০ খ্রি. তাজহাট থানাধীন খোর্দতামপাট সরদারপাড়া গ্রামস্থ বি আর বি মার্কেটিং কোম্পানীর নিজস্ব কারখানায় অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ ভেজাল/নকল তেল, তেল তৈরীর উপকরণ উদ্ধার।

(জ) গত ২৪ আগস্ট ২০২০ খ্রি. কোতয়ালি থানাধীন মিনি সুপার মার্কেটে টিসিবি পণ্য ৬৭ লিটার সয়াবিন তেল উদ্ধার।

সিটিএসবি রংপুর মহানগর উল্লেখিত কর্মকান্ড ছাড়াও ই-পাসপোর্ট, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, চাকুরির ভেরিফিকেশন, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন এবং ভারত ও পাকিস্তান হতে আগত নাগরিকদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে থাকে। এছাড়াও মহানগরে বসবাসরত (চাকুরি, ব্যবসা এবং এনজিও কর্মী) বিদেশী নাগরিকদের গতিবিধি ও নজরদারির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করা হয়। চলমান করোনা পরিস্থিতির পূর্ব পর্যন্ত ভারত, নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপ হতে আগত রংপুর মেডিকেল কলেজে ৪২ জন; রংপুর কমিউনিটি কলেজে ৩৩৩ জন; রংপুর কমিউনিটি ডেন্টালে ১১২ জন; নর্দান মেডিকেল কলেজে ৩৪; প্রাইম মেডিকেল কলেজে ৩১১ জন; রংপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে ২ জনসহ মোট ৮৩৪ জন বিদেশী ছাত্র অধ্যয়নরত ছিল। বর্তমানেও কমিউনিটি মেডিকেলে ০৪ জন; প্রাইম মেডিকেলে ০৩; নর্দান মেডিকেলে ০২ জন; রংপুর মেডিকেলে ০৩ জন বিদেশী নাগরিক অবস্থান করছেন। তাদের গমনাগমনের জন্য ভ্রমণপত্র ইস্যু, ভিসা বর্ধিতকরণ, রেজিস্ট্রেশনসহ যেকোন ধরণের আইনগত সেবা প্রদান করে থাকে।

১৬/০৯/২০১৯খ্রিঃ হতে ৩১/০৮/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ৯২ জন বিদেশী নাগরিকের রেজিষ্ট্রেশন করার পাশাপাশি সিটিএস-বি'র কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর সর্বমোট ২৩৭ জনের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে; অনুরূপভাবে গত ১ বছরে ৮১১ টি ভিআরসহ সর্বমোট ১৪৭৮ টি ভিআর; ৪২১৬ টি পিভিআরসহ সর্বমোট ১০,৬৪৯ টি; ৫১০ টি পুলিশ ক্লিয়ারেন্সসহ সর্বমোট ৭৭৯ টি অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স প্রদান করে সিটিএসবি'র পক্ষ থেকে সেবাদান করা সম্ভব হয়েছে। এবং এখন পর্যন্ত ৩৩০৮৮ জন নাগরিকের তথ্য সিআইএমএস-এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে মহানগরের সকল নাগরিকের তথ্য সিআইএমএস-এ অন্তর্ভূক্ত না করা পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকবে।

কোন দেশের নিরাপত্তা, জাতীয় নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইত্যাদি সবকিছুই নির্ভর করে সেই দেশের গোয়েন্দা সংস্থার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। সেই দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় যদি ঐ দেশের গোয়েন্দা সংস্থা তথ্য প্রদানে সক্ষম না হয়। এজন্যই একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থাকে সেই দেশের চোখ ও কান বলা হয়ে থাকে। দেশের নিরাপত্তা, জাতীয় নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার্থে সিটিএসবি, আরপিএমপি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নগর বিশেষ শাখা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনসমূহ ও সরকার বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধে অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে তৎপর আছে। গত ১০/০৯/২০১৯ খ্রিঃ কোতয়ালী থানাধীন কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকাস্থ ন্যাশনাল প্রি-ক্যাডেট স্কুলে গোপন বৈঠক করাকালে সিটিএসবি'র গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নাশকতামূলক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা গ্রহণকালে ০৩ জন, ২৯/০১/২০২০ খ্রিঃ হাজিরহাট থানাধীন ২নং ওয়ার্ডের হাছনা বাজার চওড়া পাড়া জামে মসজিদে নাশকতামূলক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা গ্রহণকালে সিটিএসবি'র গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ০১ জন, এবং ফেব্রুয়ারি/২০২০ খ্রিঃ টার্মিনাল প্রাইম মেডিকেল কলেজের সামনে সরকার বিরোধী পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তুতিকালে সিটিএসবি'র গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ১১ জনকে গ্রেফতারপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রংপুর মেট্রোপলিটন তথা জাতীয় ও দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহপূর্বক যথাযথ কর্তৃকপক্ষকে অবহিত করতে সিটিএসবি আরপিএমপি, রংপুর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অফিসার ইনচার্জ (পরশুরাম থানা)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর

সবুজ মহানগরী বিনির্মাণে আরপিএমপি'র উদ্যোগ

সবুজ মহানগরী বিনির্মাণে আরপিএমপি'র উদ্যোগ

পুলিশ ও জনপ্রত্যাশা

উমর ফারুক

আমি একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে চিনি। খুব কাছ থেকে চিনি। যাবো যাবো করে যিনি বহুবার ঈদে বাড়ি যান নি। আসি আসি করে যিনি বহুবার সন্তানের জন্মদিনে মাঝরাতে বাসায় ফিরেছেন। 'মা, একটু পরে ফোন দিচ্ছি'- বলে যিনি কয়েকঘণ্টা পর মাকে ফোন করেছেন। ততক্ষণে হয়তো অপেক্ষা করতে করতে, মা মুঠোফোন হাতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। 'তোর সাথে একটুপর কথা বলছি' -বলে যিনি ছোটভাইকে কয়েকদিন ফোন দিতে ভুলে গেছেন। যার স্ত্রী বহুরাত পথ চেয়ে চেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এভাবেই তিনি পরিবারের সবাইকে প্রতিদিন ঠকান। মিথ্যে বলেন। কিছুদিন আগে, কাজ সেরে তিনি যখন বাড়ি ফিরতেন তখন পুরোবাড়ি ঘুমিয়ে পড়তো। তারপর তিনি রুটি চিবোতে বসতেন। একবার তাঁর এক ভগ্নিপতি বললেন, মাত্র দু-টো রুটির জন্য সারাদিন, রাত এত পরিশ্রম করিস? চল আমার বাড়ি। সারাদিন বসে থাকবি। কিচ্ছু করতে হবে না। আমি তোকে তিনবেলা খাওয়াবো। সেই পুলিশ সদস্যের ভেতরে তখন কী আলোড়ন তুলেছিলো আমি জানি না! কী উঁকি দিয়েছিলো আমার জানা নেই!

পুলিশ নিয়ে গণমানুষের মনে নানান চাওয়া আছে। চাওয়াগুলো কখনো স্বাভাবিক, কখনো বাড়াবাড়ি। আজও দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ পুলিশকে সবচেয়ে উঁচুশ্রেণির মানুষ মনে করে। তাদের ভয় পায়। সম্মানও করে। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা এমন এক পুলিশবাহিনী চাই যে পুলিশবাহিনী জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবে। আইনি অবকাঠামোর মধ্যে সর্বোচ্চ সহনশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করবে। এখন সময় এসেছে গণমানুষ ও পুলিশের মধ্যে প্রকৃত দূরত্বটা আরও কমিয়ে আনার। কমিউনিটি পুলিশিং ও বিট পুলিশিং-এর মাধ্যমে সেই কার্যক্রমে পুলিশ সদস্যরা ইতোমধ্যে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে। গণমানুষের হৃদয়ের অনেকটা গভীরে পৌঁছে গেছে। আমরা চাই, পুলিশ ও জনগণের সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বের এক মহাসেতু। সেই সেতু পাড়ি দেবে অনিরাপত্তার মহাসংকট। পুলিশ হবে জনগণের নিরাপত্তার প্রকৃত অতন্দ্রপ্রহরী। প্রতিরোধ ও প্রতিকার দুটো মানদণ্ডেই গণমানুষের অনন্য চাওয়া পূরণ করবে পুলিশবাহিনী। আমরা চাই এই বাহিনী গণমানুষের কাছে নির্ভিক, নিরপেক্ষ ও আস্থার অবিসংবাদিত প্রতীক হয়ে উঠুক। তাই স্বচ্ছতা ও জবাবাদিহিতা নিশ্চিত করে, গণমানুষের বিশ্বাস অর্জন করাই এখন পুলিশবাহিনীর মূললক্ষ্য বলে গণমনে প্রতীয়মান।

মোটাদাগে পুলিশের কাছে আমাদের প্রত্যাশা একটু বেশি। সাধারণ মানুষ তাই পুলিশের কাছে প্রত্যাশা করে -

১। পুলিশ সাদলাপী, সুমিষ্টভাষী হবে। ব্যবহার ও আচরণ দ্বারা তারা গণমানুষের হৃদয় জয় করবে। তারা আইন প্রয়োগ করবে আইনি ভাষায়। মানবিক ভাষায়।

২। পুলিশের উচিৎ সাধারণ জনগণকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা। হঠাৎ রাগান্বিত হওয়া, কিংবা অপেশাদার ও অপ্রাতিষ্ঠানিক আচরণ পুরোপুরি পরিহার্য।

৩। অন্যের মতামতের উপর গুরুত্বারোপ করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলপক্ষের সাথে কার্যকর আলোচনা করা আবশ্যক।

৪। ন্যায়সঙ্গত কাজে পুলিশ প্রতিটি মানুষকে আইনি সহায়তা প্রদান করবে। জনসেবার মনোভাব নিয়ে, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ অধিকতর দায়িত্ব পালন করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। প্রয়োজনে দুস্থ, অসাহায়, বিপদাপন্ন ও বিপন্নপ্রায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এ প্রত্যাশা এখন পুলিশের কাছে সময়ের দাবি।

উপরের জনপ্রত্যাশাগুলো ইতোমধ্যে অনেকাংশে বাংলাদেশ পুলিশবাহিনী পুরণ করেছে। আমরা আশা করি, পুলিশ বাহিনীর উন্নতির ধারাবাহিকতা আরও ত্বরান্বিত হবে। একথা সত্য, আমরা চাইলে একজন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে নেতিবাচক সমালোচনার লম্বা তালিকা প্রস্তুত করতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, করোনা সংকটে আমরা অনেকেই যখন মুখ লুকিয়েছি, আমাদের পারিবারিক বন্ধন যখন ভঙ্গুর প্রায়, আমাদের সামাজিক বন্ধন যখন অবিশ্বাসে ভরেছে, তখনও পুলিশ সদস্যগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের মাথা উঁচু করেছেন। মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

মোট জনসংখ্যা সাপেক্ষে আমাদের পুলিশবাহিনী খুবই ছোট। তাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে। আছে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাও। ফলে, আন্তরিকতা থাকলেও অধিকাংশ সময় নানান সীমাবদ্ধতার কারণে জনপ্রত্যাশা পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব হয় না। তবুও আমরা প্রত্যাশা করি, সকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে, পুলিশবাহিনী সবসময় আমাদের বন্ধু হয়ে উঠুক। আরও মানবিক হয়ে উঠুক। নেতৃত্বে ও ব্যক্তিত্বে সবসময় আরও আলোকিত হয়ে উঠুক।

সহযোগী অধ্যাপক
অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
ই-মেইল: faruque1712@gmail.com

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায়

অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ

শরীফ আল রাজীব

একদা যে দেশটাকে বলা হত "তলাবিহীন ঝুড়ি" সেটি যে একদিন সগর্বে,স্ব মহিমায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অর্জন নিয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবে, অনেকেই হয়তো তা ভাবতে পারেন নি। বাস্তবতা দেখিয়ে দিয়েছে; '৭১ এ জন্ম নেয়া, স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পাওয়া ছোট্ট দেশটি কিভাবে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন অপশক্তি, স্বাধীনতা ও দেশ বিরোধী শক্তি এ দেশের মানুষের স্বার্থ বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা নস্যাৎ করতে দেশ বিরোধী কুচক্রী মহল সর্বদা তৎপর ছিল। এক পর্যায়ে দূর্ভাগ্যজনকভাবে জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পথ হারিয়ে ফেলে সদ্য জন্ম নেয়া বাংলাদেশ।

তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীর এ সময়ে এসে জাতির জনকের স্বপ্ন পূরণের আভাস দৃশ্যমান হচ্ছে। প্রতিনিয়ত জীবন যুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের মানুষ এখন আত্মবিশ্বাসী, উদ্যমী, আত্মপ্রত্যয়ী। এখন এ বিশ্বাস আমরা আপন সত্তায় দৃঢ়ভাবে ধারণ করি- "আমরাও পারি"।

চলমান করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কিছুটা স্থবির হয়ে পড়েছে। দেশে-বিদেশে বহু মানুষ কর্মহীন হয়েছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। এরই মধ্যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার আভাস পাওয়া যাচ্ছে; এর প্রভাব বাংলাদেশের উপরেও পড়েছে। এখন আবারো এক ধরণের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা অবতীর্ণ হয়েছি। এ যুদ্ধ এক প্রকার অসচেতনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে একটি ভাইরাসকে পরাজিত করার যুদ্ধ। এ যুদ্ধেও আমরা একদিন বিজয়ী হব। তবে এর জন্য প্রয়োজন যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, যা ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের সকল স্তরে নিশ্চিত করতে হবে।

একদিন করোনাকালের পরিসমাপ্তি ঘটবে। জনজীবন আবারো স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। আবারো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে। জাতির জনকের সোনার বাংলা গড়ার পথে অনেক দূর এগিয়ে যাব আমরা। আর এ জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

২০০৯ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই বর্তমান সরকার অসংখ্য বিভিন্নমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক ১০ টি প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও স্বাধীনচেতা নেতৃত্ব ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৬.১৫ কি.মি. দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন হচ্ছে। পদ্মা সেতু নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার পর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হবে।

পদ্মা রেলসেতু সংযোগ প্রকল্প

পদ্মা সেতুর মাধ্যমে ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে ঢাকা থেকে ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, যশোর, খুলনা ও দর্শনা'র সাথে সংক্ষিপ্ত রুটে রেল যোগাযোগ উন্নত হবে। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্রডগেজ মালবাহী ও কনটেইনার ট্রেন চলবে এবং যাত্রীসেবার মান উন্নত ও সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের নির্ভরতা কমিয়ে আনার জন্য পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে ২টি ইউনিটে ২,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণকাজ চলছে। এর ফলে বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ জগতে প্রবেশ করছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২০২৩ সাল নাগাদ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে পারবে।

রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

বিদ্যুতের অব্যাহত চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে যৌথ উদ্যোগে ১৪,৫১০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাগেরহাট জেলার রামপালে ১,৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। সুন্দরবন প্রান্তসীমা থেকে ১৪ কি.মি. এবং ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট থেকে ৬৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং কারিগরি ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের গবেষণা ও মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের সব নিয়ম-কানুন ও শর্ত মেনে নির্মাণ করা হচ্ছে।

মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল্ড ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প

সরকারের মহাপরিকল্পনায় কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ীতে বিদ্যুৎ হাব (Power Hub) গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাপানের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা জাইকার অর্থায়নে ৩৫,৯৮৪ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২ টি ইউনিটে ১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা আমদানির লক্ষ্যে যে বন্দর নির্মাণ করা হবে, প্রকারান্তরে তা গভীর সমুদ্রবন্দরে রূপান্তিরত হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হলে মাতারবাড়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠবে।

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) বা মেট্রোরেল প্রকল্প

ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা মহানগরীতে যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও যানজট সমস্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ

সরকার ২০১২ সাল থেকে মেট্রোরেল হিসেবে পরিচিত Mass Rapid Transport (MRT) নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২১,৯৮৫.৫৯ কোটি টাকা। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কি.মি. দীর্ঘ রেলপথটি প্রথম পর্যায়ে পল্লবী থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়ে আগারগাঁও থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায়ে পল্লবী থেকে উত্তরা পর্যন্ত ২০২২ সালের মধ্যে চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

চট্টগ্রাম-দোহাজারী হতে রামু-কক্সবাজার এবং রামু-ঘুমধুম রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প

দেশি-বিদেশি পর্যটকসহ স্থানীয় জনগণের নিরাপদ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসায়িক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার চট্টগ্রামের দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০.৮৩১ কি.মি. এবং রামু হতে মিয়ানমারের কাছে ঘুমধুম পর্যন্ত নতুন সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক্ট নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সিল্ক রুট (চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ) ও প্রস্তাবিত ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে করিডোরের গুরুত্বপূর্ণ রেল নেটওয়ার্ক হিসেবে বিবেচিত হবে। ফলে ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত অবস্থান বিবেচনায় সমগ্র বাংলাদেশই দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে স্বর্ণদুয়ারে (Golden Gate) রূপান্তরিত হবে। এছাড়া বাংলাদেশে বিনিয়োগ এবং সামষ্টিক উন্নয়ন সূচক (জিডিআই) বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

পায়রা সমুদ্রবন্দর

দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের চাপ কমানোর লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় বাংলাদেশের ৩য় সমুদ্রবন্দর "পায়রা বন্দর" স্থাপন করা হয়। এ বন্দর বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, ইপিজেড, এসইজেড, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পর্যটন, সমুদ্র অর্থনীতি তথা Blue Economy ইত্যাদি খাতে বহু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। নিজস্ব আমদানি-রপ্তানি ছাড়াও প্রতিবেশী দেশসমূহকে এ বন্দরের সুবিধা প্রদান করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) টার্মিনাল

ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমদানি করা এলএনজি পুনরায় গ্যাসে রূপান্তর করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করার লক্ষ্যে কক্সবাজারের মহেশখালীতে ১ লাখ ৩৮ হাজার ঘনমিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ভাসমান সংরক্ষণাগার ও পুনঃগ্যাসায়ন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া পর্যায়ক্রমে কক্সবাজারের মহেশখালী এবং পটুয়াখালীর পায়রায় দু'টি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প

২০০৯ সালে কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়ায় একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১০ সালে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে "গভীর সমুদ্রবন্দর সেল" স্থাপন করা হয়। সমুদ্রবন্দর নির্মাণ সংক্রান্ত সমীক্ষা চলমান রয়েছে।

সরকারের আরো ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যা সম্পন্ন হলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২

২০১৮ সালের ১২ মে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ৫৭তম নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ফ্রান্সে নির্মিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রায়

৩.৭ টন ওজনের ৪০ টি ট্রান্সপন্ডারসমৃদ্ধ একটি Geostationary Satellite. এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৬,০০০ কি.মি. দূরত্বে বাংলাদেশ, সার্কভূক্ত দেশসমূহ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, কাজাকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানে ১৫ বছরের অধিক নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ও ব্রডকাস্টিং সেবা প্রদান করবে। এছাড়া টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিং, ই-এডুকেশন, ডিটিএইচ (Direct to Home), ভিস্যাট ইত্যাদি সেবা দিতে পারবে। বাংলাদেশের দূর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, চরাঞ্চল ও দ্বীপে (যেখানে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা সম্ভব নয় অথবা রেডিও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক নেই) এসব সেবা প্রদান করা যাবে। দূর্যোগকালে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল বা ট্রান্সমিশন টাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা যাবে। সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্যাটেলাইট (বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২) উৎক্ষেপণ করবে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

ঢাকা শহরের যানজট নিরসন এবং যানজট সৃষ্ট গাড়ির জ্বালানি ও মানুষের কর্মঘন্টা অপচয় হ্রাসকল্পে ৮,৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণকাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। এটি নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরো ৪৭ কি.মি. নতুন সড়ক যোগ হবে এবং শহরের বিভিন্ন এলাকার মানুষ এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ওঠা-নামা করতে পারবে।

কর্ণফুলী টানেল

চট্টগ্রাম শহর বাইপাস এবং ঢাকা- চট্রগ্রাম- কক্সবাজার এর মধ্যে নতুন একটি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও The Export Import Bank of China এর অর্থায়নে ৮,৪৪৬.৬৩ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কর্ণফুলী টানেল নির্মিত হলে চট্টগ্রাম শহর চীনের সাংহাই শহরের মতো গড়ে উঠবে এবং সড়কপথে কক্সবাজারের সাথে ঢাকা ও চট্টগ্রামের দূরত্ব ও ভ্রমন সময় কমবে। প্রস্তাবিত সোনাদিয়া/মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর এবং কোরিয়ান ও চীনা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সংগে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

করোনাভাইরাস এর প্রভাবে সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড সাময়িকভাবে ধীরগতিতে চললেও একটি পর্যায়ে চলমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। এ প্রতিকূলতার মধ্যেও সবাইকে সাধ্যমতো কাজ করে যেতে হবে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে টেকসই করতে হলে সবার আগে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অন্তরে ধারণ করতে হবে। একই সাথে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব, কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। তাহলেই আমরা পারবো ২০৪১ এর উন্নত বাংলাদেশ; বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

সিনিয়র সহকারি পুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর

বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন

বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন

কমিউনিটি পুলিশিং এর সাফল্যে

বিট পুলিশিং এর গুরুত্ব

মোঃ গোলাম জাকারিয়া

১৯৯২ ইং সালে কিছু উদ্যোগী পুলিশ কর্মকর্তার প্রচেষ্টায় এদেশে প্রথম কমিউনিটি পুলিশিং এর আদলে ময়মনসিংহে "টাউন ডিফেন্স" পার্টি গড়ে তোলা হয়। কিছুদিন পরে নাটোর জেলার ব্যবসায়ীদের চাঁদাবাজি ও অবৈধ তোলা আদায়ের হাত থেকে বাঁচাতে লাঠি বাঁশি বাহিনী নামে প্রায় একই ধরনের একটি উদ্যোগ আলোচনায় আসে।

প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ১৯৯৫-১৯৯৭ ইং সময় কালে ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ বাংলাদেশে কমিউনিটি পুলিশিং চালু করেন। (ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ সোসাইটি এন্ড চেঞ্জ, ভলু্যম ৮, নম্বর ৩ জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৩ (ডিএমপি) এর পর পরই যে সকল জেলায় কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম শুরু হয় তাঁর মধ্যে রংপুর অন্যতম।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে (২০০৬-২০০৮) কমিউনিটি পুলিশিং ফোরাম (CPF) এবং কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি (CPC) সারা বাংলাদেশের থানাগুলোতে তৈরী হয় এবং ২০০৭ ইং সালে বাংলাদেশ পুলিশ অর্ডিন্যান্সে কমিউনিটি পুলিশিং অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে এটিকে আইনগত অবকাঠামোর ভিতর নিয়ে আসা হয়। এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইউএনডিপি প্রমূখ কিছু সংস্থাও বাংলাদেশে কমিউনিটি পুলিশিং এর চর্চা প্রসারে কাজ করে আসছেন। ইউএনডিপি এর অর্থায়নে PRP বা The Police Reform Prorgram উল্লেখযোগ্য।

কমিনিউটি পুলিশিং এর ফরমূলায় বলা হচ্ছে CP= f (P,P) অর্থাৎ কমিউনিটি পুলিশিং পুলিশ এবং জনতার সমন্বিত একটি কার্যক্রম। কমিউনিটি পুলিশিং পুলিশ ও জনগণের মাঝে একটি সেতু বন্ধন যা জনগণ ও পুলিশের মাঝে আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরীতে ভুমিকা রাখে। কমিউনিটি পুলিশিংকে পার্টনারশীপ পুলিশিং বা ডেমোক্রাটিক পুলিশিং হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হওয়ায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জাপানে ৩৫০০০ "কোবানস" এর কথা জানা যায় যা পুরো জাপান জুড়ে বিস্তৃত কমিউনিটি পুলিশিং আদলের আইন শৃংখলা ব্যবস্থা ছিলো। তারও আগে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লন্ডন মেট্রোপলিটান পুলিসের স্যার রবাট পিল কমিউনিটি পুলিশিং এর ধারণার প্রবর্তক । কিন্তু ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস কমিউনিটি অরিয়েনটেড পুলিশিং সার্ভিস (COPS) চালু করার পর বিশ্ববাসীর নজরে ও বিবেচনায় কমিউনিটি পুলিশিং যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করে।

২০০০ ইং সালে ইতিহাস অনুযায়ী রংপুরে কমিউনিটি পুলিশিং চালুর উল্লেখ থাকলেও তা কার্যকারীতা ও আলোর মুখ দেখে রংপুর মেট্রোপলিটান পুলিশ প্রতিষ্ঠার পর ২০১৮ ইং সালে। রংপুর মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার জনাব মোহা: আবদুল আলীম মাহমুদ- বিপিএম এর উদ্যোগে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে গতিশীল ও বেগবান করতে এক ঝাঁক উদ্যমী তরুণ পুলিশ কর্মকর্তাদের সহায়তায় পুন:গঠিত হয় রংপুর মেট্রোপলিটান কমিউনিটি পুলিশিং ইউনিট। মূল কমিটির পাশাপাশি ৬টি থানায় ৩৩টি ওয়ার্ডে কমিটি গঠিত হয়। পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, মোঃ মহিদুল ইসলাম, উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন) রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, মোঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার (হেড কোয়াটার্স), মোঃ জমির উদ্দিন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতয়ালী জোন), মোঃ জিন্নাহ্ আল মামুন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (পরশুরাম জোন), মোঃ ফারুক আহ্মেদ, সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন), মোছাঃ শামিমা পারভীন, অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার (সিটি এস বি), মোঃ শহীদুল্লা কাওছার পিপিএম (অপরাধ), মোঃ কাজী মুত্তাকী ইবনে মিনান, উপ পুলিশ কমিশনার (অপরাধ), মোঃ আলতাফ হোসেন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডিবি), রেজানুর বেগম, সহকারী পুলিশ কমিশনার (হেড কোয়াটার্স), নাদিয়া জুঁই, সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্যাট্রল), ছয় থানার অফিসার ইনচার্জবৃন্দ- মোঃ আব্দুর রশিদ, মোঃ মোহছেউল গনি, মোঃ আখতারুজ্জামান প্রধান, শেখ রোকনুজ্জামান, মোঃ রেজাউল করিম কর্মকর্তাবৃন্দর নিরলস পরিশ্রমে কমিটিগুলোকে কাজে লাগাবার মত অবস্থা তৈরী হয়।

উল্লেখিত পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ দিনের পর দিন সময় দিয়ে রংপুরের কমিউনিটি পুলিশিং এর জন্য একটি সুন্দর ভিত্তি তৈরী করে দিয়েছেন। এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো এই কাঠামোটাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে রংপুরকে একটি নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল শহর হিসেবে গড়ে তোলে। রংপুরের কমিউনিটি পুলিশিং এর সকল কমিটি গত বছর থেকেই ধীরে ধীরে পুলিশের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

রংপুরের পুলিশ কমিশনার আরপিএমপি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অসংখ্য জনহিতকর কাজে সব গুলি থানা, ওয়ার্ড কমিটিকে সংস্পৃক্ত করেছেন। অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্য বিতরণ, মেডিকেল ক্যাম্প, প্রতিবন্ধিদের জন্য সহায়তা, দুস্থ বেকার ও তৃণমূল ব্যবসায়ীদের জন্য সহায়তা যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। করোনা কালে কমিউনিটি পুলিশিং ইউনিট প্রায় দশ লাখ ফেসমাস্ক, দুই লাখ হ্যান্ডবিল ৩ মাস ধরে জনগণের মধ্যে বিতরণ করেছেন। সকল থানা ও ওয়ার্ড থেকে প্রতিমাসেই কয়েকদিন করে জন সচেতনতায় মাইকিং করা হয়েছে। শ্রমজীবী ও হতদরিদ্র প্রায় ৩ হাজার পরিবারকে বিভিন্ন সময় খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে ১৬৭ টি পরিবারকে এক নাগাড়ে ৩ মাস খাদ্য সহায়তা করা হয়েছে। মাদক, সন্ত্রাস নির্মূলে বিভিন্ন থানা কমিটির মাধ্যমে বেশ কিছু উদহারণ সৃষ্টি করার মত অর্জনও রংপুরবাসী মনে রেখেছেন।

ইতোমধ্যে কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে স্কুলের ছেলে মেয়েদের নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধির জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম জানালা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভাবে শুরু করার পর পরই করোনার কারণে স্থগিত হয়ে যায় যা আবারো আগামীতে

বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে।

এখন সময় এসেছে কমিউনিটি পুলিশিং এর প্লাটফর্মটি যথাযথ ভাবে পুলিশ ও জনতার জন্য কাজে লাগাবার। ২০২০-২০২১ ইং সালের নব গঠিত কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির পক্ষ থেকে কিছু কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল যা করোনা দূর্বিপাকে বাস্তবায়িত হবার অপেক্ষায়। তন্মধ্যে প্রচলিত অপরাধ ও বিশেষ অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট থানার সহায়তায় সচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রতি চার মাসে অন্তত একটি মানব হিতৈষী কার্যক্রম ও বিশেষ দিবস সমূহ উদযাপন আয়োজন উল্ল্যেখযোগ্য।

এ বিষয়ে থানা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের সাথে বিস্তারিত পরিকল্পনা শেয়ার করে ফরম্যাট তৈরী করে কাজে নামা হলেও মহামারীর কারণে অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু বেশ কিছু পর্যবেক্ষন পরিলক্ষিত হয়েছে। তন্মধ্যে একদম ওয়ার্ড পর্যায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুলিশের সুনিদির্ষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্য। পুলিশ জনতার অনুপাত বেড়ে এসেও এখনো ১:৮০০ এর মত। ফলে ৬টি থানার অফিসার ইনচার্জদের পক্ষে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত সময় দিতে পারার প্রচেষ্টা বা প্রত্যশা কোনটাই সফল হবার সম্ভবনা অতিক্ষীণ। আশার কথা হচ্ছে ইতোমধ্যে রংপুরের বিট পুলিশিং কার্যক্রমের অবকাঠামোও তৈরী হয়ে গেছে যা ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করছে।

এমতাবস্থায় বিট পুলিশিং এর সাথে কমিউনিটি পুলিশিংকে সমন্বিত করে এগিয়ে যাবার ও সাফল্য অর্জনের অমিত সম্ভবনা সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কমিউনিটি পুলিশিং এর সদস্যবৃন্দ, যেমন এক একটি নির্দিষ্ট কমিউনিটির ভিতর বসবাস করছেন বিট পুলিশ ও তেমনি এখন একদম সুনির্দিষ্ট কমিউনিটি ভিত্তিক কাজ করবেন। সংশ্লিষ্ট বিট পুলিশিং কর্মকর্তাই পুলিশের পক্ষ থেকে ঐ নির্দিষ্ট কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করবেন ফলে একাউন্টিবিলিটির বিষয়গুলো নিশ্চিত করা যাবে।

বিট পুলিশিং একটি পুলিশিং পদ্ধতি যা পুলিশ ও জনতার সমন্বিত প্রচেষ্টায় সমাজে টেকসই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করে থাকে। প্রতিটি থানাকে ৩ থেকে ১০টি বিটে ভাগ করে এই পদ্ধতিতে কাজ করা হয়ে থাকে। বিট পুলিশিং এ সচেতনতামূলক কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয় ফলে কমিটি পুলিশিং ওর্য়াড কমিটি গুলোর বিট পুলিশের সাথে কাজ করার সুযোগ তৈরী হচ্ছে।

বিট পুলিশিং এ সচেতনা সৃষ্টির জন্য উঠান বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে সেখানে এসি, এডিসি, ডিসি পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তারও আমন্ত্রিত হয়ে আসতে পারেন। বিট পুলিশিং এর উদ্দেশ্যগুলোও কমিউনিটি পুলিশিং এর উদ্দেশ্যের সাথে যথেষ্ট সামজস্যপুর্ণ।

বিট পুলিশিং এর উদ্দেশ্য

১। পুলিশের সেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।
২। দ্রুততম সময়ে সেবা নিশ্চিত করা।
৩। পুলিশ জনতা সম্পর্ক উন্নয়ন করা।
৪। অপরাধের ধরণ ও অপরাধী চিহ্নিত করা।
৫। অপরাধ প্রতিরোধ করা।
৬। রহস্য উদঘাটনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৭। জনগণের মন থেকে পুলিশ ও অপরাধ বিষয়ে চিরায়ত ভীতি দূর করা।

রংপুর মেট্রোপলিটান পুলিশ ৫৫টি বিট চালু করেছেন তন্মধ্যে কোতয়ালী ১৭, মাহিগঞ্জ ৮, তাজহাট ৮, হারাগাছ ৮, হাজিরহাট ৮ ও পরশুরামে ৬টি বিট। আমাদের কমিউনিটি পুলিশিং এর ৩৩টি কমিটিকে আমরা এখন সহজেই ৫৫টি বিটের সাথে সমন্বিত করে দিয়ে এক সাথে কাজ করতে পারবো।

আগামী দিনে একটি সুন্দর নিরাপদ রংপুর, কমিউনিটি পুলিশিং ও বিট পুলিশিং এর সম্মিলিত অবদানেই উদ্ভাসিত হবে - আর সেই প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নিয়েই আমরা এগিয়ে যাবো।

সাধারণ সম্পাদক
কমিউনিটি পুলিশিং রংপুর মেট্রোপলিটন কমিটি
সিনিয়র সহ-সভাপতি
রংপুর মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার

আপনার পুলিশ
আপনার পাশে | তথ্য দিন
সেবা নিন | বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি
নিরাপদ সমাজ গড়ি

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের বিট পুলিশিং কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

১ সেপ্টেম্বর ২০২০

'বিট পুলিশিং' পুলিশের সেবাকে জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া, সেবার কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করা এবং পুলিশের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মেট্রোপলিটন এলাকায় ওয়ার্ড ভিত্তিক এবং প্রতিটি থানাকে ইউনিয়ন ভিত্তিক এক বা একাধিক বিটে ভাগ করে পরিচালিত পুলিশিং ব্যবস্থাকেই বলা হয় বিট পুলিশিং। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি বিটের দায়িত্বে এক বা একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন।

লক্ষ্য

পুলিশের সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া।

উদ্দেশ্য

- পুলিশি সেবাকে সরাসরি থানা থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃতকরণ।
- ওয়ার্ড/ইউনিয়ন পর্যায়ে নিবিড় পুলিশিং।
- থানায় মোতায়েনকৃত জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার।
- প্রান্তিক পর্যায়ে জনসম্পৃক্তির মাধ্যমে এলাকায় উত্থিত বা বিরাজমান সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
- এলাকায় আইন শৃঙ্খলা ও অপরাধ সংক্রান্তে অগ্রিম গোপন সংবাদ এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- সমাজ থেকে অপরাধভীতি দূরীকরণপূর্বক জনমনে স্বস্তি ও আস্থা স্থাপন করা।
- জনসাধারণের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ (sense of security) তৈরি করা।

বিট পুলিশিং এর গঠন

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ৬টি থানাকে মোট ৫৫টি বিটে ভাগ করা হয়েছে। কোতয়ালী থানায় ১৭টি, তাজহাট থানায় ৮টি, মাহিগঞ্জ থানায় ৮টি, হারাগাছ থানায় ৮টি, পরশুরাম থানায় ৬টি ও হাজিরহাট থানায় ৮টি বিট রয়েছে। প্রতিটি বিটে একজন এসআই বিট ইনচার্জ, একজন এএসআই সহকারী বিট ইনচার্জ এবং দুইজন কনস্টেবল নিয়োজিত থাকবেন। থানার অফিসার ইনচার্জ বিটের কো-অর্ডিনেটর, ইন্সপেক্টর (তদন্ত/অপারেশন) সহকারী কো-অর্ডিনেটর, জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনার/অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) বিটের তদারককারী কর্মকর্তা এবং উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) বিটের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বিট এলাকার জনসাধারণ যেকোন প্রয়োজনে তাদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশিং সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

বিট পুলিশিং কার্যক্রম

- বিট কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে বিট এলাকায় গমন করবেন এবং নির্ধারিত সময়কাল সেখানে অবস্থান করবেন।
- বিট কর্মকর্তারা বিট কার্যালয়ে আগত সেবা প্রার্থীদের বক্তব্য শুনবেন এবং প্রয়োজনীয় পুলিশি সেবা প্রদান করবেন।
- আগত মানুষের সাথে মতবিনিময় করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবেন।
- স্থানীয়ভাবে বা এলাকায় আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে সেই সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- সেবা প্রার্থীদেরকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করবেন।
- প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এলাকাবাসী যেন বিট কর্মকর্তার সাথে দিন রাত্রি যে কোন সময়ে যোগাযোগ করতে পারেন সে জন্য বিট কর্মকর্তার মোবাইল সবসময় চালু রেখে কল গ্রহণ করবেন।

আপনার প্রয়োজনে বিট ইনচার্জ, থানার অফিসার ইনচার্জ, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কন্ট্রোল রুম ০১৭৬৯-৬৯৫৪০০ এবং জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ এ যোগাযোগ করুন।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর

দেওয়ানটুলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা নিরসন

সামাজিক সমস্যা নিরসনে একটি অনন্য পদক্ষেপ

এস.এম রেজাউল করিম

বিদ্যালয় মাঠে দীর্ঘদিন ধরে জমে আছে পানি। সামান্য একটু উদ্যোগের অভাব। দিনের পর দিন এভাবেই পড়ে আছে বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা। দেখেও যেন দেখেনা কেউ। কিন্তু দেখলেন একজন চৌকশ পুলিশ অফিসার। ব্যবস্থা ও গ্রহণ করলেন সঙ্গে সঙ্গেই। নিজে দায়িত্ব নিয়ে এলাকার মানুষের সহায়তার জলাবদ্ধতা নিরসনে শুরু করলেন কাজ। স্থানীয় উদ্যমী যুবক, তরুনদের সাথে নিয়ে করা হলে ড্রেনেজ ব্যবস্থা দূর হলো দীর্ঘদিনের জটিল একটি সমস্যা।

গল্পটি আমাদের বাংলাদেশ পুলিশের গর্বিত একজন সহকারী পুলিশ কমিশনারের। গত ১৭ জুলাই ২০২০ খ্রি., শুক্রবার দুপুরে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) ফারুক আহমেদ এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণে মাহিগঞ্জ থানাধীন দেওয়ানটুলী এলাকায় যান। এ সময় তিনি দেওয়ানটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে জলাবদ্ধতা দেখতে পান। বিদ্যালয় মাঠের বেহাল দশা দেখতে পেয়ে নিজেই উদ্যোগী হন জলাবদ্ধতা নিরসনে। পুরো মাঠ পানির নিচে ডুবে আছে।

মাঠের কোথাও এক হাঁটু থেকে আধা হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে আছে। পুরো মাঠ কর্দমাক্ত ও ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে মাঠে বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের খেলাধুলা, মাঠ দিয়ে চলাফেরা ও স্কুলের প্রবেশ এবং বাহির অসম্ভব হয়ে পড়ছে।বিদ্যালয়টির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তায় নির্মিত একটি কালভার্টের একপাশে দোকান নির্মাণ করে পানির প্রবাহ বন্ধ করায় বিদ্যালয়ের মাঠে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল। সহকারী কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) ফারুক আহমেদ জনগুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট এ সমস্যাটি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সুযোগ্য পুলিশ কমিশ-নার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম ও উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) জনাব কাজী মুত্তাকী ইবনু মিনান মহোদয়কে অবহিত করেন। সমস্যাটির ব্যাপকতা ও প্রভাব নিয়ে তিনি কাউন্সিলর, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও আমার সাথে সুদীর্ঘ আলোচনা এবং পরামর্শ করেন।

এ সমস্যার সমাধানকল্পে পুলিশ কমিশনার ও উপ-পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) মহোদয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুসারে সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারদের সাথে আলোচনা করেন। আলোচনায় ঐদিনই (১৭ জুলাই ২০২০ খ্রি.)সন্ধ্যায় সকলে ঘটনাস্থলে বসে সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত অনুসারে শুক্রবার সাড়ে ৭টার দিকে সহকারী পুলিশ কমিশনার (মাহিগঞ্জ জোন) জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ, অফিসার ইনচার্জ, মাহিগঞ্জ থানা জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান প্রধান, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) জনাব শাহ আলম সরদার, ২৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন, আমি কমিউনিটি পুলিশিং মাহিগঞ্জ থানার সভাপতি, এস এম রেজাউল করিম, সাধারণ সম্পাদক, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও কমিউনিটি পুলিশিং ২৯ নং ওয়ার্ড এর সদস্য জনাব ইফেখারুল ইসলাম শুভ ও সুজন, লিখনসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দেওয়ানটুলী এলাকায় উপস্থিত হই।

সকলে আলোচনা করে কালভার্টের নিষ্কাশন মুখ বন্ধ করে দোকাননির্মাণকারী মালিককে সমস্যাটির ব্যাপকতা বুঝানো হয়। এর ফলে দোকানের মালিক স্বেচ্ছায় দোকানের বারান্দা সরিয়ে পানি নিঃষ্কাশনের ড্রেন তৈরী করে দিতে সম্মত হন। পরবর্তীতে পুলিশ, কমিউনিটি পুলিশিং ও কাউন্সিলরের আহ্বানে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় উদ্যমী যুবক, তরুণ ও দোকানের মালিক নিজে বারান্দা অপসারণ করে সেখানে ড্রেন খনন করেন। প্রায় ৩ ঘন্টা ধরে খননের পর কালভার্ট থেকে খননকৃত ড্রেনের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়া শুরু করে। এ সময় উপস্থিত জনতার মধ্যে স্বস্তির আনন্দ ঘন পরিবেশ ও উল্লাস সৃষ্টি হয়। কলকলিয়ে বইতে শুরু করে পানি। যেন স্রোতের সাথে ভেসে যায় এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও সমস্যা।

ঘটনাটি মাহিগঞ্জ থানা এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সর্বস্তরের জনগণ এজন্য রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশকে সাধুবাদ জানিয়েছে।এভাবে পুলিশের উদ্যোগে নিরসন হলো দেওয়ানটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের মাঠের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা।জলাবদ্ধতার নিরসনের এই তাৎক্ষণিক ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপটি আমাদের সমাজে বিরাজমান নানা সামাজিক সমস্যা সমাধানে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সভাপতি, কমিউনিটি পুলিশিং মাহিগঞ্জ থানা কমিটি ও
প্রকাশনা সম্পাদক, রংপুর মেট্রোপলিটন কমিটি।

কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম

বিট পুলিশিং কার্যক্রম

“জনতার পুলিশ মানবিক পুলিশ”

মোঃ জমির উদ্দিন

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কালোরাতে পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রো ওগোলাবারুদ নিয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আক্রমণে লিপ্ত হলে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স ব্যারাকে অবস্থানরত বাঙালি পুলিশ সদস্যবৃন্দ পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত '৩০৩ রাইফেল নিয়ে সম্মূখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং পাকহানাদার স্বসস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সে হতে দীর্ঘ ন'মাস যাবৎ মুক্তিকামী বীর বাঙালি পুলিশ সদস্যগণ বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দের সঙ্গে একাকার হয়ে মাতৃভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। দেশমাতৃকা রক্ষায় রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর রয়েছে অপরিসীম ত্যাগ ও রক্তস্নাত ভূমিকা। সঙ্গত কারণেই মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ আজ "জনতার পুলিশে" এবং বাংলাদেশ পুলিশ আজ “মানবিক পুলিশে” উপনীত হবার হবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের অংশ হিসেবে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এলাকার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাসহ জনবান্ধব ও গণমূখী পুলিশিং কার্যক্রম পেশাদারিত্বের সঙ্গে নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ পুলিশের সম্মানিত অভিভাবক জনাব ড. বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার) আইজিপি মহোদয় বাংলাদেশ পুলিশকে জনতার পুলিশ হতে মানবিক পুলিশের পর্যায়ে নেয়ার যে উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। যদিও এ মহতী উদ্দ্যোগের সফল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশকে দীর্ঘপথ পরিক্রমা অতিক্রমসহ বহু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। কেননা আমরা কমবেশি সবাই জানিদেশের প্রায় সর্বপর্যায়ে শ্রেণী ও পেশার মানুষের মাঝে সর্বকালে, সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বস্তরে কমবেশি ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে, কাজেই পুলিশ বিভাগের মতো এতো বড় একটি বাহিনীতে ভিন্নমতের কিছু মানুষ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তারপরেও দেশের আপামর জনগণের মত আমারও দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশ পুলিশ সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে এক সময় তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশ পুলিশ জনতার পুলিশসহ মানবিক পুলিশের পর্যায়ে পৌছাতে সক্ষম হবেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং রক্তস্নাত গৌরবোজ্জ্বল চেতনাকে ধারণ করে নবগঠিত রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্ণধার সুযোগ্য পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম আরপিএমপি রংপুর মহোদয় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশকে এলাকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ জনতার পুলিশ হতে মানবিক পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ করার প্রয়াসে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর মেট্রোপলিটন কমিউনিটি পুলিশ এবং বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোঁরা মালিক সমিতি রংপুর শাখার সদস্যগণের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন "মানবতার বন্ধনে রংপুর" নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে হচ্ছে রংপুর মহানগর এলাকায় বসবাসরত (ক) সমাজের অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান (খ) উচ্চবিত্ত ও সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গকে দুঃস্থ মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিতকরণ (গ) রংপুর মহানগরীতে বসবাসরত ধণাঢ্য জনগণকে সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে মানব কল্যাণে কাজ করার জন্য উৎসাহিতকরণ (ঘ) সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও বিত্তবান ব্যক্তিবর্গকে এ মহতী মানব সেবামূলক কর্মে সম্পৃক্তকরণ এবং (ঙ) সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে "মানবতার বন্ধনে রংপুর" এর সাংগঠনিক কাঠামোতে এনে মানুষের সেবা দানে সুযোগ সৃষ্টিকরণ। মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে এ মহান ব্রত শ্লোগানকে সামনে রেখে সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত স্বপ্নের সংগঠন "মানবতার বন্ধনে রংপুর" একটি স্বেচ্ছাসেবী ও অরাজনৈতিক সংগঠন। এ সংগঠনের রয়েছে একটি শক্তিশালী ২৩ (তেইশ) সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ও দিক-নির্দেশনায় সংগঠনের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ জমির উদ্দিন সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতয়ালী জোন) আরপিএমপি রংপুর সংগঠনটিকে স্থায়ীরূপ দেয়ার লক্ষ্যে ৪১ টি (একচল্লিশ) ধারা-উপ ধারার সমন্বয়ে প্রনয়ণ করেন ০৯ (নয়) পাতা বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র গঠনতন্ত্র। এক্ষেত্রে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল মজিদ খোকন এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুর কাদের দিদারসহ কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ গঠনতন্ত্র প্রনয়ণে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিরলস পরিশ্রমের ফলে "মানবতার বন্ধনে রংপুর" সংগঠনটি ইতিমধ্যে লাভ করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে নিবন্ধন সনদপত্র (নিবন্ধন নং-রং/সিটি/১২১৪/২০২০ তারিখ-১৮/০২/২০২০ খ্রিঃ)। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়নের অভিপ্রায়ে মানবতার বন্ধনে রংপুর সংগঠনটির আর্থিক লেনদেনসহ (ব্যাংক একাউন্ট) সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সংগঠনের গঠনতন্ত্রের আলোকে।

সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেগুলির বাস্তব রূপদানের ক্ষেত্রে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের উদ্ভাবনী চিন্তা শক্তি এবং মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যাবোধ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ আপামর জনগণের দোরগোড়ায় আইনী সেবার পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক সেবাগুলি পৌছানোর মানসে "মানবতার বন্ধনে রংপুর" সংগঠনের ব্যানারে স্বাস্থ্য সেবা হিসেবে রংপুর মহানগরীবাসিকে ফ্রি মেডিকেল টিমের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান, শীত মৌসুমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শীত নিবারণে কয়েক হাজার দরিদ্র ব্যক্তির মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং রংপুর মহানগরীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে রংপুর এলাকার সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে প্রায় পঁচিশ হাজার ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ কর্মসুচি সম্পন্ন করা হয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের এহেন সেবামূলক কর্মযজ্ঞ স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ দেশ-বিদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তাদের লেখনি ও প্রকাশনার মাধ্যমে মানবতার বন্ধনে রংপুর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিয়ত চলমান কার্যক্রমকে গতিশীল করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য মানবতার বন্ধনে রংপুর সংগঠনটি ২০১৯ সালে ৮ মে এবং ২য় রমজানে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরুর হতে সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদকসহ কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ রংপুর হোটেল ও রেঁস্তোরা মালিকদের সরবরাহকৃত ইফতার সামগ্রী রান্না করা খাবার মহানগরীর সুবিধা বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রতিনিয়ত নিরলসভাবে বিতরণ করে আসছেন। মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্ভাবিত এ মহানুভব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবতার বন্ধনে রংপুর এর চলমান কর্মযজ্ঞকে সচল রাখতে যারা মুক্ত হস্তে তাদের সহযোগিতার হাত প্রসারতি করেছেন। তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা এবং যারা সংগঠনের সামগ্রীক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তাদের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেছেন। তাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। করোনাকালে বাংলাদেশ পুলিশের অংশ হিসেবে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিভাবক পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম রংপুর মহোদয়ের নির্দেশনায় রংপুর মহানগরবাসীকে করোনা সংক্রমণ হতে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে প্রাণঘাতী করোনার প্রাদুর্ভাবের শুরু হতেই রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ রংপুর মহানগরীর প্রতিটি অঞ্চলে জোরালোভাবে প্রচার প্রচারণায় নেমে পড়েন। প্রচার-প্রচারণা হিসেবে প্রায় দু'লক্ষ লিফলেট, বিশ হাজার মাস্ক সাধারণ জনগণের মাঝে বিতরণসহ বেশ কিছু হ্যান্ডস্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক দেশে লকডাউন শুরু হলে কর্মহীন হয়ে পড়া প্রায় দশ হাজার পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ঘরবিমুখ মানুষকে ঘরমূখী করণসহ চলমান জনগণকে সামজিক দুরুত্ব বজায় রাখার বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ, করোনা রোগী সনাক্তকরণ পূর্বক তাদের হোম কোয়ারেন্টাইনে/আইসোলোসনে রাখার ব্যবস্থাকরণ, করোনা হাসপাতালে গমনাগমনে ডাক্তার-নার্স/স্বাস্থ্যকর্মী ও করোনা রোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং করোনা আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির মরদেহের সৎকারসহ বহুবিধ কার্যক্রমে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ জীবন বাজি রেখে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ন হন। যার ফলশ্রুতিতে রংপুর মহানগর এলাকায় এ পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত রোগী ও মৃতের সংখ্যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেকাংশে সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যবৃন্দ বিরামহীনভাবে স্থানীয় জনসাধরণকে আইনী সেবা প্রদানসহ সামাজিক ও মানবিক সেবা প্রদান করতে গিয়ে প্রায় শতাধিক সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তবে আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে এবং পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের নিরঙ্কুশ আর্থিক ও মানবিক সমর্থনের কারণে আক্রান্ত প্রতিটি পুলিশ সদস্য করোনা হতে আরোগ্যলাভ করে স্বাভাবিক কর্মে ফিরে এসেছেন। উল্লেখ্য যে করোনা মহামারীকালে পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "মানবতার বন্ধনে রংপুর" এর সদস্যবৃন্দ রংপুর মহানগরে বসবাসরত সুবিধা বঞ্চিত জনগণকে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে নিরলসভাবে প্রচার প্রচারণাসহ লিফলেট ও মাস্ক বিতরণে অংশগ্রহণ করে। করোনাকালে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের নানাবিধ গণমূখী ও জনবান্ধব পুলিশিং কার্যক্রম রংপুর মহানগরবাসির নিকট অনন্তকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের অর্ধশতাধিক গর্বিত পুলিশ সদস্য করোনা সম্মুখযুদ্ধে স্বীয় জীবনকে উৎসর্গীত করেছেন এবং প্রায় দশ হাজারের অধিক পুলিশ সদস্য করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাপূর্বক সুস্থ্যতা লাভ করে পুনরায় কর্মজীবনে ফিরে এসেছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণে

আক্রান্ত হয়ে শিক্ষাবিদ, সুধীজন, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, আপামর জনসাধারণ ও বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যসহ দেশে বিদেশে জানা অজানা যে সকল ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং একই সঙ্গে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে আক্রান্ত পুলিশ সদস্যসহ জানা অজানা দেশ-বিদেশে অবস্থানরত সকল ব্যক্তির আশু আরোগ্যলাভ প্রত্যাশা করছি। আল্লাহ-তাআলা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমার বিশ্বাস করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী পুলিশ সদস্যবৃন্দকে দেশ ও জাতি অনন্তকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

বাংলাদেশ পুলিশের বিদায়ী পুলিশ প্রধান অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে ঘোষণা দেন "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার"। বিদায়ী পুলিশ প্রধানের উক্ত আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ যখন জনগণের পুলিশ হিসেবে সামগ্রিকভাবে মনোনিবেশ করে, ঠিক সে মহুর্তে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের আগমন ঘটে। বর্তমান পুলিশ প্রধান জনাব ড. বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার) মহোদয় বাংলাদেশ পুলিশের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে জনতার পুলিশকে জনবান্ধব, আধুনিক ও যুগোপযোগী মানবিক পুলিশে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করার আহবান জানালে পুলিশ পরিবারের সকল পুলিশ সদস্য একযোগে পেশাদারিত্বের সাথে জীবন বাজি রেখে দেশের আপামর জনগণকে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হতে নিরাপদ রাখতে বাংলাদেশ পুলিশ মানবিক পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং বৈশ্বিক মহামারীতে জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ পুলিশ গণমূখী ও জনবান্ধব পুলিশিং ব্যবস্থা গড়ে তোলে। বাঙ্গালি জাতি পুলিশকে দেখে নতুন আঙ্গিকে এবং নবরূপে। বাঙ্গালী জাতি পুলিশকে স্থান করে দেয় তাদের মর্যাদার আসনে। তাই বাংলাদেশ পুলিশ আজ জনতার পুলিশ হতে মানবিক পুলিশের মর্যাদায় উপনীত হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশসহ সারা পৃথিবীর পুলিশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা সুখকর নয়। সমসাময়িক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ কর্তৃক একজন কৃষাঙ্গ নাগরিক হত্যার পর শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয় একইসঙ্গে পুরো বিশ্ববাসিকে চরমভাবে নাড়া দেয়। বাংলাদেশে সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যাকান্ড বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সমালোচনার ঝড় উঠে। এতদ্‌সত্বেও বৈশ্বিক করোনা মহামারীকালে বাংলাদেশ পুলিশের মানবিক ভূমিকা দেশ বিদেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে প্রশংসা লাভ করে। অতএব সার্বিক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশ পুলিশ আজ "জনতার পুলিশ" এবং বাংলাদেশ পুলিশ আজ "মানবিক পুলিশ" এর অগ্রযাত্রায় উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছে মর্মে আপামর জনগণের মত আমারও বিশ্বাস।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক উত্তর)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ রংপুর।

মানবতার বন্ধনে রংপুর-এর কার্যক্রম

মানবতার বন্ধনে রংপুর-এর কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়

সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

মোঃ ফারুক আহমেদ

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। সবুজ ঘেরা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই জন্মভূমি। যে দিকে চোখ যায় শুধু সুবজ আর সবুজ। এ যেন এক সবুজের গালিচা। এদেশের বুকে লাল সবুজের পতাকা পত পত করে উড়ে সদর্পে ঘোষণা করছে আমাদের জন্মভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব । আমাদের গর্বের এই মহান স্বাধীনতা এমনি এমনিতেই অর্জন হয়নি। হাজার বছরের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের ফল এই পরম আকাঙ্খিত স্বাধীনতা।

এ ভূখন্ডের স্বাধীনতার জন্য মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুগ যুগ ধরে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ করে এসেছেন অসংখ্য মুক্তিকামীরা। হাজার বছর ধরে বাঙ্গালিরা বিভিন্ন শাসকদের কাছে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়েছে। বাঙ্গালির সহস্র বছরের অত্যাচারিত, লাঞ্চিত ও বঞ্চিত হওয়ার রক্তাক্ত ইতিহাসের সর্বশেষ শাসকগোষ্ঠী ছিল ইংরেজ ও পাকিস্তানীরা।

যুগ যুগ ধরে দখলদার শাসকগোষ্ঠী বার বার বাঙ্গালির মুক্তিসংগ্রামকে দমনপীড়ন করেছেন। সর্বশেষ পাকিস্তানিরা বাঙ্গালীদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নে অতীতের সকল ইতিহাসকে ছাপিয়ে যায়। বাঙ্গালির মুক্তির সাধকে চিরতরে মুছে দেওয়ার জন্য, এক রাতে নিরীহ বাঙ্গালির উপর হঠাৎ নেমে আসে এক ভয়াল আক্রমণ। হানাদার পাক-বাহিনী রাতের আধারে এক কাপুরুষোচিত, নৃশংস ও হিংস্র আক্রমণের দ্বারা হত্যা করে লাখো বাঙ্গালিকে। রক্তপিপাসু পাকবাহিনী ও এদেশীয় কিছু কুলাঙ্গারদের হত্যালীলায় রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠে আমাদের সবুজ ঘেরা এই মাতৃভূমি। রক্তপিপাসুদের ভয়াবহ হত্যালীলার প্রতিবাদে স্বাধীনতার এক মহান পুরুষ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈপ্লবিক ও সংগ্রামী আহ্বানে আপামর জনসাধারণ জেগে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর তর্জনীর ইশারায় সাত কোটি বাঙ্গালি ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে আমাদের পরম আকাঙ্খিত “স্বাধীনতা”। এই মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলার দামাল ছেলেরা নিজের জীবন বাজি রেখে, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। এই মহান যুদ্ধে শহীদ হন তিরিশ লক্ষ বাঙ্গালি এবং সম্মানহানি হয় প্রায় দুই লক্ষ মা বোনের।

বাঙালির প্রায় ২ হাজার বছরের মুক্তি ও সংগ্রামের ইতিহাসে অনেক কিংবদন্তি ও প্রবাদপুরুষ অসামান্য ও অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। অনেকে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য। অনেক প্রবাদ পুরুষ ও জননেতা বাঙালির ন্যায়সঙ্গত দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিসীম ত্যাগ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। তবে বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার সহস্র বছরের ইতিহাসে অবদান রাখা নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ও অনন্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসীম আত্মত্যাগ, দূরদর্শী নেতৃত্ব ও বাঙ্গালীদের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধের কারণে আপামর জনসাধারণ এক হয়ে বঙ্গবন্ধুর দেখানো মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এমনকি বঙ্গবন্ধুর ডাকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধেও ঝাঁপিয়ে পড়তে দিধা করেনি। বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাঙালির ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে বাঙ্গালীদের চূড়ান্ত মুক্তির জন্য একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন। তিনি প্রথম বুঝতে পারেন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ছাড়া কখনোই একটি পূর্ণাঙ্গ জাতি হিসেবে বাঙালির উন্মেষ ঘটবে না ও প্রকৃত মুক্তি মিলবে না। বাঙালির মুক্তির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য আজীবন তিনি সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও আত্মনিবেদন করে গেছেন। তার জীবন ও যৌবন উৎসর্গ করেছেন বাঙালির মুক্তির জন্য। বছরের পর বছর ধরে অবর্ণনীয় জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করেও তিনি বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন থেকে একচুলও সরে আসেননি। এই মহান সংগ্রামে তাকে এক যুগেরও বেশি (প্রায় ১৪ বছর) কারাবাস করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অকল্পনীয় নির্যাতনের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৈশোর থেকে শুরু করে ছাত্রজীবন হয়ে আপোসহীন সংগ্রাম, গণমানুষের অধিকার আদায়, লড়াই, মানুষের প্রতি অগাধ মমত্ববোধের মহান চেতনার মধ্য দিয়ে একজন মহান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই ছিল তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণ হয়। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর সময় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির অকল্পনীয় ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধুর বাঙালির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির স্বপ্ন ব্যাহত হয়। বর্তমান প্রজন্মের ঐকান্তিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের নিজেকে নিয়োজিত করা। এই লেখায় সংক্ষেপে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন, আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য ও সংগ্রামী জীবন

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী'র সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৮ সালে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', '৫২ এর ভাষা আন্দোলন,' ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন,' ৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান,' ৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন।

এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনও শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আপস করেননি। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্খাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক।

২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালালে ২৬শে মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্খিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে World's Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ভাষণের কারণে বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'Poet of Politics' হিসেবে অভিহিত করে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা"। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। মিত্রবাহিনীর সদস্যদের দেশে প্রত্যাবর্তন, স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ, সকল স্তরে দুর্নীতি নির্মূল, কৃষি বিপ্লব, কল-কারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণসহ দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নীতি ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজন্ম বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। তিনি আজীবন বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপসহীনভাবে সংগ্রাম ও লড়াই করে গেছেন। তিনি এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বপ্ন দেখতেন, যেখানে বাঙালির মৌলিক অধিকার ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে। যেখানে বাঙালিরা সুশাসন, সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা ও আইনের শাসন পাবে। যেখানে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকবে। যেখানে কোন ধর্মীয় বিদ্বেষ, জাতিগত হানাহানি, বর্ণবাদ, অঞ্চলভিত্তিক বিভাজন ও ধনী-গরীব ভেদাভেদ থাকবে না। তিনি এমন একটি কল্যাণকর ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন যেখানে প্রকৃত অর্থেই সাধারণ জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হবে। বঙ্গবন্ধু জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে গণমানুষের জন্য সুশাসন, মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন ও সাম্য নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তার পুরো রাজনৈতিক জীবনে এই আদর্শ ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর অনুসারীদের একই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। ১৯৬৬ এর ৬ দফায় যার প্রতিফলন দেখা যায়। পরবর্তীতে ১৯৭০ এর সাধারণ ও প্রাদেশিক নির্বাচনে দেশের আপামর জনসাধারণ বঙ্গবন্ধুর

স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী করেন। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে উল্টো বাঙ্গালীদের উপর অবর্ণনীয় জুলুম ও নির্যাতন করতে থাকে। পাকিস্তানিদের শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুম চিরতরে বন্ধ করতে ও বাঙালির চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক, অনন্য ও কালজয়ী ভাষণ প্রদান করেন। পরবর্তীতে ২৫ শে মার্চ কালরাতে পাক হানাদার বাহিনী বাঙ্গালীদের উপর আক্রমণ করলে বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও আপামর জনসাধারণকে যুদ্ধে শামিল হয়ে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনার জন্য সংগ্রামী আহ্বান জানান। দেশের আপামর জনসাধারণ বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালির চূড়ান্ত মুক্তি তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেন ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করেন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, চিন্তা-চেতনা ও আদর্শই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রূপ লাভ করে। যার প্রমাণ দেখা যায় সদ্য স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের মধ্যে।

সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে রমনার বিশাল জনসমুদ্রে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।''৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্রের চার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে। বাংলাদেশের মূল সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রের এই চার মূলনীতিকে আমরা বলি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, যা অর্জিত হয়েছে ৩০ লাখ শহীদের জীবনের বিনিময়ে। এই সংবিধানে ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মপালন ও প্রচারের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। বাংলাদেশের মতো অনগ্রসর মুসলমান প্রধান দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শের এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৪ নভেম্বর (১৯৭২) গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হওয়ার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু এক অনন্য সাধারণ ভাষণ দিয়েছিলেন। যেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা প্রতিফলিত হয়েছে। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু 'গণতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নতুন ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা দিয়েছেন।

গণতন্ত্র সম্পর্কে এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন 'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। মানুষের একটা ধারণা আছে এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যে সব দেশে চলেছে, দেখা যায় সে সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের প্রটেকশন দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্রের ব্যবহার। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই, শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেই শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো আমার দেশের যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে তাতে সেসব বন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে এদেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়, শোষকরা যাতে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সাথে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক সিডিউলে রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন। অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারোর সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরাং নিশ্চয় আমরা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, কাপড়ের কল, পাট কল, চিনির কারখানা সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি। তার মানে হলো, শোষকগোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে

না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।'

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর ৪ নভেম্বরের ভাষণে বলেছেন 'আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা ঐগুলি জাতীয়করণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না, তাদের আগে বুঝা উচিত, সমাজতন্ত্র কি? সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনও তারা সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র গাছের ফল নয় অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছা যায়। এবং সেজন্য পহেলা স্টেপ- যাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি; শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। এক এক দেশ এক এক পন্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কি আবহাওয়া, কি ধরনের অবস্থা, কি ধরনের মনোভাব, কি ধরনের আর্থিক অবস্থা, সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে, এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করেনি সে অন্যদিকে চলেছে। রাশিয়ার পাশে বাস করেও যুগোশ্লোভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া নিজ দেশের পরিবেশ নিয়ে, নিজ জাতির পটভূমি নিয়ে সমাজতন্ত্রের অন্য পথে চলেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যান, দেখা যাবে, ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার মিসর অন্যদিকে চলেছে। বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনোদিন সমাজতন্ত্র হয় না; তা যারা করেছেন, তাঁরা কোনোদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কারণ লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না যেমন তা পড়ে আন্দোলন হয় না। সেজন্য দেশের পরিবেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের রীতিনীতি, তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সবকিছু দেখে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা ৯ মাসে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি, তা আমার মনে হয় দুনিয়ার কোনো দেশ, যারা বিপবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম এনেছে তারাও সেগুলো করতে পারেননি, এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোনো কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা প্রসেসের মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।'

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন 'আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের ওপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগণের কর্তব্য বিশ্বশান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা। যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে যারা আবদ্ধ ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাদের সর্বস্ব লুট করেছে তাদের প্রয়োজন নিজের দেশকে গড়া ও জনগণের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির দিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। বিশ্বশান্তির জন্য জনমত সৃষ্টি করা তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

বঙ্গবন্ধু গণপরিষদে প্রদত্ত ৪ নভেম্বরের ভাষণে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বলেছেন 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবো না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম করবে তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলবো ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে

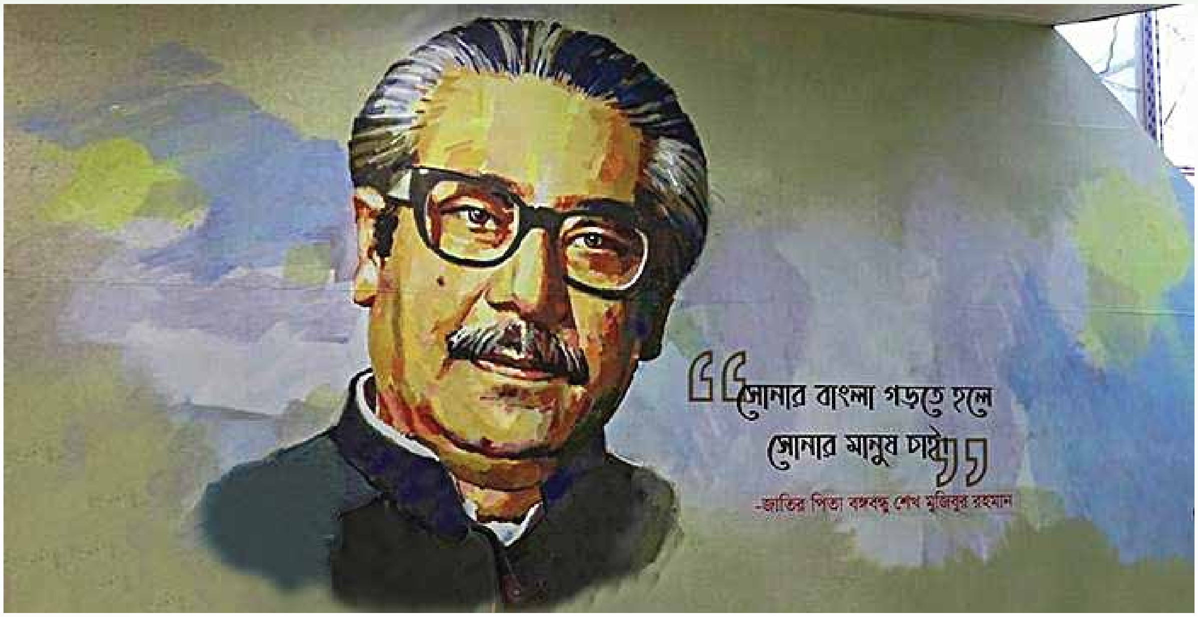

গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলবো সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটি কয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।'

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ নিছক একটি ভূখণ্ড লাভ কিংবা পতাকা বদলের জন্য হয়নি। নয় মাসব্যাপী এই যুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থেই মুক্তিযুদ্ধ। দেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সার্বিক মুক্তির আশায়। জনগণের এই আকাঙ্খা মূর্ত হয়েছিল '৭২-এর সংবিধানে। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যে আন্দোলনের সূচনা হয় তা '৫২-র একুশে বাঙালিত্বের পরিচয়, ভাষা ও সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

আধুনিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে। বাঙালিত্বের চেতনা মূর্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা ও গানে, যখন তিনি লিখেছেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,' 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল', আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' প্রভৃতি গানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা নানারূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ সব সময় বিদ্বেষ নয় সম্প্রীতির কথা বলেছে। ছয়শ বছর আগে বাংলার কবি চন্ডিদাস লিখেছিলেন 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' দেড়শ বছর আগে বাংলার আরেক মরমী কবি লালন শাহ লিখেছেন 'এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে/ যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ আর খ্রীষ্টান/ জাতিগোত্র নাহি রবে।' প্রায় একশ বছর আগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোনজন/কান্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।' বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল এই অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

আজ '৭২-এর সংবিধান কার্যকর থাকলে বাংলাদেশে ধর্মের নামে এত নির্যাতন, হানাহানি, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, রক্তপাত হতো না। বাংলাদেশের এবং পাকিস্তানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যাবতীয় গণহত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসের জন্য দায়ী জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সমগোত্রীয় মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক দলগুলো, যা তারা করেছে পবিত্র ইসলামের দোহাই দিয়ে। '৭২-এর সংবিধান এবং বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও আদর্শ মান্য করতে হলে ধর্মকে রাজনীতি ও রাষ্ট্র থেকে বিযুক্ত রাখতে হবে, ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও হত্যা বন্ধের পাশাপাশি ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য।

বাংলাদেশ যদি একটি আধুনিক ও সভ্য রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়, যদি আর্থ-সামাজিক

অগ্রগতি নিশ্চিত করতে চায়, যদি যুদ্ধ-জেহাদ বিধ্বস্ত বিশ্বে মানবকল্যাণ ও শান্তির আলোকবর্তিকা জ্বালাতে চায়, তাহলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা নেই। বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব - এ প্রত্যাশা করি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই হোক মুজিববর্ষে সকলের অঙ্গীকার।

বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট প্রত্যাশা

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য। সবুজময় এই জন্মভূমির জন্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা, বীর মুক্তিযোদ্ধারা যদি তাদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে পারেন। যদি তারা জীবন উৎসর্গ করতে পারেন। তাহলে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ গড়ার জন্য আপনি, আমি এবং আমরা সবাই কি পারি না, আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে?

আমরা যে, যে পেশায় আছি, যে যেই কাজ করি, সেই কাজটি দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকভাবে সুসম্পন্ন করতে? এই মাটির গর্বিত সন্তান হিসেবে, দেশমাতৃকার প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য লাখো শহীদের রক্তের ঋণ শোধকল্পে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে এবং স্বপ্নের সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমাদের এই মহান দায়িত্ব পালন করতেই হবে।

আসুন আমরা সবাই যার যার দায়িত্ব ও কাজ সঠিকভাবে পরিপালন করে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের "সোনার বাংলা" হিসেবে গড়ে তুলি এবং অন্যদেরও এই মহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ করি। লাখো শহীদ আপনার দিকেই তাকিয়ে আছে। ভবিষৎ প্রজন্ম আপনার মহৎ কাজ এবং তেজেদীপ্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা দেখার প্রতীক্ষাতেই আছে।

সহকারী পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা বিভাগ)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর।

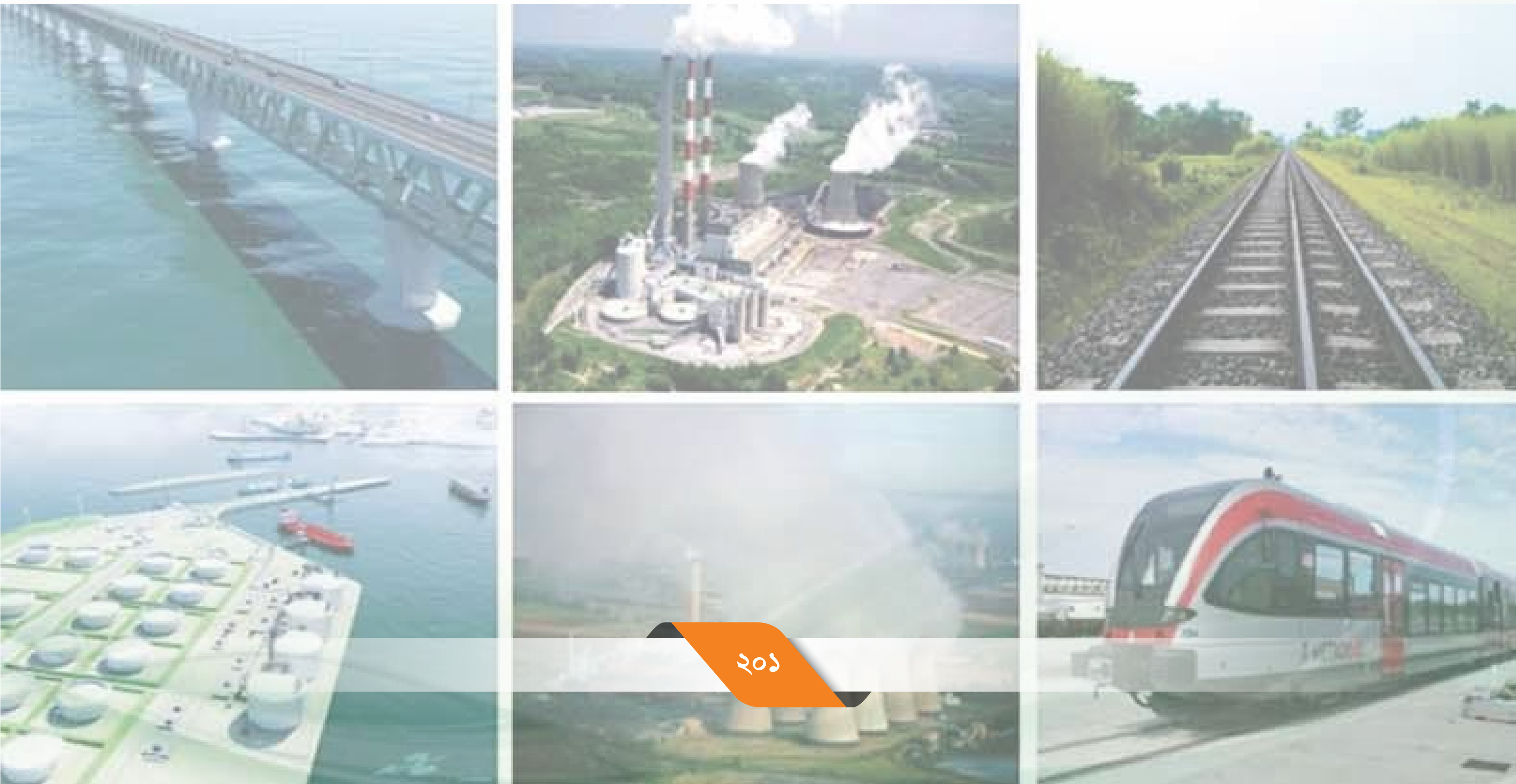

তদন্তের বাস্তব অভিজ্ঞতায়

কেস ডায়রীর গুরুত্ব

মোঃ আলতাফ হোসেন

লাবনী (ছদ্মনাম) সুন্দরী একটি মেয়ের নাম। পিতার আদি নিবাস চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে নওগাঁ মহাদেবপুর থানা এলাকায় তাদের আবাস গেরেছে। নিজের দেশে হলেও অন্য জেলা থেকে এমনকি এক গ্রাম থেকে ভিন্ন গ্রামে স্থানান্তরিত হলেই আমাদের লোকজনের মাঝে তাদেরকে "রিফিউজি" ভাবার একটা প্রবণতা বিদ্যমান। স্থানান্তরকারী যদি গরীব হোন তাহলে তো "রিফিউজি" থেকে তাকে উদ্বাস্তুর নিম্নস্থরেও নামানো হয়।

তো লাবনীরা দুই বোন দুই ভাই আর বাবা-মা সহ ছয় জনের সংসার। দুই ভাই স্বর্ণকারের দোকানের কর্মচারী, পিতা দিন মজুর, বড় বোন স্বামী পরিত্যাক্ত এবং মা গৃহিনী। তাদের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে পাকা রাস্তার ধারে প্রভাবশালী মতিয়ার সাহেবের (ছদ্মনাম) বাড়ী। লাবনীদের বাড়ীর সামনে দিয়ে মেঠোপথ বেয়ে মতিয়ার সাহেবদের উঠান সংলগ্ন রাস্তা দিয়া পাকা রাস্তায় ওঠা যায়। মতিয়ার সাহেব প্রাক্তন ইউপি মেম্বার এবং তৎকালীন স্থানীয় (বর্তমানে জাতীয়) পত্রিকার (দৈনিক করতোয়া) রিপোর্টার। মতিয়ার সাহেবেরা অনেক কয়েকজন ভাই। আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল। জোত জমি আছে। আর আছে বেশ কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল ভাইপো। শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি কোন ঝোঁক নাই, গ্রাম্য পলিটিক্স বাপ-চাচাকে বিশেষ করে চাচা মতিয়ারের চামচামী করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। উঠান দিয়ে প্রধান সড়কে ওঠা, পার্শ্বের জমিতে লাবনীদের ছাগল নামা, গাছের পাতা বাতাসে উড়ে তাদের জমিতে পড়া, এমন তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে লাবনীদের সাথে মতিয়ার সাহেবের ভাইপোদের বিবাদ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এমন একটি তুচ্ছ ঘটনায় লাবনীদের সাথে মতিয়ার সাহেবের ভাইপোদের ঝগড়া শুরু হলে বরাবরের ন্যায় "রিফিউজি" খ্যাত লাবনীদের বাড়ির ভিতর পর্যন্ত গিয়ে লাবনীর বড় বোনকে গুরুত্বর আঘাত করে এবং লাবনীর উপরেও চড়াও হওয়ার চেষ্টা করলে, লাবনী তার ঘরে আশ্রয় নেয়। তখন দূর্বৃত্তরা তার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করলে সে জানালা দিয়ে তার ভাইদের স্বর্ণকারের কাজ করার সুবাদে ঘরে থাকা এসিডের বোতল থেকে এসিড ছুড়ে মেরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে সফল হয়। লাবনীর ছোড়া এসিডে মতিয়ার সাহেবের এক ভাইপোর মুখ মন্ডলের একাংশ ঝলসে যায় এবং লাবনীর হাতে এসিডের ফোটা পরে তার হাতেও এসিডে দগ্ধ হয়। ফলে উভয় পক্ষই থানায় মামলা করে। এসিডে দগ্ধতার ঘটনার প্রারম্ভিক অবস্থা দেখে বোঝা খুবই মুশকিল, এর পরিণতি কত ভয়াবহ। দিনে দিনে এ ক্ষতের বিভৎস বর্ণনা করা দুষ্কর। সদ্য চাকুরী পাওয়া এসিড সংক্রান্ত ঘটনার মামলার প্রথম

তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে আকাশের (ছদ্মনাম) সংগত কারণে তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে মামলা দুইটির যুগপৎ তদন্তকার্যে তিনি যথা নিয়মেই তদন্ত কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন। যেহেতু পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে দায়ের করা দুইটি মামলা এবং তদন্তকালে মতিয়ার সাহেবের ভাইপোদের ঘটনার পূর্ববর্তী, ঘটনার সময় এবং ঘটনার পরবর্তী বাড়াবাড়ির কারণে নিরীহ হতদরিদ্র লাবনীদের প্রতি আকাশের মানবিক কারণে সহানুভূতি বোধ জেগে উঠেছিল। মামলার তদন্তে সত্য উদঘাটনে তদন্তকারী হিসেবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার আইনগত বাধ্য বাধকতা থাকলেও বাস্তব পরিস্থিতি তদন্তকারীকে প্রায়শঃই মানবিক করে তোলে।

মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় লাবনীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি গুরুত্বর। এসিড নিক্ষেপের মামলা, সংগত কারণেই এ মামলার আসামীদের গ্রেফতার করা জরুরী। কিন্তু মামলা করার ক্ষেত্রে মামলাবাজ মতিয়ার সাহেব মামলার ঘটনায় অতিরিক্ত রং লাগিয়ে লাবনী একাই ঘটনায় জড়িত থাকলেও এবং তাদের বাড়ীর ভিতর ঘটনাটি সংঘটিত হলেও সবকিছু গোপন করে তার বাবা-মা, ভাই-বোনদেরকেও আসামী করায় এবং আসামী লাবনী নিজেও একজন নির্যাতিতা হওয়ায় মামলার তদারককারি অফিসারগণও আসামী লাবনীকে বা তার সহযোগীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন।

মামলা রুজুর এক সপ্তাহেও আসামী গ্রেফতার না হওয়ায় মতিয়ার সাহেব যেহেতু পত্রিকার রিপোর্টার সেহেতু তৎকালীন স্থানীয় দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় একটি খবর ছাপেন এই বলে যে, এসিড নিক্ষেপ করে চোখ নষ্টকারী আসামীরা প্রকাশ্য ঘুরছে, গ্রেপ্তার হচ্ছে না। কারণ হিসেবে লাবনীর রুপ লাবন্যে তদন্তকারী অফিসার বিমোহিত। মূলতঃ মিথ্যাভাবে জড়িত করা হলেও আসামীরা প্রায় সকলেই পলাতক শুধু লাবনী ছাড়া সে নিজেও এসিডে আক্রান্ত হওয়ায় সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রকাশিত সংবাদে তদন্তকারী অফিসার সদ্য বিবাহিত ও তার স্ত্রী খবরের কাগজ পাঠের পোকা বিধায় বিচলিত হয়ে পরেন এবং প্রকাশিত পত্রিকা যাতে থানা বা বাসায় না আসে সে ব্যাপারে কৌশলী পদক্ষেপ নিয়ে প্রথম যাত্রায় বেঁচে যান। কিন্তু পরের সপ্তাহে একই পত্রিকায় ফলোআপ নিউজ হয় যে, লাবনীর প্রেমে পাগল তদন্তকারী কর্মকর্তা আকাশ আসামী না ধরে লাবনীর প্রেমে মশগুল। এবারে তদন্তকারী কর্মকর্তা আকাশের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। পত্রিকার মিথ্যা খবরের বাড়াবাড়িতে তার ভাবমূর্তি নষ্টের চিন্তার চেয়ে ঘর সামলানো কঠিন হয়ে যায়। তখন আকাশ বাধ্য হয়ে পত্রিকার জেলা অফিসে প্রতিবাদ করতে যায়। কিন্তু জেলা প্রতিনিধি জানান কলাম প্রতি ইঞ্চি প্রতি এত এত টাকা দিলে তবেই প্রতিবাদলিপি ছাপানো যাবে। বেশীমূল্যে প্রতিবাদলিপি সামনের পাতায়, কম মূল্যে ভিতরের পাতায়, আরো কম মূল্যে কম দর্শনীয় স্থানে প্রকাশিত হবে। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন খরচ প্রায় ৫০০/- টাকা। ১৯৯১ সালে ৫০০/- টাকা খরচ করার মতো সামর্থ্যতদন্তকারী অফিসার আকাশের ছিল না প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে আকাশ বিফল মনোরথে থানায় ফিরে যারপর নেই হতাশ ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পাছে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মিথ্যা অপবাদে সংসারে অশান্তি সৃষ্টির আতঙ্ক থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রীর সাথে সমস্যাটি শেয়ার করে স্ত্রীর সাহায্য কামনা করে কিছুটা হালকা হয়। অবশেষে মামলা দুইটির কেস ডায়রীতে প্রকৃত সত্য উদঘাটন সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি সন্নিবেশের পাশাপাশি পত্রিকায় মিথ্যাভাবে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ লিপির আদলে কেস ডায়রীতে প্রকৃত ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করে। পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ দুইটির প্রকাশনার দিনকাল উল্লেখ করে লিপিবদ্ধকৃত কেস ডায়েরী দুইটি যথাযথভাবে মামলার সহিত সযত্নে সন্নিবেশিত করে। মামলা দুইটির তদন্ত শেষে যথা নিয়মে উভয়ই মামলায় উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। লাবনীও তার প্রতিপক্ষ এসিড দগ্ধ আসামী প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ার সন্দেহ থাকলেও ঝামেলা এড়াতে কৌশলগত কারণেই তদন্তকারী কর্মকর্তা আকাশ এসিড নিক্ষেপের মামলায় লানবীকেই প্রধান আসামী তথা ১নং আসামী হিসেবে চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দেয়। ফৌজদারী মামলার বিচার ব্যবস্থাপ-নার মামলার পক্ষ বিপক্ষগন মামলায় নারাজী আপীল এমনকি মহামান্য হাইকোর্ট মামলার আসামীদের বয়স সংক্রান্ত খুটি নাটি বিষয়ে রীট করে। অবশেষে ২০০৫ সালে মামলা দুইটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা আকাশের সাক্ষী হিসেবে ডাক আসে। আকাশ তখন লালমনিরহাট থানার অফিসার ইনচার্জ। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ নওগাঁ মহোদয়ের এজলাসে সাক্ষীর জন্য আকাশ যথাসময়ে উপস্থিত। সুদীর্ঘ ১৪ বছর পর মামলার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আকাশ তার স্মৃতি ঝালাইয়ের জন্য মামলার কেস ডায়েরী দুইটি পর্যালোচনায় মত্ত হয়ে পরে। ঐ সময়ে একজন সুন্দরী মহিলা কণ্ঠে “স্যার ভাল আছেন?”প্রশ্নে সম্মতি ফিরে পায়। লাবনীর বিরুদ্ধে যখন অভিযোগপত্র দেওয়া

হয় তখন তার বয়স অনুমান ১৬ বছর। ১৪ বছরের ব্যবধানে ষোড়শি লাবনী ত্রিশের কোঠায়। সৌভাগ্যক্রমে স্বচ্ছল স্বামী ভাগ্যে তার সৌন্দর্যের মূল্যায়ন হয়েছে বলে প্রথম দর্শনে মনে হয়। লাবনীকে দেখে আকাশের হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠে। এটা লাবনীর প্রতি প্রেম ভালোবাসার নয়, সাক্ষ্য প্রদানকালে লাবনীর রুপ লাবন্যের কারনে কুৎসিত জেরার আতঙ্কে। আকাশ আতঙ্কিত বলেই তার হৃদয়ের এমন তোলপাড়।

আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়া এবং আসামীর কাঠগড়া একই দিকে এবং খুবই কাছাকাছি। আসামীদের নামের ক্রমানুসারে লাবনী আসামীর কাঠগড়ায় প্রথমে প্রবেশ করায় তার অবস্থান আকাশের খুবই নিকটবর্তী। নওগাঁ কোর্টের সবচেয়ে বিজ্ঞ আইনজীবিদের মধ্যে এ্যাডভোকেট সেলিম সাহেব যিনি ইউনির্ভাসিটিতে বাম রাজনীতি করতেন এবং আকাশের তিন বছরের অগ্রজ ছিলেন। তিনি লাবনীদের বিপক্ষের উকিল। এ্যাডভোকেট সেলিম সাহেবের জেরার ধরণ পূর্ব থেকে আকাশের জানা। তদন্তকারীদের হৃদয়ের কম্পন ধরানো জেরায় এ্যাডভোকেট সেলিম সাহেবের জুড়ি মেলা ভার। সাক্ষ্য প্রদান কালে এ্যাডভোকেট সেলিম সাহেব নাটকীয় ভঙ্গিতে তার পূর্ব পরিচিত স্নেহস্পদ আকাশকে না চেনার ভান করে অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে প্রশ্ন করলেন।

- আপনার বর্তমান বয়স?
- প্রায় চল্লিশ। আকাশের উত্তর।
- অভিযোগপত্রের ১নং আসামী লাবনীর বয়স?
- অভিযোগপত্র প্রদান কালে ১৮ বছর ছিল।
- তদন্তকালের কথাই যেহেতু বলছেন তাহলে তখন আপনার বয়স কত ছিল?
- আঠাশ বছরের মতো।
- না আপনি বয়স বাড়াচ্ছেন আপনার বয়স ছিল ২৪/২৫ বছর?
- না আঠাশই ছিল।
- ২৫ বছরের একজন তদন্তকারী অফিসার, যিনি এখনও যথেষ্ট স্মার্ট, তখন অবশ্যই আর্কষনীয় ছিলেন?
- নিজের স্মার্টনেস সমন্ধে সচেতন নই।
- ২৫ বছরের সুদর্শন স্মার্ট একজন পুলিশ অফিসার অষ্টাদশী এমন সুন্দরীর প্রতি আকর্ষিত না হওয়া কি সম্ভব?
- জানা নেই।
- অষ্টাদর্শী সুন্দরী লাবনী মামলায় দায় থেকে রক্ষা পেতে আপনাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা কি অবাস্তব?
- জানা নেই।
- কাঠগড়ায় দাড়ানো আসামী লাবনীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বলে তদন্তকালে তাকে গ্রেফতার করেন নি? এবং মামলাটির তদন্ত সঠিকভাবে করেন নি?
- ইহা সত্য নয়।
- এটা খুবই সত্য, কারণ ঐ সময় স্থানীয় পত্র পত্রিকায় আপনার ও লাবনীর প্রেম নিয়ে অনেক কাব্যিক খবর প্রকাশিত হয়েছিল। যা ছিলো যেন আধুনিক রোমিও জুলিয়েটের প্রেমের বয়ান!!
- ইহা সত্য নয়।

পত্রিকার কপি আদালতে উপস্থাপন করে তুখোর ও ধূর্ত এ্যাডভোকেট প্রশ্ন করেন-

- পত্রিকার প্রকাশিত ঘটনাবলি কি মিথ্যা?
- ইহা সত্য নয়।
- সত্য না হলে প্রকাশিত সংবাদের কোন প্রতিবাদ করেন নি কেন?

অতএব আকাশ লাবনীর প্রেম কাহিনী সত্য।

মামলার সবথেকে গুরুত্বপূর্ন ও জটিল প্রশ্নে আকাশ অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দিলেন-

- প্রকাশিত সংবাদ সর্বৈব্য মিথ্যা এর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে!!!
- পত্রিকা উচিয়ে ধরে এ্যাডভোকেট বললেন-বলুন কোন পত্রিকায়?

পিনপতন নিরবতায় আদালতে উৎসুক উপস্থিতি পুলিশকে জেরায় নাস্তাবুদ করতে দেখে বেশ উপভোগ করছিলেন এবং আদালতও বিজ্ঞ ও প্রভাবশালী আইনজীবির প্রাসঙ্গিক প্রশ্নবানে জর্জড়িত তদন্তকারী অফিসারের অসহায়ত্বকে কিভাবে নিচ্ছেন তা আকাশ বুঝতে পারছিলেন না! শীতকালে সাক্ষীর কাঠ হয়ে দাড়ানো আকাশ তখন রীতিমতো ঘর্মাক্ত।

তখন আকাশ তার স্মৃতির পাতা থেকে তদন্তকালীন ঘটে যাওয়া ঘটনা-রটনার প্রেক্ষিতে তার অসহায়ত্বেও চরম সন্ধিক্ষনে মামলার ডায়রীতে পত্রিকায় প্রকাশিত মিথ্যা রটনার ব্যাপারে লিপিবদ্ধকৃত বর্ণনা স্মরণ করে উত্তর দিলেন-

- প্রতিবাদ আমি দিয়েছি তদন্তকালে আমার সম্পাদিত পত্রিকায়।

এই বলে তিনি মাননীয় জজ সাহেবের কাছে মামলার ডায়রীর (সিডি) সংশ্লিষ্ট অংশ উপস্থাপন করলেন।

জজ সাহেব দীর্ঘক্ষন মামলার ডায়রীর সংশ্লিষ্ট পাতা পড়ে আদেশ করলেন-

“তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে লাবনীর প্রেম নিয়ে এবং কারো চরিত্র নিয়ে আর কোন জেরা করা যাবে না।” আকাশ যেন বিপদের অতল গহব্বর থেকে উঠে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।

সাক্ষ্য প্রদানের পরবর্তী অংশ যথানিয়মে সমাপ্ত হয়।

একজন তদন্তকারী অফিসারের নিজের রক্ষাকবচ হিসেবে মামলার ডায়রী (সিডি) কতটা গুরুত্বপূর্ন তা বোঝাতে এ লেখার অবতারণা।

(২)

আজকাল মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে প্রায়শই বলতে শোনা যায়, মামলার ডায়রী(সিডি) এর কি এমন গুরুত্ব! আদালতের কাছে মামলার ডায়রীর (সিডি) কোন মূল্য নেই! যারা এসব বলেন, তাদের অজ্ঞতার প্রতি আমাদের করুনা হওয়া উচিত। যারা এরকম বলেন তারা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭২ ধারা এবং পিআরবি ২৬৩ রুলের প্রতি চরমতম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। যা সম্পূর্নরুপে বেআইনী ও অমার্জনীয় আপরাধ। পুলিশের তদন্ত ব্যবস্থার বেহাল দশা সৃষ্টিতে এসব তদন্তকারী কর্মকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। মামলার তদন্ত এমন একটি প্রক্রিয়া যা কোন অপরাধের প্রকাশ্য ও নেপথ্যের সত্য উদঘাটনের মাধ্যমে নিজের সফল যাব নিকাপাত ঘটায়। সকল গ্রহনযোগ্য ঘটনা মামলায় প্রাসঙ্গিক এবং সকল প্রাসঙ্গিক ঘটনা তদন্তে গুরুত্বর্পূন। যা একমাত্র মামলার ডায়রীর(সিডি) মাধ্যমে ফুটে তোলা সম্ভব। ফৌজদারী কার্যবিধি ১৭২ ধারার বিধান পর্যালোচনায় এবং বাস্তবতার নিরীক্ষেত তদন্তকারী কর্মকর্তা “প্রথম বিচারক” (ঋরৎংঃ ঔঁফমব) এর দায়িত্ব পালন করে বলে ধরা হয়। এই প্রাথমিক বিচারিক কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে মামলার ডায়রীতে (সিডিতে)। আসল বিচারকালে তাই আদালত সিডি পর্যালোচনা করে রায়ের সিদ্ধান্ত নিলে প্রতিপক্ষ এব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলার আইনগত অধিকার পর্যন্ত রাখেন না। অথচ আমরা তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আমাদের এই ক্ষমতা ও মহান মর্যাদা কত অবহেলা-অযত্নে, হেলায়-ফেলায় ধ্বংস করে চলেছি। একজনতদন্তকারী কর্মকর্তার কৃতিত্ব ও সাফল্যের প্রমাণ তার তদন্তকরা মামলায় অভিযুক্তের শাস্তি নিশ্চিত করা।ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় কোন মামলায় সন্দেহের লেশমাত্র আদালতের মনোজগতে প্রবিষ্ট হলে সে মামলায় কখনও সাজা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। ফলে মামলার ডায়রী এমন একটি প্রয়োজনীয় বিবরণী যা মামলার বিচারকালে প্রবল প্রতিপক্ষ আইনজীবিগণের যৌক্তিক-অযৌক্তিক জেরার মুখে তদন্তকারীকর্মকর্তাকে আদালতের কাছে সত্যনিষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

মামলার বিচারকালে ফৌজদারী কার্যবিধি এর ১৫৪ ধারা হতে ১৭২ ধারায় এবং পিআরবি এর ২৫৮,২৬৩,২৬৪ বিধিতে

বর্ণিত ব্যক্তি বিধান অনুসরণ করে লিপিবদ্ধকৃত কেস ডায়রী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭২ ধারা মতে বিচারকালে বিচারককে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, সাক্ষ্য আইনের ১৫৯,১৬০,১৬১ ধারা মতে কেস ডায়রী(সিডি) স্মৃতি ঝালাই এর মাধ্যমে তদন্তকারী অফিসারকে সত্যনিষ্ঠ হিসেবে আদালতের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে এবং প্রাসঙ্গিকতার সাথে প্রতিপক্ষের প্রশ্নবানে জর্জরিত না হয়ে সাক্ষ্য আইনের ১৫৭ ধারাকে পাশ কাটিয়ে একই আইনের ১৪৫ ধারা মতে তথ্যাদি উপস্থাপন করে বিচারের রায়, ন্যায় ও সত্যের পক্ষে আনতে মামলার ডায়রী (সিডি) গুরুত্ব বিবেচনায় নিতে পারলেই পুলিশের জন্য মঙ্গল।

ফৌজদারী মামলায় "দায় প্রমাণের" একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ বিভাগ তার আদি-অব্যয়-অক্ষয় ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব এড়ানোর ফাঁদে পা দিয়ে সাক্ষ্য আইনের ১০৩ ধারা লঙ্ঘন করে চলতে থাকলে সামনে অপেক্ষা করছে সমূহ বিপদ!! অতএব সাবধান হওয়ার এখনই সময়!!!

সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতয়ালী জোন)
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদান

সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড

Corona Virus Pandemic :

Economic challenges ahead & ways of recovery

Razanur Begum

The global health crisis caused by COVID-19 has hit Bangladesh's economy hard and jeopardized the country's impressive achievements in poverty reduction.

Now, it is high time for the government as well as business enterprises to assess the situation and chalk out a long-term plan to control damage. But the prime role of the government should clear any unwanted obstacles and create opportunities among the economy by the way of sound and clear directives like monetary & fiscal policies as well as tax structure to face the catastrophic situation.

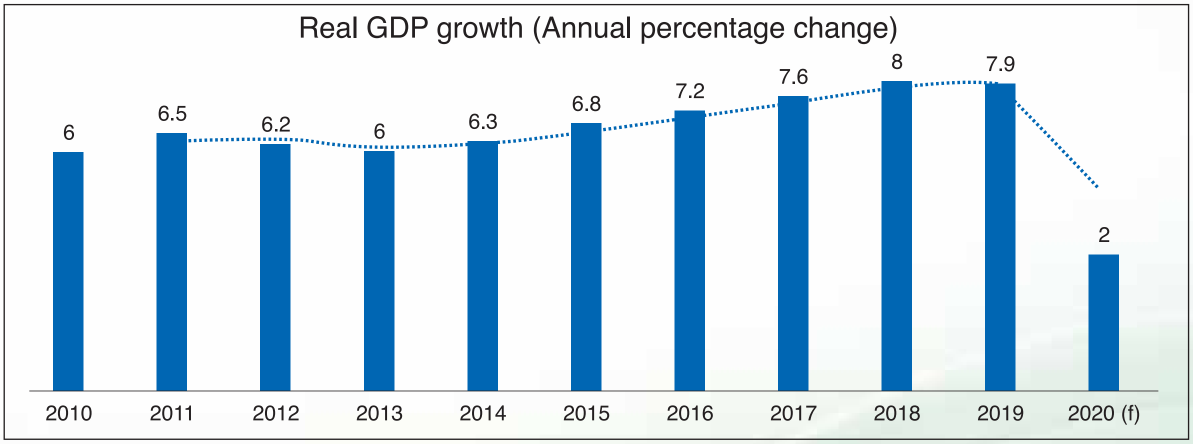

FIGURE: Real GDP growth (Percentage)

Source: International Monetary Fund

According to the International Monetary Fund, the real GDP growth of Bangladesh is projected to decelerate to 2.0% in FY 2019-20 driven by falling readymade garment exports, lower private investment growth and wider disruptions due to COVID-19.

The banking sector will face liquidity pressure as deposit growth and loan recovery also declines. Private sector credit growth might go down during March 2020 to June 2020. Cutting the cash reserve ratio (CRR) by 1 per cent would add approximately inject Tk. 130 billion into banking sector liquidity.

Other than this BB has taken some healthy initiatives such as: reduction in repo interest rate, buy-back of government securities, promotion of payment services, refinance scheme BDT 50bn for agriculture sector at a concessional rate, quarterly repayment for imports under supplier's/buyer's credit, refinance scheme of BDT 30bn for low income professionals, farmers, micro businessmen, postponement of charging interest on loans, restriction on dividend payment by banks, prohibition of workers lay-off, maximum margin limit for import of child food, relaxations for holding meetings and regulatory reporting.

In addition, Bangladesh Bank also relaxed the bar of Advance-Deposit Ratio (ADR) from 83.50 to 87 per cent. Although the financial market especially the banking sector is battered heavily due to regulated cap of rate of interest of deposit and advance very before of this pandemic. A threshold may be initiated to identify the genuine sufferers and pass a resolution for safeguarding them only.

The 2 R’s: RMG & Remittances

Bangladesh, world's second-largest garment exporter, is rapidly losing orders and millions of jobs are at stake.

Ready-made Garments (RMG) companies that buy from Bangladesh are literally closing doors all over European and American cities. Stores have closed for H&M, GAP, Zara, Marks & Spencer, Primark, which are all major buyers. Shopping has come to a standstill as people avoid discretionary spending. There is also a measure of panic regarding raw materials sourced from China. As of 23 March, 264 Bangladeshi garment factories have faced cancellations. H&M, one of the largest buyers of Bangladeshi garments, has had to “temporarily pause new orders as well as evaluate potential changes on recently placed orders.”

Bangladesh's Garment Exporters and Manufacturers Association (BGMEA) President Ms. Rubana Huq suggested the total impact of order postponement/cancellations will amount to US$1.5 billion, which is roughly 50% of our average export income in a month. Insiders interviewed suggest that if the virus continues to impact global supply chains, buyer demand, and of course, health and safety of workers, by Q4 2020, loss in export revenues could reach US$ 4.0 billion.

So far, Bangladesh has lost around $1.5 billion (€1.4 billion), which has impacted some 1.2 million workers, according to Rubana Huq.

This is not surprising because slowdown in US and EU economies have had ripple effects in the Bangladesh economy. This correlation is most evident for the global financial crisis in 2008.

Our government has already announced bail-out packages for the recovery. Like, due to cancellation of nearly $3 billion worth of work-orders, Bangladesh RMG industry got the attention quickly. Around 2 million workers in the industries may be affected by this and on the other hand, around 4 million people are directly engaged with the RMG sector e.g. backward linkage industries, accessories and packaging factories and transportation sector.

Figure 1: Relationship between GDP Growth Rates: BD, EU, US, and the World

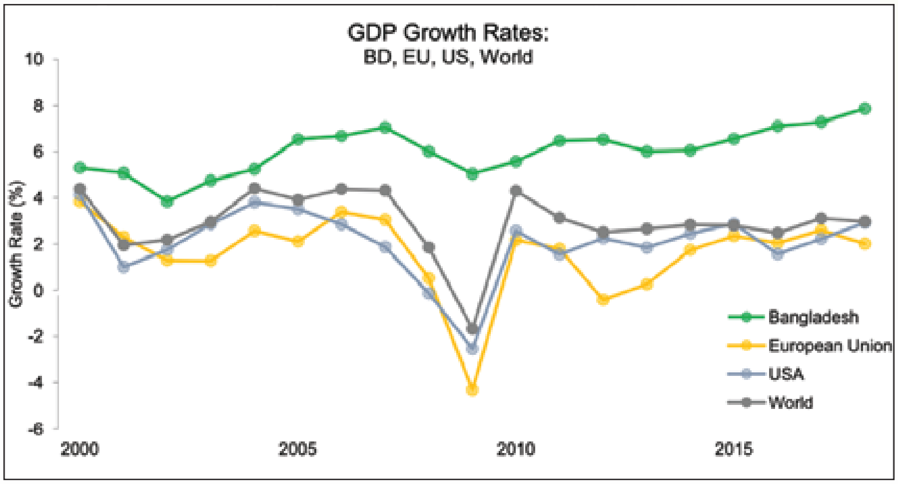

Source: World Bank, Inspira Advisory and Consulting, Ltd

However, international credit rating agency Moody's expects that the RMG sector in Bangladesh will recover by the end of the year, as demand recovers and supply chain shocks are overcome.

Meanwhile, the other pillar of the Bangladesh economy – remittances sent by migrant workers – will also take an inevitable hit. Bangladesh has around 10 million workers overseas, with a majority in the Middle East and the US, UK, and Malaysia. Travel restrictions as well as an economic slowdown and curfews in host countries in Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Malaysia, US and EU countries mean that workers are losing out on wages.

The Japan News tells us a story of Jahirul Islam, 30-years-old, who will lose out on 2 months' pay, after being instructed by his employer, the Abu Dhabi Sports Academy, to go home.

While he decided to stay put for fear not being able to re-enter, there are news reports that an untold number of migrant workers have returned. There are also disconcerting stories of migrant workers being shepherded into "labour camps" in Qatar.

Additionally, oil prices have fallen precipitously, which is often an effective leading indicator of inward remittances. History shows that falling oil prices have a lagged effect on remittances into Bangladesh. At present, prices are falling primarily because of reduced demand from sectors such as aviation and transportation sectors.

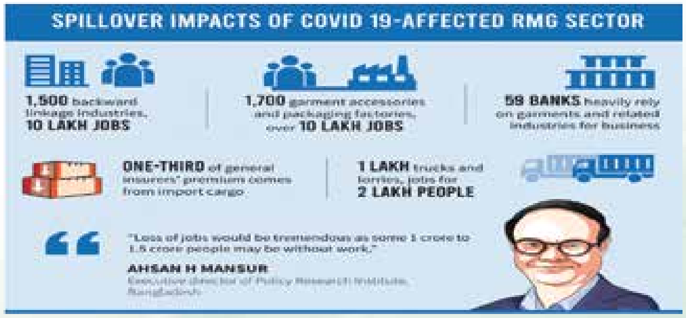

Challenges for the Financial Sector

Fallout of Rural Economy:

Decreased demands in poultry, dairy, fisheries have led to a drastic price drop in the respective sectors. On top of that, due to industrial shutdowns, garments workers and urban day labourers lost their jobs. Consequently, a large number of people with no income source moved from cities to villages which pushed the rural economy at a vulnerable stance. Egg price fell 45%, milk price dropped around 35%, production of dry fish reduced by 40%.

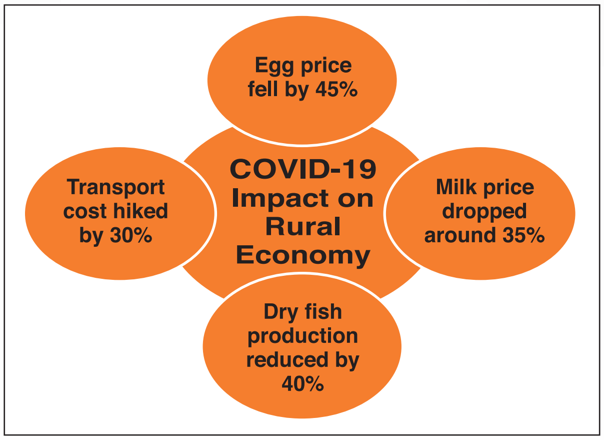

FIGURE: COVID-19 impact on rural economy / Source: The Business Standard

Covid-19 catches the Bangladesh financial sector at an inopportune time. Banks were trying to come to terms with the Ministry of Finance directive of 6% and 9% caps to interest rates on deposits and loans; vulnerable asset quality; moribund capital markets; and a struggling microfinance sector as access to donor funds and bank financing become more competitive.

Figure 3: Growth Rate of Private Sector credit

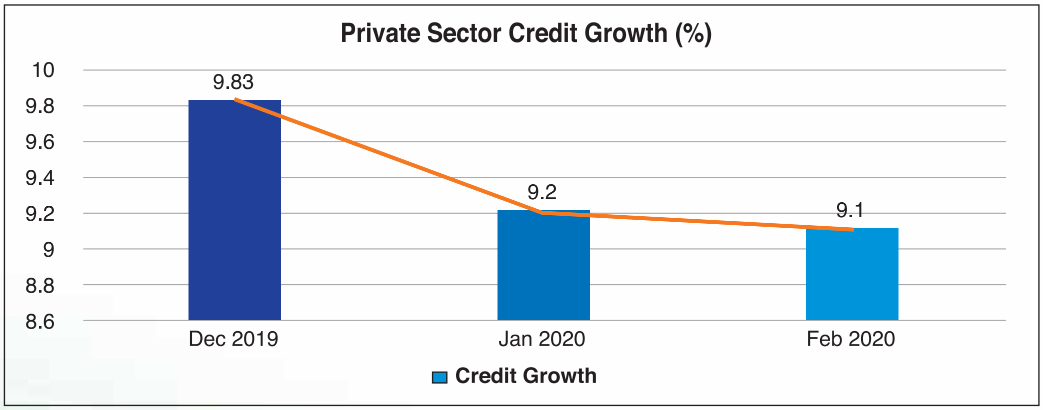

Source: Bangladesh Bank

Impact on Bangladesh’s SME:

SMEs are the bloodline of Bangladesh’s economy creating employment for 7.8 million [1] people directly and providing livelihood for 31.2 million [3]

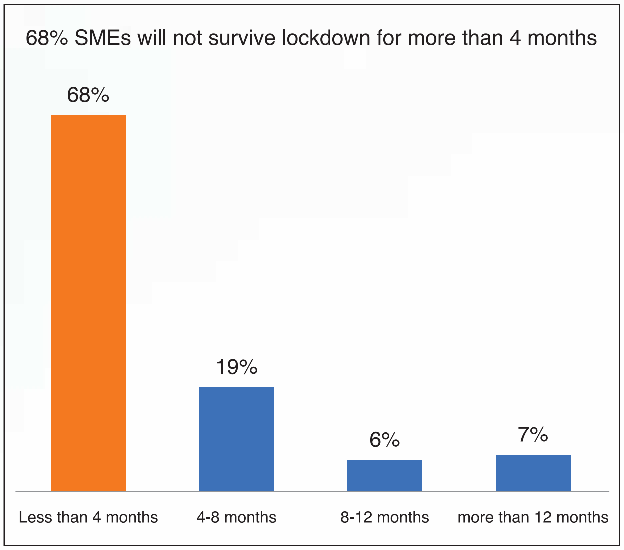

1. Source: SME Foundation

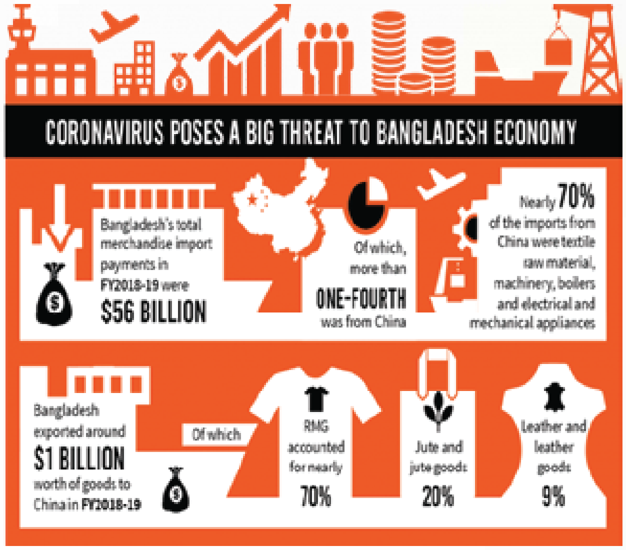

According to the central bank data, Bangladesh's total merchandise import payments were $56 billion in 2018-19, of which more than one-fourth was from China. Nearly 70 percent of the imports from China were textile raw materials, machinery, boilers and electrical and mechanical appliances.

Due to the current lockdown, the enterprises not related to emergency food and medicine are suffering immensely. SMEs related to services and production of generic items such as jute, handicrafts, light engineering among others have been hit the hardest as they are unable to maintain liquidity and operational activities. According to the survey, 68% SMEs reported that they will have to permanently shut down their business if the lockdown persists for more than 4 months.

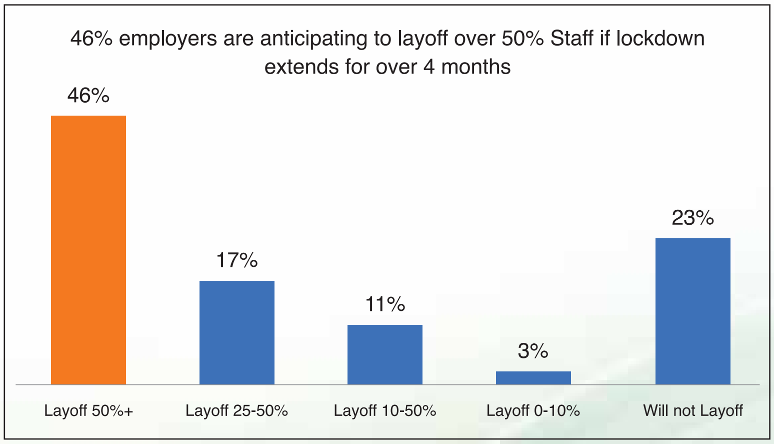

* About half of the SMEs (46%) will lay off more than 50% of their staff in a bid to cut costs

* In other contexts too we see that at an aggregate 31% of the enterprises will go for some sort of layoff (1-50% of staff) to minimize costs and keep their businesses afloat

* On a positive note, we also see that 23% of enterprises will not go for any type of layoff — indicating these enterprises have enough cash reserves to tackle rainy days

As there is no cure for COVID-19 till date and the only way left for us is prevention. Although with the current healthcare infrastructure it will be painstakingly difficult for us to fight and win against this virus at a mass scale level – no dependable alternative to lockdown is yet to be searched. At the same time urban informal workers, professionals, returnee expatriates converging on ill-prepared villages.

Source: Light Castle Analytics Wing

VIOLENCE AGAINST WOMEN:

It was estimated that one in three women will experience violence during their lifetimes, a human rights violation that also bears an economic cost of USD 1.5 trillion.

Many of these women are now trapped at home with their abusers and are at increased risk of other forms of violence as overloaded healthcare systems and disrupted justice services struggle to respond. With more people spending time online with movement restrictions in place, online forms of violence against women and girls in chat rooms, gaming platforms and more are likely to increase.

Women — especially essential and informal workers, such as doctors, nurses and street vendors — are at heightened risk of violence as they navigate deserted urban or rural public spaces and transportation services under lockdown. The pandemic's economic impacts are likely to increase sexual exploitation and child marriage, leaving women and girls in fragile economies and refugee contexts particularly vulnerable. In April, UN Secretary-General António Guterres appealed to end all forms of violence everywhere, from war zones to people's homes, and to focus efforts on ending the pandemic.

Sources: UN Secretary-General's policy brief: The impact of COVID-19 on women UN, April 2020;

Preparedness for a Post COVID Economy:

The Covid-19 outbreak has shaken Bangladesh to its core. The Bangladeshi leadership very quickly understood that it is on its own. It rapidly adopted a cocktail solution that is uniquely Bangladeshi. Nobel Laureate economist Abhijeet Banerjee has largely agreed that despite the hiccups, Bangladesh economy can endure the lockdown.

The early signs of emerging out of Covid-19 are promising. The curve does not seem to have peaked too steep.

* Expansion of “essential services” and boosting the rural and agro-economy seems to be the first steps for Bangladesh.

* The sobering fact is that we all have to live under the necessary conditions of social distancing restrictions and other containment measure until the pandemic is brought under control.

* This situation will continue until an effective vaccine or treatment becomes available. Therefore, global economic uncertainties caused by the pandemic will continue to constrain global economic growth.

* Re-organization of public institutions and economic governance with different approaches to taxation, public debt, monetary policy and managing inflation is, therefore, a crying need of the situation.

* In these uncertain times people also need to rethink of new ways as to how best they can live and manage their lives in a sustainable way.

Assistant Commissioner of Police (Headquarters)
Rangpur Metropolitan Police, Rangpur

"Ultimate Winner"

Opshara Alim

Cities are now sleeping
Where vehicles are not running.
Everyone is staying at home
Following frequent
Handwashing norm.

Silence in every places
Hangout is now
Only in terraces.
Everyday following
The same manner
What to do? Because-
We all are now
Coronavirus Fighter.

Everyday with hope
Watching the headlines
May be the number of
Affected patients will be minimize.

Poors are now starving
For the scarcity of food
How will they eat ?
Who just maintain livelihood
By cutting wood?

Go away Coronavirus
Leave all of us.
Bengalees will be the-
"Ultimate Winner"
Where you will be a-
"Big Looser".

Student
Viqarunnisa Noon School & College, Dhaka

মোঃ আব্দুর রশিদ
অফিসার ইনচার্জ
কোতয়ালী থানা, আরপিএমপি, রংপুর

শোকতাপ

সেদিন সূর্যগ্রহণ ছিলো
রাতটা চন্দ্রগ্রহণ
সেই সাথে অমাবস্যার কালরাত
নিকষ কালো রাতে ক'টা চিতাবাঘ
মানচিত্র গোগ্রাসে হজম করার অভিপ্রায়ে
উন্মত্ত ছিল;
ওরা বুনোশুয়োরের মত পুরো
রাজধানী জুড়ে ঘ্যাত-ঘ্যাত করে
রক্ত শুঁকেছিল;
ওরা সেদিন জাতীয় পতাকা আর
জাতীয় সংগীতকে ভুলণ্ঠিত করতে
অগ্রজ, অনুজ কাউকে রক্ষা করেনি।
হত্যা, হত্যাযজ্ঞের গ্রিল কাটা মেশিনে
ওরা পিতাকে এবং পুরো পরিবারকে
নির্মম নৃশংসভাবে খুন করে উল্লাসে মেতেছিল।
ভেবেছিল, এই বাংলায় আর কোনোদিন
লাল সবুজের পতাকা
এই নির্মল বাতাসে পত্ পত্ করে উড়বে না।
সিপাহশালায় বাজবে না রণসংগীত।
ওরা শুধু মুজিবকে হত্যা করেনি
ওরা সেদিন নজরুল, রবীন্দ্রনাথের কংকালকে গুলি করে
পৈশাচিকতার শিখর স্পর্শ করেছিল।
ওরা এভারেস্ট শৃংগকে কলংকিত করেছে
এই সবুজ শ্যামল কৃষাণের বাংলাকে
ভূকম্পনে প্রকম্পিত করেছিল।
সেদিন বাংলার পুরো জমিনে
নদ-নদী, খাল-খন্দরে
পাহাড় পর্বত বঙ্গোপসাগরে
কান্নার রোল পড়েছিল।
কাঁদো পদ্মা, কাঁদো মেঘনা, কাঁদো যমুনা, কাঁদো বাঙালি।
কাঁদো বৈশাখ, কাঁদো চর্যাপদ, কাঁদো পদাবলী।
এই বাংলা
তেলাপোকা থেকে হাতি
চড়ুইপাখি থেকে উটপাখি
বনজঙ্গল, নদী, শস্যকুল
পাখ-পাখালি সবই
সেদিন পথ করেছিল ভুল।
তারপর
বায়ান্ন থেকে একাত্তর
বীর বাঙালির চেনা সুর
এই সোঁদা মাটির রাজার জন্য
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব--পশ্চিম
সমগ্র পৃথিবী
নিঃশব্দে তাকিয়ে হতবাক
কখন তিনি আসবেন
ঘুম--ঘুম--ঘুম.......
অবশেষে মাটির রাজা ফিরে পেল নতুন প্রাণ।
যতদিন এই পতাকা এই পলিমাটি
ধানক্ষেত, শস্যফুল,পাখি;
এমনকি যেদিন বাজবে
ইসরাফিলের বাঁশি
ততদিন তুমি রবে
প্রতিটি নিঃশ্বাসে বহমান,
হে মহান জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মোঃ মাহবুর রহমান
এএসআই (সিটিএসবি)
আরপিএমপি, রংপুর

কমিউনিটি পুলিশিং

বেজায় চিন্তিত
মোড়ল বাহার উদ্দিন,
কি এমন করিলে
গ্রামের আসিবে সুদিন।

গ্রামটির নাম শান্তির নীড়
অথচ শান্তি কোথায়,
কলহ-বিবাদ, ছোট-খাটো সমস্যা
লেগে থাকে হেথায়।

কি করিবে?
মোড়ল বাহার উদ্দিন
যিনি কিনা
ন্যায় নীতিতে ইস্পাত কঠিন।

মোড়ল বাহার উদ্দিনের পড়িলো মনে
এক সভা হইয়াছিল
তাহারই বাড়ির উঠোনে।

সভাটির নাম
কমিউনিটি পুলিশিং
গঠন করিলে নাকি
দূর হইবে অন্যায়ের দিন।

দীর্ঘ চিন্তার পর
মোড়ল বাহার উদ্দিন ভাবিলো!
একার পক্ষে সম্ভব নহে
অপরাধের দমন,
যেই ভাবেই হোক করিতে হইবে
আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন।

অতঃপর মোড়ল বাহার উদ্দিন
পুলিশের সহযোগিতায়
সকলে মিলে করিলো গঠন
কমিউনিটি পুলিশিং।

শান্তির নীড়ে ফিরিলো শান্তি
অন্যায় হইলো দূর
সুখের পরশে সিক্ত সবাই
মনে আনন্দের সুর।

হউক না যত মাফিয়া ডন
সন্ত্রাসীদের কিং
দমন করিবে ঐক্য গড়ে
কমিউনিটি পুলিশিং।

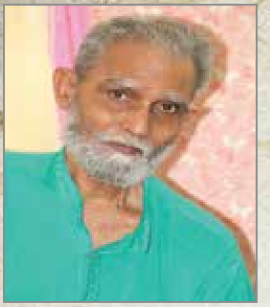

আখতার হোসেন সাবু
মুভমেন্ট অফিসার (অবঃ)
বিএডিসি, বাংলাদেশ।

মাতৃভূমি তুমি কেমন আছো

দুর্নীতিবাজরাই সকল অপকর্মের মহারাজ
তারা করেছে মাতৃভূমির সবকিছু লুটতরাজ,
এদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই এখন দেশপ্রেমিকের কাজ
যেন এদের কবল থেকে বাঁচে দেশ ও সমাজ।

মাগো, মা, আমার প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি
কেমন আছ মাগো, ভাল আছ তুমি?
ভালই আছ? তবে তোমার মুখ কেন এত মলিন?
তোমার শরীর ক্ষত-বিক্ষত এগুলি কিসের চিন?
কেন তোর শরীর রক্তশূন্য, চোখে কেন জল?
কে করল তোর এমন করুণ হাল, বল মা, আমায় বল।

বলেই বা কি হবে? মাগো আমি যে তোর মতোই দুর্বল
মারে, তুই কাদলে আমি কাঁদি, তুই হাসলে আমি হাসি
তুই ছাড়া কেউ নেই আর, আমি যে তোকে বড়ই ভালোবাসি।
কোন রাক্ষসী উড়ে এসে জুড়ে বসে তোকে বানালো ক্রীতদাসি
তোর হেনস্তা দেখতে পারি না আর, তাই অশ্রুজলে ভাসি।

যে সন্তান তোর ক্ষমতাবান, তারাই তোকে লুণ্ঠনে মত্ত
চোরে না শোনে ধর্মের কথা, তাই বদলায় না তাদের চিত্ত।
ক্রমাগত গিলছে তারা, তাই তাদের আমি বলেছি তিমিঙ্গিল
ভালবেসে মুরগীর মত গিলছে তোকে, এতই নিষ্ঠুর এদের দিল।

প্রশান্ত মহাসাগরের মতই বিশাল গভীর পেট
তোর এই নষ্ট-সন্তানরা মহাশক্তিশালী, সবাই মাথা করে হেঁট।
তোর এই কু-সন্তানেরা তোকে পুরোপুরি গিলতে নেই বেশি দেরী
সেই দৃশ্য পারবো না দেখতে, আল্লাহ তার আগেই যেন মরি।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ২য় বর্ষপূর্তির
শুভ কামনায়

সালাউদ্দিন মোস্তফা জামাল সুমন
পরিচালক
রংপুর মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি ও
প্রোপ্রাইটর
ইউনাইটেড প্রিন্টার্স, রংপুর

UNITED

ইউনাইটেড প্রিন্টার্স

আধুনিক প্রযুক্তির একটি সৃজনশীল মূদ্রন সংস্থা

+৮৮০ ৫২১ ৬৫৬৪০
+৮৮০-১৯১৫ ৪৫৮ ০৫৫

sumon.up@gmail.com
unitedprintersrng@gmail.com

ধাপ, জেল রোড, রংপুর

সমাপ্ত